মৌলভী আবদুর রউফ ওহীদের সংক্ষিপ্ত জীবন ও তাঁর ফার্সী সাহিত্যকর্ম

এম, ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভ
১৯৯৫-১৯৯৬

গবেষক
মোঃ আবদুল কাদের
উর্দু ও ফার্সী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
গুলসুম আবুল বাশার মজুমদার
প্রফেসর উর্দু ও ফার্সী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

891.55
O AM

Dhaka University Institutional Repository

মৌলভী আবদুর রউফ ওহীদের সংক্ষিপ্ত জীবন ও তাঁর ফার্সী সাহিত্যকর্ম

এম, ফিল, গবেষণা অভিসন্দর্ভ
১৯৯৫-১৯৯৬,রেজি: নং ৬৬
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

GIFT

গবেষক
মোঃ আবদুল কাদের
উর্দু ও ফার্সী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

382720

Dhaka University Library
382720

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক
ডঃ কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার
প্রফেসর উর্দু ও ফার্সী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ আবদুল কাদের "মৌলভী আবদুর রঊফ ওহীদের সংক্ষিপ্ত জীবন ও তাঁর ফার্সী সাহিত্য কর্ম" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম,ফিল, ডিগ্রীর জন্য লিখিত ও উপস্থাপিত। আমার জানামতে এটি বা এর কোন অংশ বিশেষ কোথাও কোন ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত ও প্রকাশিত হয়নি।

382720

Kulsoom A. Bashar 20.12.2000

(ডঃ কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
প্রফেসর উর্দু ও ফার্সী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
তাং-

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঋণ-স্বীকার

এম, ফিল ডিগ্রীর জন্য ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সী বিভাগ কর্তৃক রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত হই। আমার গবেষণার বিষয় স্থির হয় "মৌলভী আবদুর রউফ ওহীদের সংক্ষিপ্ত জীবন ও তাঁর ফার্সী সাহিত্য কর্ম।" পর্যাপ্ত তথ্যাদির অভাবে নির্ধারিত সময়ের চেয়েও আরও এক বছর সময় বৃদ্ধির প্রার্থনা করলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা অনুমোদন করেন। সুতরাং অভিসন্দর্ভটি আমার তিন বছরের গবেষণার ফসল। গবেষণা কাজ পরিচালনা ও পরিকল্পনায় বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন এ মুহূর্তে তাঁদের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। আমার গবেষণা নির্দেশক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সী বিভাগের অধ্যাপিকা ড. কুলসুম আবুল বাশারের কাছ থেকে যে দিক নির্দেশনা পেয়েছি, তা নাহলে একাজ করা মোটেই সম্ভব হতনা। সেজন্য তাঁর কাছে আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।

বিভাগীয় প্রবীন শিক্ষক ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ও ড. উম্মে সালমা গবেষণা কালীন বিভিন্ন সমস্যায় যেভাবে পরামর্শ দিয়েছেন ও দূলর্ভ তথ্যাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন, তাদের সে ঋণ পরিশোধ যোগ্য নয়। বিভাগীয় চেয়ারম্যান সহকারী অধ্যাপক আবু মূসা মোঃ আরিফ বিল্লাহ্ও শত ব্যস্ততার মধ্যে আমাকে যে সহযোগিতা করেছেন, প্রয়োজনে বাসায় ডেকে নিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন তা কোন দিন ভুলার নয়। বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. ওয়াকিল আহমদ আমাকে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে যে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন তা ভাষায় ব্যক্ত করার নয়।

382720

ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের বিশিষ্ট লেখক-গবেষক ও ইসলামী বিশ্বকোষের নিবন্ধকার ফয়সল আহমদ জালালী ও বিভিন্ন বিষয়ে সময় সময় আমাকে বহু পরামর্শ দিয়েছেন সে জন্য তাঁর প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করি। ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, জাতীয় গ্রন্থাগার ঢাকা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ লাইব্রেরি, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকা লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী কলিকাতা; কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে গবেষণা কাজে আমি প্রচুর সহযোগিতা লাভ করেছি। এজন্য এসকল প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাছেও আমি ঋণী।

বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী বৃন্দ বিভিন্ন তথ্য উদঘাটনের জন্য অতি ধৈর্য্যসহকারে বিপুল পরিমাণে সাহায্য করেছেন। সেজন্য সশ্রদ্ধচিত্তে সবার ঋণ স্বীকার করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গবেষণা কাজে আমাকে আর্থিক অনুদান না দিলে একাজ আমার পক্ষে সম্ভব হত কিনা সন্দেহ আছে। বৃত্তি বিভাগের এবদান্যতা কোন কালেই বিস্মৃত হবার নয়। মুদ্রণ ও প্রুফ রিডিং কাজে জনাব রুহুল আমিন (কামাল) ও মোঃ আবদুল মোতালেব ভূঁঞা যে ধৈর্য্য ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ঋণস্বীকার
অবতরণিকা ১
প্রথম অধ্যায়
জন্ম ও বংশ পরিচয় ৩
জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ ৩
স্থায়ী ঠিকানা ৩
পিতার মৃত্যু তারিখ ৪
মৃত্যুর বাংলা সন ৫
পিতামহ ৬
দ্বিতীয় অধ্যায়
পারিবারিক ঐতিহ্য ৮
শায়খ নিয়ামতুল্লাহ সিদ্দীকী ৮
শায়খ মুহাম্মদ রমযান ৯
শায়খ আহমদ আলী সিদ্দীকী ৯
ফয়েজ আলী আসী ৯
শায়খ মহর আলী ১০
তৃতীয় অধ্যায়
পূর্বসূরীদের আদি নিবাস ১৩
সম্রাট আলমগীর কর্তৃক জায়গীরদান ১৩
চতুর্থ অধ্যায়
শিক্ষাজীবন ১৬
প্রাথমিক শিক্ষা ১৬
উচ্চ শিক্ষা ১৬
ছাত্র হিসেবে ওহীদ ১৭
ওহীদ মাওলানা ছিলেন, না মৌলভী ১৭
পঞ্চম অধ্যায়
কর্মজীবন ১৮
সাংবাদিকতা ১৮
সুলতানুল আখবার পত্রিকা চালু রাখার উদ্যোগ ১৯
দূরবীনের সম্পাদনা ১৯
সাপ্তাহিক উর্দু গাইডের সম্পাদনা ২০
নগর প্রধানের অনুবাদক নিয়োগ ২০
অধ্যাপনা ২০
কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের অনুবাদক হিসেবে যোগদান ২১
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো সম্মানে ভূষিত ২১

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়
সংগঠক হিসাবে মাওলানা ওহীদ ২২
আনজুমানে ইসলামী গঠন ২২
গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি ২২
গঠনতন্ত্র অনুমোদন ২২
যুগ্ম সম্পাদক পদ হতে অব্যাহতি ২৩
আনজুমান গঠনের কারণ ২৩
আনজুমা গঠনে হিন্দু সমাজের প্রতিক্রিয়া ২৪
আনজুমান সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা ২৫
সপ্তম অধ্যায়
মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি ও আবদুর রউফ ওহীদ ২৭
প্রাক কথা ২৭
প্রতিষ্ঠাকালীন সোসাইটির কমিটি
অষ্টম অধ্যায়
ভারত বর্ষের সমকালীন রাজনীতির কোন ধারায় তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন ৩০
নবম অধ্যায়
মাওলানা ওহীদের বিশিষ্ট ছাত্র-শিষ্য ৩৩
আবদুল হাফীজ শাদান ৩৩
তাফাজ্জুল আলী ফজলী ৩৬
চৌধুরী মুহাম্মাদ রঈস উদদীন সিদদীকী ৩৭
আবদুল আহাদ হাশমত ৩৮
দশম অধ্যায়
ওহীদের কবিতায় আলোচিত সমকালীন ক'জন কবি-সাহিত্যিক ৪১
রিযা হাসান খান আলাবী হাশিমী ৪১
উবায়দুল্লাহ্ উবায়দী সুহরাওয়ার্দী ৪২
মুহাম্মাদ বশীরুদ্দীন তাওফীক ৪৫
আযামুদ্দীন সুলতান ৪৬
খান বাহাদুর আবদুল গফুর নাসসাখ ৪৭
সৈয়দ মাহমুদ আযাদ ৪৯
একাদশ অধ্যায়
রচনাবলী ৫৩
তাহরীরাতে ওহীদী ৫৩
পর্যালোচনা ৫৩
খুলাসায়ে তাওয়ারীখে বাঙ্গালা ৫৩
পর্যালোচনা ৫৪
নাহ্ভে ওহীদী ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

সারফে ওহীদী ৫৭
নাযূরায়ে জান আফযা ৫৭
দীওয়ানে ওহীদ ৬০
মুসলমানানে বাঙ্গালা কী তা'লীম ও তারবিয়াত ৬২
দ্বাদশ অধ্যায়
দাম্পত্য জীবন ও সন্তান-সন্ততি ৬৫
প্রথমা স্ত্রী ৬৫
দ্বিতীয়া স্ত্রী ৬৫
সন্তান সন্ততি ৬৬
পর্যালোচনা ৬৮
ত্রয়োদশ অধ্যায়
ওহীদ সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীগণের মন্তব্য ৭১
খান বাহাদুর আবদুল গফুর নাসসাখ ৭১
মাহমুদ আযাদ ৭১
উবায়দুল্লা উবায়দী ৭২
মাওলানা আবদুল মুনিম যাওকী ৭৩
ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ৭৪
ড. উম্মে সালমা ৭৪
চতুর্দ শ অধ্যায়
সাহিত্য কর্মের ধারা ৭৬
অনুবাদ সাহিত্য ৭৬
গদ্য রচনা ৭৬
সমকালীনদের মাঝে তাঁর সাহিত্যের প্রভাব ৭৬
কবিতার ধরন ৭৭
গজল ৭৭
সমসাময়িক সাহিত্যঙ্গনে তার অবস্থান ৭৭
একটি সমালোচনা ৭৮
পঞ্চদশ অধ্যায়
ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর স্থান ৮০
ষোড়শ অধ্যায়
সাহিত্য কর্মের কিছু নমুনা ৮১
রুবাইয়াতের অনুবাদ ৮২
গ্রন্থ পঞ্জি ১২১

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র সূচি

আবদুর রউফ ওহীদের ছবি ৭

ঐতিহাসিক মসজিদের ছবি ১২

খুলাসায়ে তাওয়ারীখে বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রচ্ছদ ছবি ৫২

নাহভে ওহীদীর প্রচ্ছদ ছবি ৫৬

নাযুরায়ে জান আফযার প্রচ্ছদ ছবি ৫৮

ইনতেখাবে দীওয়ানে ওহীদের প্রচ্ছদ ৬১

মুসলমানানে বাঙ্গালা কী তা'লীম ও তারবিয়াত বইর কভার ৬৩

ইনতেখাবে দীওয়ানে ওহীদের শেষ পৃষ্ঠার ছবি ৭০

যামীমায়ে ইনতেখাবে দীওয়ানে ওহীদের প্রচ্ছদ ছবি ৭৫

নাহভে ওহীদীর শেষ পৃষ্ঠার ছবি ৭৯

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

মুহাম্মদ আবদুর রঊফ সাহিত্য জগতের এক উজ্বল নক্ষত্রের নাম। ফার্সী সাহিত্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভারত বর্ষের ফার্সী সাহিত্যের রাজপুত্র। সাংবাদিকতা, প্রবন্ধ পাঠ, পদ্য ও গদ্য রচনা সবই তাঁর ফার্সী কেন্দ্রীক ছিল। পশ্চিম বঙ্গের একজন বাঙ্গালী হওয়া সত্বেও তাঁর গোটা সাহিত্য জীবন ছিল ফার্সী ভাষায় সীমিত। ফার্সীর প্রতি ছিল তাঁর হৃদয়ের টান। আরবী, উর্দু এবং ইংরেজী ও তিনি ভালভাবে জানতেন। তবে ফার্সী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় তাঁর সাহিত্য চর্চার প্রমাণ নেই। সাহিত্যের দু'টি শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণের কথা পাওয়া যায়। তা হল, সাংবাদিকতা ও কবিতা রচনা। সাংবাদিকতার উজ্জ্বল প্রমাণ হল দূরবীন, উর্দু গাইড ও সুলতানুল আখবার পত্রিকার সম্পাদনা আর কবিতা রচনার দীপ্তিমান প্রমাণ হল তাঁর দীওয়ান। মসনবী, (দ্বৈতপদী), রুবাই (চৌপদী), খুমাসী (পঞ্চপদী) ও গজল ইত্যাদি ফার্সী সাহিত্যের কাব্যাঙ্গনে তিনি অনায়াসে সন্তরন করেছেন।

তাঁর কাল ছিল ভারতবর্ষে ফার্সী কাব্যের অনুশীলনের যুগ। রিযাহাসান, সুলতান, তাওফীক, উবায়দুল্লাহ্ উবায়দী, মাহমুদ আযাদ ও আবদুল গফুর নাসসাখ প্রমুখ তারকা কবিরা ছিলেন তাঁর সমসাময়িক। তাঁরা সকলেই নিজ নিজ কবিতায় তাঁর কাব্য প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন।

ওহীদ শব্দের অর্থই হল একক, অদ্বিতীয় ও অনুপম ইত্যাদি। সমকালীন কাব্যাঙ্গনে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বলেই তিনি এ খেতাবে ভূষিত হয়ে কাব্য নাম ধারন করেন। সাহিত্য জগতের বাহিরে আবদুর রঊফ ছিলেন একজন সফল সাংবাদিক, স্বার্থক রাজনীতিবিদ, আদর্শ শিক্ষক, দক্ষ সংগঠক, অভিজ্ঞ ব্যাকরণবিদ ও উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তা। এযেন বহু বিদ গুণাবলীর এক মূর্ত প্রতীক। সমাজ ও জাতির খেদমতে নিবেদিত প্রাণ এমহান ব্যক্তিত্বের জীবনী সংরক্ষিত হয়নি। একথা ভাবতেও যেন অবাক লাগে, অবিশ্বাস্য হলেও এটাই বাস্তব সত্য।

হাঁটি হাঁটি পা পা করে গবেষণা কাজে অগ্রসর হওয়ার এক পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য কলিকাতা যেতে হয় আমাকে। কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলোশীপ ড. আবদুস সুবহানের সাথে সাক্ষাৎ করে গবেষণার বিষয় বস্তু সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হয়। তিনি বিষয়টি শুনে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেন আবদুর রঊফ ওহীদের জীবনী সংরক্ষিত হয়নি। জীবনী সংরক্ষিত হয়নি এমন এক লোক সম্পর্কে এমফিল থিসিসের বিষয় বস্তু নির্ধারণ করায় তিনি রীতিমত বিস্ময় প্রকাশ করেন।

ওহীদের স্থায়ী ঠিকানা কলিকাতার নীমতলা ঘাট স্ট্রীটে গিয়েও তাঁর কোন উত্তরসূরী খোঁজে পাওয়া যায়নি। বাড়তি কোন তথ্য সংগ্রহের জন্য ও কাউকে পাওয়া যায়নি। কোথায় তাঁর ইন্তেকাল এবং কোন স্থানে তিনি শায়িত, সে সম্পর্কে ও কেউ কিছু বলতে পারেন নি।

তবুও গবেষণা কাজ ব্যাহত হয়নি। তাঁর সম্পর্কে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন লেখকের লেখাগুলো একত্রিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। অবিন্যস্ত বিষয়াবলীকে একত্রিত করে অবশেষে এসন্দর্ভটি রচনা করা হয়। এব্যাপারে সবচেয়ে বেশী সাহায্য দান করে তার দীওয়ানের বিভিন্ন ধরনের তাকরীযাত। আবদুল মুনিম যাওকীর তাকরীয, তাকরীযাতে মানজুমা, তাকরীযাতে ওয়াকাই'মুখতালাফ ও দীবাচা ইত্যাদি।

এরপর ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্র একাধিক গ্রন্থ হতে সাহায্য লওয়া হয়। ভারত বর্ষের রাজনীতি ও সমাজ নীতি সম্পর্কিত তাঁর কোন গ্রন্থ হতেই আবদুর রঊফের কথা বাদ যায়নি। আবদুল গফুর নাসসাখের তাযকিরাতুল মুআসিরীন, হাকিম হাবিবুর রহমানের সালাসা গাস্সালা, আবদুস সাত্তারের তারিখে মদ্রাসা - ই-আলীয়া ঢাকা, দীওয়ানে উবাদী, দস্তানে ইবরাত বার, দীওয়ানে আযাদ, দীওয়ানে আওহাদ, নাসসাখের আরমুগানী, ড. ইনাম-উল হকের ভারতে মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, ড. ওয়াকীল আহমদের উনিশতকের বাংগালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ড. আনিসুজ্জামানের মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, রশিদ আলফারুকীর মুসলিম মানস সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া, বিনয় ঘোষের সাময়িক পত্রে বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ চিত্র, রমেশ চন্দ্র মজুমদারের বাংলাদেশের ইতিহাস, মাহতাব সিংহের তাওয়ারীখে হাজারা, গোলাম রসূল মেহেরের সৈয়দ আহমদ শহীদ প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে প্রচুর সাহায্য নেয়া হয়। এছাড়া বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মধ্য হতে দূরবীন, এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা ঢাকা, পাকিস্তানের লাহোর হতে প্রকাশিত মাসিক দানীশ পত্রিকা হতেও বহু তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এসকল গ্রন্থের লেখক/সম্পাদক ও প্রকাশক সকলের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ।

তাঁর জীবন ওকর্মের প্রতিটি বিষয়ের দিগে পৃথক পৃথক ভাবে আলোক পাত করে সে অনুপাতে একেকটি অধ্যায়ের অবতারনা করা হয়। অধ্যায়গুলো বিন্যাসে জীবন ও কর্মের ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা। তাঁর সার্বিক জীবন ও কর্মকে মোট ষোলটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়।

প্রথম অধ্যায়ে জন্ম ও বংশ পরিচয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে পারিবারিক ঐতিহ্য, তৃতীয় অধ্যায়ে পূর্বসূরীদের আদি নিবাস, চতুর্থ অধ্যায়ে শিক্ষাজীবন, পঞ্চম অধ্যায়ে কর্মজীবন, ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা, সপ্তম অধ্যায়ে মোহমেডান লিটারারী সোসাইটিতে তাঁর অবদান, অষ্ঠম অধ্যায়ে রাজনীতির কোন ধারায় তাঁর সম্পৃক্তি, নবম অধ্যায়ে তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র-শিষ্য, দশম অধ্যায়ে তাঁর কবিতায় আলোচিত সমকালীন ক'জন কবি সাহিত্যিক, একাদশ অধ্যায়ে তাঁর রচনাবলী, দ্বাদশ অধ্যায়ে দাম্পত্য জীবন ও সন্তান-সন্ততি, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীদের মন্তব্য, চতুর্দশ অধ্যায়ে তাঁর সাহিত্য কর্মের ধারা, পঞ্চদশ অধ্যায়ে ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর স্থান, ষোড়শ অধ্যায়ে সাহিত্য কর্মের কিছু নমূনার কথা আলোচনা করা হয়।

প্রতিটি অধ্যায়ের অধীনে কিছু কিছু অনুচ্ছেধ রয়েছে, সেগুলোতে অনুচ্ছেদ শব্দের প্রয়োগ করা হয়নি। তবে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ অনুধাবনে কারও কোন অসুবিধা না হয়।

বানানের ক্ষেত্রে বহুলাংশে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বাংলা-বানান অভিধানকে অনুসরণ করা হয়েছে। তবে যেসকল শব্দ সরাসরি আরবী অথচ বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত নয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের প্রতি বর্ণায়নের অনুসরণ করা হয়। কারণ আরবী উচ্চারণের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের এ বানান রীতি আমার কাছে উত্তম হিসেবে পরিগণিত।

গবেষণার শিরোনামে তাঁর উপাধি হিসাবে মৌলভী শব্দের প্রয়োগ দেখানো হয়েছে, কিন্তু অভিসন্দর্ভের সর্বত্র মৌলভী শব্দের স্থলে মাওলানা শব্দ লেখা হয়েছে। কারণ গবেষণায় তাঁর পাণ্ডিত্য মাওলানা পদবির পর্যায়ে প্রতিভাত হয়েছে। রেজিস্ট্রেশনে যেহেতু মৌলভী শব্দের সংযোজন তাই শিরোনামে পরিবর্তন আনা আমার এখতিয়ার বর্হিভূত। কৌশলগত কারণে একই ব্যক্তির ব্যাপারে দু'ধরনের পদবির প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং সংশ্লিষ্ট সকলকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার সবিনয় অনুরোধ রইল।

সাহিত্য কর্মের নমুনা অধ্যায়ে তাঁর রুবাইগুলো তুলে ধরা হল। কারণ রুবাইগুলো ফার্সী কাব্য জগতে বিরাট এক রত্ন। ইতিহাস বিস্মৃত ওহীদের এরত্ন যাতে বিস্মৃতির হাত হতে রক্ষা পায় সে জন্য এপ্রয়াস। রুবাইয়াতকে বোধগম্য করার জন্য কায়ানুবাদের ধারা রক্ষা করে ভাবানুবাদ করা হয়েছে। পরবর্তীদের জন্য কিছুটা হলেও তা সহায়ক হবে বলে আশাবাদী।

তাঁর গজলিয়াত এত ব্যাপক যে নমুনা স্বরূপ বিনা অনুবাদে প্রতিটি গজল হতে একটি করে শে'র উপস্থাপন করলে ২৫২টি শে'রকে থিসিসে স্থান দিতে হয়। অতি দীর্ঘ হওয়ার আশংকায় সাহিত্য কর্মের নমুনায় কেবল রুবাইকেই বেছে নেয়া হয়।

যে সকল প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞজনের দিক নির্দেশনা, পরামর্শ ও নানা ধরনের সহযোগিতায় এ অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপনায় আমি সক্ষম হয়েছি সর্বশেষে তাঁদের প্রতি নিবেদন করছি আমার আন্তরিক দোয়া ও গভীর শ্রদ্ধা।

মোঃ আবদুল কাদের

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

জন্মও বংশ পরিচয়

উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল কালজয়ী শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবি ভারত বর্ষে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাদের একজন ছিলেন আব্দুর রউফ ওহীদ। তিনি ছিলেন ভারতের তদানীন্তন রাজধানী কলিকাতার স্থায়ী অধিবাসী। তাঁর বর্নাঢ্য জীবন ও সাহিত্য কর্ম বিশ্লেষণ করলে তাঁকে ইতিহাসের একজন মহানায়ক বললেও অত্যুক্তি হবেনা। কিন্তু তাঁর কর্মের যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি বলে তিনি খ্যাতির শীর্ষ চূড়ায় অবগাহন করতে পারেননি।সে আলোচনা ও তাঁর কারণ যথাস্থানে আলোকপাত করা হবে। তবে তিনি যে একেবারে ইতিহাস বিস্মৃত ছিলেন এমনও নয়। ইংরেজ শাসন আমলের বিভিন্ন অধ্যায়ে তাঁর সংশ্লিষ্টতার ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে। তিনি ছিলেন একাধারে একজন আলেম, কবি, সাহিত্যিক, ব্যাকরণবিদ, একজন দক্ষ সংগঠক, এমনকি একজন উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা। তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যও ছিল ঈর্ষনীয়। একজন ঐতিহ্যবাহী খান্দানি সুফী পরিবারে তাঁর জন্ম। তবে তাসাউফের সাথে তাঁর সংশ্লিষ্টতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

নাম

প্রকৃত নাম- মুহাম্মদ আব্দুর রউফ, কুনিয়াত বা পিতৃপদবীযুক্ত নাম- আবুল মা'আলী; কাব্য নাম ওহীদ।(১)

উল্লেখ্য যে, ওহীদ শব্দের আভিধানিক অর্থ একক, এক, অদ্বিতীয় ও একমাত্র।(২)

জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ

জন্মস্থান- তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা। তারিখ, ২৩শে রজব ১২৪৩ হিঃ, মোতাবেক ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৮২৮ খ্রিঃ

মৃত্যুর তারিখ- ১৩১১ হিঃ মোতাবেক ১৮৯৩ খ্রিঃ।(৩)

স্থায়ী ঠিকানা

৪, শায়খ মুহাম্মদ রমযান গলি, নীমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পিতা

শায়খ আহমদ 'আলী সিদ্দীকী আলহানাফী নকশ বন্দী। তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানার কোন অবকাশ নেই। তবে নামের সাথে যুক্ত বিশেষণগুলো হতে অনুমান হয় তিনি সূফীবাদের একজন উচ্চতর বুযুর্গ ছিলেন। নকশ বন্দী মুজাদেদ্দী তরীকার সাথে তাঁর আত্মশুদ্ধি সিলসিলার সম্পর্ক ছিল।

---

(১) আবদুল মনিম যাওকী, তাকরিযাতে দীওয়ানে ওহীদ, রহমানী প্রেস কলিকাতা ১৩০৮/১৮৯১ পৃঃ১০

(২) ফার্সী- বাংলা- ইংরেজী অভিধান ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৮ খ্রিঃ, পৃঃ ১০০৮

(৩) ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ পশ্চিমবঙ্গে ফার্সী সাহিত্য, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৪ খ্রিঃ, পৃঃ ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

পিতার মৃত্যু তারিখ

১২৮৯ হিঃ, মোতাবেক ১৮৭৩ খ্রিঃ। মাওলানা ওহীদ নিম্নোক্ত শ্লোক দ্বারা তাঁর পিতার ইন্তিকালের হিজরীসন সংরক্ষণ রেখেছেন। সঙ্গে রয়েছে পিতার প্রশংসা ও বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনার দোয়া।

چو احمد علی والد ماجدم - که رحمت زحق باد برجان او
شریعت پرست وطریقت پسند - حقیقت شناس وپسندیده خو
بدیده کشان سرمه معرفت - شناسای حق بودبے گفتگو
زدارفنا کوس رحلت زنان - سوی دارباقی بیاوردرو
وحیدحزین سال رحلت بگفت - که باغ ارم جای جاویداو (১)
- ۱۲۸۹ ھ

আহমদ আলী আমার সম্মানিত পিতা
আল্লাহর পক্ষহতে করুনা তাঁর আত্মার ওপর বর্ষিত হোক
তিনি ছিলেন শরীআত পালন কারী, তরীকত পসন্দ কারী তাৎপর্য উদঘাটন কারী ও সর্ব সম্মানিত
দৃষ্টি আকর্ষণ কারী, মারিফাত জগতে চোখের সুরমা স্বরূপ
নির্দ্বিধায় তিনি ছিলেন সত্যের পরিচয়কারী
ধ্বংসশীল জগৎকে তিনি বিদায় সম্ভাষণ কারী
কিয়ামত কালের প্রতি তিনি অগ্রসরমান
শোকাভিভূত ওহীদ তাঁর মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে বলছে
চিরশান্তি নিকেতনে হোক তাঁর বাসস্থান
শেষোক্ত কবিতার দ্বিতীয়াংশের আবজাদমান অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর সন হল ১২২৮ হিঃ।
পিতার ইন্তিকালের তারিখ নির্দেশক তাঁর আরও কবিতা হল

والدماجد وحیدحزین - اوحد دهر واکمل امجد
مقتدای جهان وشیخ زمان - عارف باکمال رب احد
درجات علیه اش اعلی - نام پاکش علی پس ازاحمد
رفت ازخلق وشد بحق واصل - فکر سال وصال کردخرد
هاتفی باسرطهارت گفت - رضی الله عنك یااحمد (২)
- ۱۲۸۹ ھ

(১) আবদুল মনিম যাওকী, প্রাগুপ্ত পৃ- ১০
(২) দীওয়ানে ওহীদ, তাকরীযাতে মানজুমা, ১৮৯ খ্রিঃ, পৃঃ ৬১

Dhaka University Institutional Repository

শোকাতুর ওহীদের সম্মানিত পিতা
যুগের অনন্য ব্যক্তিত্ব, সম্মানের পরিপূর্ণ পাত্র
জগতের অধিকতা ও যুগের এক মুরুব্বি
একক প্রতিপালকের পূর্ণ পরিচয় উদঘাটনকারী
তিনি বহু উঁচুস্তরের লোক ছিলেন
তাঁর পাক নামের প্রথম অংশ আহমদ অতঃপর 'আলী
সৃষ্টিকুল ত্যাগ করে তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন
বুদ্ধিমত্তার ভাবনা তাঁর ইহকাল ত্যাগের বছর সম্পর্কে হল
পূর্ণ পবিত্রতার সাথে আমার অদৃশ্য শক্তি বলছে
হে আহমদ! তোমার ওপর আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন।
মৃত্যুর বাংলা সন

তাঁর মৃত্যুর বাংলা সন হল ১২৭৯ বঙ্গাব্দ। ওহীদ সে সনের প্রতি ইঙ্গিত করে তাঁর জন্য দোয়া ও মাগফিরাত সম্বলিত নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন।

والد ماجد چو رحلت کرد ازدارفنا - آنکه بود او اهل دین واهل تقوی را امام
صوفی صافی درون وعابد روشن ضمیر - عارف واصل بحق برجان پاکش صدسلام
آه برلب ناله دردل اشك ازدیده روان - سال رحلت جستم ازفکر وحید مستهام
گفت سال هجرت خیرالوری صلواعلیه - گفته ام زین بیشتردرقطعه دیگر تمام
شمسی بنگاله اکنون گویمت بیش وکم - منزل احمد علی خلد برین بادامدام (১)

১২৭৯- شمس بنگاله

সম্মানিত পিতা যখন ধ্বংসশীল জগৎ হতে বিদায় নিলেন তিনি দ্বীনদার পরহেজগারদের নেতা ছিলেন
তিনি সূফী ও পরিচ্ছন্ন আত্মাশীল
ইবাদত কারী ও উজ্জ্বল মননশীল ছিলেন তিনি
তিনি আল্লাহর পরিচয় ও নৈকট্য লাভকারী, তাঁর আত্মায় শত শত সালাম
আহঃ শোকাতুরের অন্তর দিয়ে আর্তনাদের অশ্রু ধারা দৃশ্যমান।
তাঁর ইন্তিকালের সন সন্ধানে ব্যাকুল ওহীদ
সর্বোত্তম মানব (সা) এর হিজরত সম্পর্কিত সন সে বলেছে
আমি নিজে পূর্বের পূর্ণ একটি খন্ড কবিতায় তা বলেছি
এখন বাংলা সৌর সন কোন প্রকার সংযোজন বিয়োজন ছাড়া আমি বলছি।
আহমদ আলীর বাসস্থান এতে চিরস্থায়ী হোক।

(১) প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

"منزل احمد علی خلد برین بادامدام"

এবাক্যের আবজাদ মান হল ১২৭৯, এটিই হল তাঁর বাংলা মৃত্যুর সন।

পিতামহ

তাঁর পিতামহ ছিলেন শায়খ মুহাম্মদ রমযান। ওফাত ১২২৮ হিঃ মোতাবেক ১৮১৩ খ্রিঃ।

মাওলানা আবদুর রঊফ ওহীদ স্বরচিত কাব্য গাঁথা দ্বারা তাঁর মৃত্যুর হিজরী সন স্মৃতির ঝুলিতে এভাবে আবদ্ধ রেখেছেন।

جدماشیخ اجل اکرم عالی گهر - برروانش بادصد رحمت بفیض ایزدی

انکه درکلکته مانده یادگار پایدار - برلب دریای گنگش مسجدی نه گنبدی

ازپی سال وصالش ازخداخواهد وحید - حشر جدارشد ماکن بال احمدی (১)

- ١٢٢٨ هـ

আমাদের মহান পিতামহ মহারত্ন
আল্লাহর করুনায় শত রহমত তাঁর আত্মায় বর্ষিত হোক
কলিকাতায় তাঁর চির ভাস্বর স্মৃতি রয়েছে
তা গঙ্গা নদীর তীরবর্তী নয়টি গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ
তাঁর ইন্তিকালের বহু বছরের পর আল্লাহর দরবারে ওহীদের
এ প্রার্থনা
আমাদের হিদায়ত প্রাপ্ত পিতামহের হাশর যেন নবী পরিবারের সঙ্গে হয়।
শেষোক্ত কবিতার শেষাংশের আবজাদ মান হল ১২২৮, উক্ত তারিখে শায়ক রমযান পরলোক গমন করেন।

---

(১) দীওয়ানে, ওহীদ, কিতআতে তারিখে ওয়াকা'ই মুখতালাফ, কলকাতা ১৮৯১ খ্রিঃ পৃঃ ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মাদ আবদুর রঊফ ওহীদের ছবি

تصویر جناب مولوی محمد عبدالرؤف [illegible]

استاد مولوی [illegible] آبادی ضلع ڈھاکہ

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

পারিবারিক ঐতিহ্য

মাওলানা ওহীদ কলিকাতার এক অভিজাত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ঐতিহ্যবাহী এ বংশের আদি বাসস্থান ছিল ভারতের বর্তমান রাজধানী দিল্লীতে। এ পরিবারের লোকজন উত্তরাধিকার সূত্রে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। সুফী তরীকার সাথে এদের বিরাট একটা যোগসূত্র ছিল। এক কথায় পরিবারটিকে জ্ঞানী-গুণী. সূফী-দরবেশদের সূতিকাগার বলা চলে। বিভিন্ন সময় এদের অনেকে রাজ দরবারের উচ্চপদে সমাসীন হয়েছিলেন। কেউ কেউ আবার বিচারক পদেও নিয়োজিত হন। সমকালীনদের মাঝে তাঁরা সম্ভ্রান্ত বলেও বিবেচিত হতেন।

শায়খ নিয়ামতুল্লাহ সিদ্দীকী

তাঁর প্রপিতামহ ছিলেন কাযী শায়খ নিয়ামতুল্লাহ্ সিদ্দীকী আল-কাদেরী। তিনি এমন এক বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন যাঁকে তাসাউফ ও তরীকতের অনুসরনীয় ও মূল স্রোত বলে মনে করা হত। তাঁকে শায়খুশ শুয়ূখও উপাধি দেয়া হয়। তাঁর ওফাতের সন ১১৯৯ হিঃ, তিনি তৎকালের শ্রেষ্ঠতর বুযুর্গ জুম্মা শাহ ওলীকে মনে প্রাণে ভাল বাসতেন এবং সকাল-সন্ধ্যা তাঁর সান্নিধ্যে বসে থাকতেন। জুম্মা শাহের মাযারের স্মৃতি কলিকাতায় এখন ও রয়েছে। তিনি ১১৬ বছর বেঁচে ছিলেন। মাগরিবের সালাতে সিজদারত অবস্থায় তাঁর ওফাত হয়।

সুললিত কণ্ঠের অধিকারী মৌলভী পীর মুহাম্মদ খান বেনারসী নিয়ামতুল্লাহ সিদ্দীকীর ওফাতে নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন। পীর মুহাম্মদ খান ছিলেন মির্যা মুহাম্মদ হাসান দিহলাবী লক্ষ্ণৌবীর শিষ্য।

نعمت که داشت خلق خوش وسیرت نکو - زین خاکدان بعالم جا وید کرد رو

تاریخ رحلتش زخردخواستم بگفت - بادابال حیدر کرار حشراو (১)

-১১৯২ هـ

শায়খ নিয়ামতুল্লাহ যে সদ্ব্যবহার ও সুআচরণের নমুনা রেখে গেছেন
এ পার্থিব জগতে অবস্থান কালে চিরন্তন পরকালের নিমিত্তে
তাঁর ইন্তিকালের তারিখ বুদ্ধিমত্তার সাথে আমি বলতে চাই
بادابال حیدر کرار حشراو-১১৯২ هـ এ বাক্যেই নিহিত রয়েছে।

---

(১) আবদুল মুনিম যাওকী, প্রাগুক্ত,

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ মুহাম্মদ রমযান

তাঁর দাদা ছিলেন শায়খ মুহাম্মদ রমযান তিনিও তরীকত পন্থীদের একজন শায়খ ছিলেন। তাঁর ও অসংখ্য ভক্ত-মুরীদ ছিল। কলিকাতাস্থ সুতানুটি অঞ্চলের নয় গম্বুজ বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মসজিদটির তিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

শায়খ আহমদ আলী সিদ্দীকী

তার পিতা আহমদ 'আলী সিদ্দিকী একজন কামিল ওলী ছিলেন। তৎকালীন লোকজন তাঁকে একজন অনুকরণীয় পীর মনে করতেন এবং তাঁর হাতে বয়াত গ্রহণ করতেন।

ফয়েজ আলী আসী

স্বনাম ধন্য সাহিত্যিক, সুফীও তরীকত পন্থী মরহুম ফয়েজ আলী ছিলেন মাওলানা আব্দুর রউফ ওহীদের চাচা। তাঁর কাব্য নাম ছিল 'আসী। তিনি একজন বিজ্ঞ আলিম ও ফার্সী ভাষার কবি ছিলেন একজন। আরবী ভাষায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর শিক্ষা গুরু ছিলেন মরহুম পীর মুহাম্মদ বেনারসী। মরহুম ফয়েজ আলী আসীর কথা বার্তা ছিল তত্ত্বহ, আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন এমনকি প্রেমিকসূলভ। তাঁর বাচন ভঙ্গি ছিল সাধাসিধেও অকৃতিম, নীচের উক্তিটি লক্ষ্য করুন।(১)

من ندانم فاعلاتن فاعلات - شعرگویم صاف چوں آب حیات

আমি জানিনা কবিতার ছন্দ, কবিতা বলে যাই আমি মৃত্যু সূধার মত।

বিনয়ী ও সরল প্রকৃতির এ বিদ্বান ব্যক্তি ১২৮১ হিজরী মোতাবেক ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দ ইন্তিকাল করেন।

মাওলানা ওহীদ তাঁর এ চাচার মৃত্যুর তারিখ কে নিম্ন লিখিত কবিতা দ্বারা স্মৃতির ঝুলিতে আবদ্ধ রাখেন।

قطعه تاریخ

شیخ امجد عم من فیض علی - فیض حق باداچراغ مدفنش

عالم ربانی روشن درون - شاعری ادنی ترین بوده فنش

صوفی صافی ضمیرپاك ودین - مظهر نور هدی جان درتنش

رخت چون بربست ازدار فنا - گلشن باغ بقا شد مآمنش

سال رحلت زدارقم کلك وحید - جنت فردوس بادامسکنش (২)

- ۱۲۸۱ - هـ

---

(১) আবদুল গফুর নাসসাখ, তাযকিরাতুল মুআসিরীন, তারিখবিহীন, পৃঃ ২০৬
(২) তাকরীযাতে মানজুমা , প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ ফয়েজ আলী আমার সম্মানিত চাচা
আল্লাহর ফয়েজের জ্যোতি তাঁর কবরে চিরকালীন হোক
তিনি ছিলেন রাব্বানী আলিম, উজ্জল আত্মার অধিকারী স্বীয় বিষয়ে তিনি একজন সাধারণ কবি ছিলেন ছিলেন একজন সুফী আত্মা ও নিজ ধর্মকে পরিচ্ছন্নকারী দেহ ও আত্মায় তিনি ছিলেন হিদায়তের নূরের আলোক বর্তিকা

ধ্বংসশীল জগৎ হতে তিনি যখন ভ্রমণ সামগ্রী নিয়ে চলে গেলেন
চিরস্থায়ী জান্নাতের বাগান যেন তাঁর ঠিকানা হয়
ওহীদের কলম দ্বারা নির্ণিত তাঁর মৃত্যুর সন
জান্নাতে ফিরদাউস তাঁর চিরবাসস্থান হোক

শায়খ মহর আলী

পঞ্চম কবিতার শেষাংশের মান ১২৮১, এটি তাঁ মৃত্যুর হিজরী সন। তাঁর অপর এক চাচার নাম ছিল শায়খ মহরআলী। আবদুর রউফের জীবদ্দশায় তিনিও ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর ইন্তেকালের তারিখ ছিল ১২৩৬ হিঃ।

ওহীদ তাঁর মৃত্যুর তারিখ নির্দেশক নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন।

زدنیا رفت چون عم بزرگم - مزارش مظهر نور جلی شد
بگفتم سال ترحیلش وحیدا - نجاتی باعلی مهر علی شد (১)

١٢٣٦ هـ

আমার সম্মানিত চাচা ইহকাল ত্যাগ করে চলে গেলেন
তাঁর মাজার জ্বাজল্যমান আলোর বিকাশ স্থল
আমি তাঁর ইন্তেকালের তারিখ বলছি نجاتی باعلی مهرعلی شد
এ নিহিত। দ্বিতীয় কবিতার দ্বিতীয়াংশের আবজাদ মান হল ১২৩৬। এটি তাঁর ইন্তেকালের তারিখ।

দীওয়ানে ওহীদের মুখবন্ধকার জনাব আব্দুল মুনিম যাওকী মাওলানা আব্দুর রউফ ওহীদের পূর্ব সূরীদের গৌরবময় জীবনের প্রতি ইঙ্গিত করে আরবী ভাষায় নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন।(১)

تلك الشموس جدوده وكفى بهم - فخراله از عدت الاحساب
كانوا ماب الماجدين كانهم - بالفضل فى فلك العلى الاقطاب
المرتدين رداء مجد فوقه - شرع الرسول والتقى جلباب

(১) কিতআতে তারিখে ওয়াকাই 'মুখাতলাফ, প্রাগুক্ত, পৃঃ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

والطالبين رضاالا له وقر به - وعن الخنا لعيونهم اضراب

فالكل فى غيل السماحة ضيغم - والكل فى فلاك الفخار شهاب

اكرم به من بيت عز شامخ - طابت له الاسلاف والاعقاب

رفع الاله مقامهم يوما به - لا ينفع الاحساب والانساب (১)

সেই সূর্য সন্তানরা হলেন ওহীদের পূর্ব পুরুষ
বংশের মান মর্যাদার বিচারে ওরা তাঁর গৌরবের জন্য যথেষ্ট তাঁরা যেমন ছিল সম্ভ্রান্তদের প্রত্যাবর্তন স্থল তেমনি সম্মানের দিগ দিয়ে আকাশতুল্য ও যুগের কুতুব
তাঁরা বাহ্যিকভাবে সম্মানের চাদরে আবৃত ছিলেন
রাসুলের শরীয়ত ও তাকওয়াই ছিল তাঁদের ভূষণ
আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের তাঁরা ছিল আকাংখী
তাঁরা সকলই শৌর্যবীর্য প্রদর্শনে ছিল সিংহের মত
গৌরবের উর্ধ্বকাশে তাঁরা ছিল উল্কার মত
সে (ওহীদ) কতইনা সম্মানিত, উচ্চ সম্মানিত পরিবারের একজন
তাঁর পূর্বসূরী ও উত্তর সূরী সবই ছিল পুতঃ ও পবিত্র
আল্লাহ তাঁদের মর্যাদা বুলন্দ করুন
যেদিন আভিজাত্য ও বংশ মর্যাদা কোনই ফায়দা দেবেনা

(১) দীওয়ানে ওহীদ, প্রাগুক্ত.

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ মুহাম্মাদ রমযান প্রতিষ্ঠিত ৯ গম্বুজ
বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মসজিদের ছবি

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

পূর্বসূরীদের আদি নিবাস

মাওলানা ওহীদের পূর্বসূরীদের আদিনিবাস ছিল দিল্লীতে; পরবর্তীকালে তারা কলিকাতায় স্থানান্তরিত হন। পরবর্তী বংশধররা স্থায়ীভাবে এখানে বাস করতে থাকেন। তাঁর পূর্ব সূরীদের মধ্যে যারা সর্বপ্রথম দিল্লী হতে বাংলায় আগমন করেছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন কাযী শায়খ মুহাম্মদ আবদুল কাদির সিদ্দীকী হানাফী কাদেরী ও তার ভাই শায়খ মুহাম্মদ আব্দুর রহিম সিদ্দিকী। শায়খ আবদুল কাদির তদীয় ভাই আব্দুর রহিমকে সঙ্গে নিয়ে ১০৬০ হিঃ মোতাবেক ১৭০০ খ্রিঃ এখানে আগমন করেন। তখন দিল্লীর রাজ সিংহাসনে সম্রাট শাহ্ জাহান অধিষ্ঠিত থাকার অন্তিম ছিল। অপর দিকে তদানীন্তন বাংলার সুবাদার ছিলেন আবু নসর নাসীরুদ্দীন মুহাম্মদ সুলতান শুজা। তাঁর ও সুবাদারীর তখন শেষ কাল ছিল। উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় বাংলার পথে কিছুদিন পাটনা ও অল্প কয়েকদিন চাতরা নামক স্থানে অবস্থান করেন। অবশেষে তারা বর্তমান কলিকাতা মহানগরীর অধীন সুতানুটি গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। স্থানটি তাঁদেরই প্রচেষ্টায় আবাদ উপযোগী হয়ে ওঠে।(১)

সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কালিঘাট এতিনটি গ্রাম কে কেন্দ্র করেই কলিকাতা শহর গড়ে ওঠে (১৬৯০)। আব্দুল কাদির সিদ্দীকী ও তাঁর ভাই যখন সুতানুটি গ্রামে উপস্থিত হন, তখন সেই স্থানটি ছিল অনাবাদী ও জঙ্গলময়। তাঁরা ঝোপ-জঙ্গল কেটে একে আবাস উপযোগী করে তোলেন।(২)

তাঁদের পদচারণায় স্থানটি অবশেষে অবকাশ যাপনের মত সুখকাননে রূপান্তরিত হয়ে উঠে। এখানে ১৩০৭ হিঃ পর্যন্ত প্রায় আড়াই'শ বছর (২৪৭ বছর) মাওলানা ওহীদের আদর্শ পরিবারটি বসবাস করেছিল। বর্তমান কালেও এস্থানটি মাওলানা ওহীদের স্মৃতিতে ভাস্বর রয়েছে। এখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সম্রাট আলমগীর কর্তৃক জায়গীরদান

সুতানুটি অঞ্চলে এ অভিজাত পরিবারের স্থায়ী বাসস্থান গড়ে তোলা সম্পর্কে বলা হয় সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর ১০৬৯ হিজরী মোতাবেক ১৬৫৯ খ্রিঃ তদীয় ভাই বাংলার সুবাদার শাহ শুজার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এ যুদ্ধে তিনি তাকে এখান থেকে ইলাহাবাদ জেলার 'ঘাজু' (كهجوه) নামক স্থানে হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।(৩)

এ সময় পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভের উদ্দেশ্যে আওরঙ্গজেব এখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন। তখন মাওলানা

---

(১) আবদুল মুনিম যাওকী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২
(২) ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পশ্চিম বঙ্গে ফার্সী সাহিত্য, প্রাগুক্ত ৪৪
(৩) প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ওহীদের অনেক পূর্বসূরী সুতানুটি হতে সম্রাট আলমগীরের দরবারে আগমন করেন। তাঁরা তাঁদের নামের দলিল পত্র ও প্রমাণাদি প্রদর্শন পূর্বক আলমগীরের দরবারে এই মর্মে আবেদন করেন যে, তাঁদের অবদান সমূহের স্বীকৃতি স্বরূপ সুতানুটিতে স্বাধীনভাবে বসবাস করার ও এখানকার ভূমির রাজস্ব মওকুফ করে দেয়া হোক। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সম্রাট তাঁদের কে কিছুটা লাখারাজ সম্পত্তি দান করেন।(১)

অতঃপর বাংলার তদানীন্তন সুবাদার মীরজুমলা মুআজ্জম খান এদের ধর্মপরায়ণতায় মুগ্ধ হয়ে এখানে একটি বিশাল ঈদগাহ নির্মাণ করেদেন।

(মীর জুমলা আসলে একটি পদবী। ভূমি রাজস্ব বিভাগের প্রধানকে মীর জুমলা বলা হয়। যদি ও তা পরবর্তী কালে বাংলার তদানীন্তন সুবাদার মুআজ্জমখানের নাম হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করে।)(২)

ঈদগাহের মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব এ পরিবারের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। ঈদগাহটির ব্যয়ভার নির্বাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ কারীদের ভাতা প্রদানের জন্য এর আশপাশের কিছু ভূমির রাজস্ব কর মাফ করে দেয়া হয়। ঈদগাহের অভ্যন্তরে মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ রমযান কয়েকটি মিহরাব নির্মাণ করেন।

এগুলির স্মৃতি চিহ্ন এখনও পাওয়া যায়।

লাখেরাজ এ সম্পত্তি দীর্ঘকাল যাবত জনাব আব্দুর রউফ এর খান্দানের অধীন ছিল। আস্তে আস্তে এর আশে পাশে হিন্দু সমাজ বসবাস করতে লাগে এবং ভূমির ভোগ দখল তারা করায়ত্ব করে নেয়। মাওলানা ওহীদের দাদা কে কলিকাতার রাজন্য বর্গের এক মহান ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য করা হত। সন ১১৯৭ হিজরী মোতাবেক ১৭৮৩ খ্রিঃ তিনি জনৈক হিন্দুর কাছথেকে সেই হারানো লাখারাজ সম্পত্তির কিছু অংশ খরিদ করেন এবং উক্ত ঈদগাহের পাশে লক্ষ টাকা খরচ করে দু'বছর সময়ে এখানে একটি সুউচ্চ মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের নির্মানকাজ সমাপ্ত হয় ১১৯৯ হিঃ মোতাবেক১৭৮৪ খ্রিঃ। মসজিদটি নয় গম্বুজ বিশিষ্ট ছিল। এটি গঙ্গানদীর তীরবর্তী নীমতলা মহল্লায় নির্মিত হয়। আওরঙ্গযেব নির্মিত ঈদগাহের কয়েকটি মিহরাব উক্ত মসজিদের আয়তনের ভেতর সংযুক্ত করা হয়। সন ১৩০০ হিজরী পর্যন্ত সেই মিহরাব সম্বলিত মসজিদটি অবিকৃত ছিল। তদানীন্তন জনগণের মুখে ঈদগাহও প্রতিষ্ঠাতাদের গুণগান অনুরনিত হত।(৩)

মাওলানা ওহীদ মসজিদটির প্রতিষ্ঠাকালীন তারিখকে চির জাগ্রত করে রাখার জন্য নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন।

جد والاگهرم شیخ محمد رمضان - صاحب مکنت وشان باذل فیاض جهان

جای فرخنده بکلکته سرره لب گنگ - مسجدی کرده بنااقدس واعلی چوجنان

(১) তাকরীযাতে দীওয়ানে ওহীদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭

(২) কোঃ আন্তোনভা প্রমুখ, ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রগতি প্রকাশনা মস্কো পৃঃ ৩৪৭

(৩) ডঃ মুহাম্মদ আবুল্লাহ, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

انکه نه گنبدبافروش کوهش بمثل - سوده سربا سرنه کاخ بصدرفعت شان

صدونه سال زآغازبنا یش بگذشت - کهنگی رانبود هیچ درونام ونشان

خواستم سال بنایش زخردگفت وحید - سال تعمیر بود- مسجد پر فیض[১] بدان

সম্মানিত দাদা, আমার নয়নমণি শায়খ মুহাম্মদ রমযান
তিনি ছিলেন সামর্থবান, দানবীর ও স্নিগ্ধ হৃদয়বান
কলিকাতার বিস্তৃত ভূমি গঙ্গা নদীর তীরে
মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এর সুদৃঢ়ভিত্তি ও সুউচ্চ ইমারত যেন উদ্যান
এতে নয়টি গম্বুজ, গম্বুজের মাথা বিছানা সদৃশ
গম্বুজ ন'টি কাল মুকুট যুক্ত, বিশাল দালানযুক্ত
প্রতিষ্ঠার পর একশ' ন'বছর অতিক্রান্ত হয়েগেছে
এর নাম ও নিশান একটু ও পুরাতন হয়নি
আমি ওহীদ এর প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলতে চাই
এর নির্মান সাল হল مسجد پرفیض অর্থাৎ উক্ত বাক্যের বর্ণমালার মান অনুযায়ী ১১৯৯ হিঃ ।

---

(১) দীওয়ানে ওহীদ, কিতাআতে তারিখে ওয়াকাই 'মুখতালাফ পৃঃ ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষাজীবন

মাওলানা ওহীদ কেবল মাদ্রাসা শিক্ষায়ই শিক্ষিত ছিলেন। আনুষ্ঠানিক ভাবে কোন সাধারণ জ্ঞানের বিদ্যালয়ে তাঁর অধ্যয়নের কোন প্রমাণ নেই। তবে প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন বলে ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষায় ছিলেন তিনি সমানে সমান। ঐতিহাসিক মাদ্রাসা-ই-আলিয়া কলকাতার শিক্ষক পদে নিয়োগ অতঃপর তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রধান অনুবাদ (মীর মুনশী) পদে নিযুক্তি তাঁর উভয় প্রকার শিক্ষা শিক্ষিত হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

প্রাথমিক শিক্ষা

কিশোর বয়স হতেই লেখাপড়ার প্রতি ছিল তাঁর বিপুল অনুরাগ। যোগ্য পিতা ও ছেলের লেখা পড়ার প্রতি ছিলেন অত্যন্ত যত্নবান। মাতৃক্রোড়ে অতি আদরে গড়ে ওঠা আব্দুর রউফ ওহীদ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন ঘরোয়া পরিবেশে। পিতাই ছিলেন তাঁর প্রাথমিক শিক্ষক। অত্যন্ত প্রখর ধীশক্তি সম্পন্ন ওহীদ বাল্য কালেই ইলাম ও মারিফাতে বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করেন।(১)

উচ্চ শিক্ষা

পিতার নিকট হতে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন শেষে উচ্চ শিক্ষা লাভের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ জন্মে। কোথায় কার সংস্পর্শে গেলে তিনি কাংখিত শিক্ষালাভ করতে পারবেন সে চিন্তায় ব্যকুল হয়ে পড়েন। এজন্য তৎকালীন বিশেষ বিশেষ শিক্ষা বিদ ও আলেম- ওলামার প্রতি তিনি নজর দেন। অতঃপর তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ উস্তাজুল আসাতিজা জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার মাওলানা মুহাম্মদ ওজীহের প্রতি। মাওলানা ওজীহ ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যাপিঠ কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক। তাই মাওলানা ওহীদ কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। তাঁর তত্ত্বধানে থেকে তিনি ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষা লাভ করেন। মাদ্রাসা-ই আলিয়া কলিকাতা হতেই তিনি সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন।(২)

---

(১) তাকরীযাতে দীওয়ানে ওহীদ পৃঃ ১১
(২) ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ছোটবেলা হতেই মাওলানা ওহীদের কাব্য চর্চার প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল। ছাত্রকালেও পড়া শোনার ফাঁকে তিনি রীতিমত কাব্য চর্চা করতেন। কাব্য চর্চার প্রতি তাঁর অধিকতর আসক্তির কারণেই ছাত্রকালে পরীক্ষায় তিনি খুব একটা ভাল ফলাফল করতে পারেন নি। কর্ম জীবনে তিনি ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় অজস্র কবিতা রচনা করেছেন। বিশেষ করে ফার্সী ভাষায় কাব্য রচনায় তিনি অত্যন্ত পারঙ্গম ছিলেন।(১)

আব্দুর রউফ ওহীদ মাওলানা ছিলেন, না মৌলভী

প্রকাশ থাকে যে উপমহাদেশের ধর্মীয় পরিভাষায় মাওলানা ও মৌলভী অত্যন্ত সুপরিচিত দু'টি শব্দ। ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী দেরকে এদু'টি খেতাবে ভূষিত করা হয়। সাধারণত মাদ্রাসা শিক্ষার চূড়ান্ত স্তর কামিল কিংবা দাওরায়ে হাদীস ফারিগ আলিমদেরকে মাওলানা আর যারা ফাজিল বা জামাতে উলা পর্যন্ত পড়েছেন তাদেরকে মৌলভী বলা হয়। এটি নিছক উপমহাদেশীয় পরিভাষা, মুসলিম বিশ্বের অপরাপর অঞ্চলে ধর্মীয় শিক্ষিতদের বেলায় এরূপ শব্দের খুব একটা প্রয়োগ নেই। আলিম উলামাদের ক্ষেত্রে এরূপ শব্দের প্রয়োগ যথাযথ কিনা সে সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। আমি সে বিতর্কে না গিয়ে নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, পরিভাষায় মাওলানা হওয়ার যতগুলো গুণ থাকা দরকার সব গুলোই আব্দুর রউফ ওহীদের মাঝে ছিল। সুতরাং তাঁকে মাওলানা না বলে মৌলভী বলা তাঁর শানে কার্পণ্য করার শামিল। ইংরেজরা বহু বড় বড় নামীধামী আলেমদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার মানসে মাওলানা না বলে মৌলভী বলত বলে দেখা যায়। এখানেও তাই হয়েছে বলে মনে হয়। তাঁর সম্পর্কে যারা জানেন তারা কখন ও তাকে মাওলানার স্থলে মৌলভী অভিধায় অভিহিত করবেন বলে আমার মনে হয় না।

---

(১) ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

কর্মজীবন

ওহীদের বর্ণাঢ্য কর্মজীবন ছিল বড়ই বৈচিত্রময়। সাংবাদিকতা দিয়ে তার যাত্রা শুরু। অতঃপর বিভিন্ন সময়ে শিক্ষকতা, লেখালেখি, সরকারী চাকুরী ও রাজনীতি ইত্যাদি ছিল তার কর্মজীবনের উল্লেখযোগ্য অংশ বিশেষ।

সাংবাদিকতা

কর্ম জীবনের শুরুতেই মাওলানা ওহীদ সাংবাদিকতার প্রতি মনোনিবেশ করেন। তৎকালে মুসলমানগন প্রকাশনা জগতে অত্যন্ত অনগ্রসর ছিল। অনগ্রসর এ জাতিকে উত্তরণের জন্যই তিনি একাজে সর্বাগ্রে মনোনিবেশ করেন।

তাঁকে একাজে অনুপ্রেরণা যোগান তাঁর অন্যতম উস্তাদ মাওলানা সায়্যিদ উলফাত হুসাইন ফরিয়াদ আযীমাবাদী। উলফাত হুসাইন ছিলেন যুগের অন্যতম সেরা ব্যক্তিত্ব, কবি, নামজাদা সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক।

বিহার প্রদেশের আযীমা বাদে তার জন্ম বলে তাঁকে আযীমা বাদী বলা হত।কাব্যের পরিভাষায় তিনি ফরিয়াদ হিসেবেই খ্যাত ছিলেন। কাব্য চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর উস্তাদ ছিলেন সৈয়দ শাহ ওয়ারিস আলী আশকী। উলফাত দীর্ঘ কাল কলিকাতায় বাস করেন। এখানে অবস্থানের প্রথম দিগে তিনি আয়নায়ে গীতিনামা নামক একটি ফার্সী পত্রিকা প্রকাশ করেন। এসময় ওহীদ ছিলেন একজন কিশোর। এবয়সেই তাঁর হাতে ওহীদের কাব্য চর্চার হাতে খড়ি হয়। ১৮৪৫ সালের দিগে উলফাত কলিকাতা ছেড়ে মুর্শিদাবাদ গমন করেন। ১৮৪৯ সালের দিগে বাংলার নওয়াব নাযিম তাঁকে কোম্পানী সরকারের দূত রূপে আবার কলিকাতায় পাঠান। এখানে প্রায় ২৬ বছর তিনি অতিবাহিত করেন। এসময় তিনি আবদুর রউফ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আনজুমানে ইসলামীর ও সক্রিয় সদস্য হন।[১]

উলফাত হুসাইনের জ্ঞানের গভীরতা দেখে অনেক খৃষ্টান ও তাঁর ছাত্রত্ব গ্রহণ করেছিলেন। মুর্শিদাবাদে নিযুক্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সরকারের এজেন্ট হেনরী টার্নাস ছিলেন তাঁর একজন শিষ্য। এছাড়া কলিকাতা দেওয়ানী আদালতের অনুবাদক ও তারীখে মামালিকে চীনের লেখক মিঃ জেমস কার্করন ও তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন।

আবদুর রউফ ওহীদ মৃত্যুর পর তাঁর প্রশংসা ও মৃত্যুর সন সম্বলিত নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন।

اوستاد مهين بنده وحيد - شاه الفت حسين فخرجهان

(১) যামীমায়ে ইনতেখাবে দীওয়ানে ওহীদ, রহমানী প্রেস, কলিকাতা-১২০৭ হি পৃ, ২-৫

Dhaka University Institutional Repository

شاه گیهان دانش وفرهنک - بندگانش یگان یگان همه دان
حکم اونافذجهان سخن - لفظ ومعنیش تابع فرمان
کمترین چاکرش فن انشاد - نیزانشادبه بند گی نازان
علم اخلاق دلنشین دلش - فن آثارهمز بان زبان
آن ادیب بلیغ اکمل دهر - رشك حسان وغیرت سحبان
لفظ لفظ کلام اوجادو - بلکه اعجازحرف حرف بیان
وای فریاداز جهان شتافت - سوی گلزار روضه رضوان
سال رحلت بعین جوش بکا - خواست چون جان زار مویه کنان
کفت رضوان همنیکه دیداورا- شاه الفت حسین صدرجهان (১)

١٢٩٨هـ

আবজাদ মানে শেষ কবিতার দ্বিতীয়াংশে উলফাত হুসাইনের ইনতেকালের হিজরী সন ১২৯৮ নিহিত রয়েছে।

যোগ্য শিক্ষাগুরুর পথ নির্দেশনায় অনুপ্রাণিত হয়ে মাওলানা ওহীদ ফার্সী ভাষায় পত্র-পত্রিকা প্রকাশের প্রতি মনোনিবেশ করেন।

সুলতানুল আখবার পত্রিকা চালু রাখার উদ্যোগ

১৮৩৫ সালে কলিকাতায় সুলতানুল আখবার পত্রিকার উদ্বোধন করা হয়। পরবর্তীতে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। কর্তৃপক্ষ তা বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। মাওলানা ওহীদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তা চালু রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বলতে গেলে তার প্রচেষ্টায় পত্রিকাটি আবার লোকালয়ে আসে। অতঃপর পত্রিকাটি যথারীতি ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশ হতে থাকে।(২)

দূরবীনের সম্পাদনা

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মাওলানা ওহীদের অপূর্ব কে সৃষ্টি হল বহু উত্থান পতনের সাক্ষী সাপ্তাহিক দূরবীন। ১৮৫৩ সালে দূরবীন প্রতিষ্ঠা করে তিনি বঙ্গদেশ তথা ভারতের মুসলমানদের জাগ্রত করার

(১) কিতাআতে তারীখে ওয়াকাই' মুখতালাফ, প্রাগুক্ত
(২) মুহাম্মদ ইয়াহইয়া তানহা, সিয়ারুল মুসান্নিফীন, লাহোর ১৯৪৮ খ্রীঃ পৃঃ ২৪৩

Dhaka University Institutional Repository

চেষ্টা করেন। এটিও ছিল ফার্সী ভাষার একটি পত্রিকা। তদানীন্তন কালে এটি উঁচু মাপের একটি ম্যাগাজিন বলে বিবেচিত হত। আধুনিক কালের ঝানু গবেষক গণের নিকট দূরবীনের কোন একটি কপির মূল্য যে কোন জিনিসের চেয়ে অনেক মূল্যবান বলে গণ্য হতে দেখা যায়। দূরবীন পত্রিকায় প্রাচীন দর্শনবিদ খাজা আলিমুল্লাহর মৃত্যু সংবাদ ছাপা হয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়। তিনি ২১শে শাওয়াল মোতাবেক ১৮৫৪ সালে ঢাকায় ইন্তিকাল করেছিলেন। কলিকাতার দূরবীনে বলা হয় খাজা আলিমুল্লাহ ছিলেন ঢাকা তথা বাংলার মহৎ লোকদের শিরোমনি। তিনি প্রকাশ অপ্রকাশ বহু গুনাবলীতে ভুষিত ছিলেন।(১)

সাপ্তাহিক উর্দু গাইডের সম্পাদনা

সাংবাদিকতা ও সাহিত্যে মাওলানা ওহীদের অপর একটি মহান কীর্তি হল সাপ্তাহিক উর্দু গাইড। এটিও অতি উঁচু মাপের একটি গবেষণা ধর্মী সাপ্তাহিকী ছিল। উর্দু ভাষায় প্রকাশিত এ পত্রিকাটি সর্বমহলে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সমাদৃত হত। এর উপস্থাপনা ভাষাশৈলী ও রচনা আধুনিক কালের নিবন্ধ লেখকদের আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হত।(২)

দেশ ও জাতি গঠনে উপরোক্ত পত্রিকা দু'টি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তদানীন্তন শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চাদপদ মুসলিম জাতি যে একেবারে অবচীন নয় তা প্রমাণে সচেষ্ট হয়। এগুলো তখন কার সময়ে শীর্ষ স্থানীয় সংবাদপত্র হিসেবে বিবেচিত হত।

নগর প্রধানের অনুবাদক নিয়োগ

আরবী, ফার্সী, উর্দু ও ইংরেজি এ ভাষা চতুষ্টয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন বলে আবদুর রউফ ওহীদকে কলিকাতা শহর প্রধানের প্রধান অনুবাদক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তৎকালীন ইংরেজ সরকার অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাঁকে এপদে নিয়োগ দেন।তা ছিল ১২৭১ হিঃ মোতাবেক ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের প্রন্তিক কাল। কিছুকাল ওহীদ এপদে অধিষ্ঠিত থেকে সমকালীনদের মাঝে তাঁর যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে তাঁর সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।(৩)

অধ্যাপনা

ইতোমধ্যে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার ফার্সী বিভাগের প্রবীন শিক্ষক মীর্যা বুযুর্গ শীরাযী (কাব্যনাম ওয়াফা) ইহকাল ত্যাগ করেন। ফলে তাঁর শূণ্যপদটি পূরণ করার জন্য মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটি তাঁর যোগ্য উত্তর সূরীর সন্ধ্যানে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। অবশেষে আবদুর রউফ ওহীদের ফার্সী ভাষার অগাধ

---

(১) ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ নওয়াব সলিমুল্লাহ, জীবন ও সাহিত্য ও কর্ম , ইসঃ ফাঃ ১৯৮৬ খঃ পৃঃ ১৮৮
(২) আবদুল মুনিম যাওকী
(৩) প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪

Dhaka University Institutional Repository

পান্ডিত্য তাঁদের নজর কাড়ে। তাঁরা তাঁকে এপদটি গ্রহণের আমন্ত্রন জানালে তিনি তা সাদরে গ্রহণ করেন।

সন ১২৭৬ হিজরীর ২রা রজব মোতাবেক ১৮৬০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী তিনি উক্ত পদে নিযুক্ত হন। যে ঐতিহ্য বাহী মাদ্রাসার একদা তিনি ছিলেন ছাত্র সেখানেই তাঁকে জ্ঞান দানের জন্য আহবান করা হল। কৃতিত্ব ও উজ্জল প্রতিভার এটি একটি বিরাট প্রমাণ। অনুমানিক দু'বছর তিনি সুনামের সাথে শিক্ষাদানে রত ছিলেন। এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের মনে ফার্সী শিক্ষার ব্যাপারে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।(১)

কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের অনুবাদক হিসেবে যোগদান

ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল বা বড়লাটের আইন পরিষদের অনুবাদক পদটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ। যে কোন লোককে এপদে নিয়োগ করা হত না।

অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বহুভাষার অধিকারী লোক কে এতে টেনে নিয়ে আসা হত। তখন একমাত্র আবদুর রউফ ওহীদই এপদের যোগ্য; একথা বিবেচনা করে বড় লাটের পক্ষ হতে এপদ গ্রহণের জন্য তাঁকে আহবান জানানো হয়। ফলে শিক্ষকতার পদ হতে ইস্তফা দিয়ে তাঁকে আইন পরিষদের অনুবাদক পদে যোগদান করতে হয়। ২৯ শে জমাদিউসসানী ১২৭৮ হিজরীর মোতাবেক ১লা জানুয়ারী ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দ। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের অনুবাদক হিসেবে যোগদান করেন। জীবনের ক্রান্তিকাল পর্যন্ত তিনি এপদে বহাল ছিলে। এসময় তাঁর যোগ্যতাও কর্ম উদ্দীপনার সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।(২)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো সম্মানে ভূষিত ঃ

সন ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দের সূচনালগ্ন। মাওলানা আবদুর রউফের বহুমুখী প্রতিভার সুখ্যাতি তখন আকাশ চুম্বী। তাঁর প্রজ্ঞা ও শিক্ষানুরাগের কথা ইংরেজ সরকারের শিক্ষাবিভাগের শীর্ষস্থানীয় কর্তাদেরও নজর এড়ায়নি। ফলে এ সময় তারা তাঁকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো অর্থাৎ অন্যতম সভ্য হিসেবে ভূষিত করেন। এসময় তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের আরবী, ফার্সী ও উর্দু শিক্ষা বিভাগের সদস্য রূপে ও কাজ করে যান।(৩)

---

(১) প্রাগুক্ত
(২) দীওয়ানে ওহীদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭
(৩) দ্বীবাচায়ে দীওয়ানে ওহীদ, কলিকাতা ১৩০৮, পৃঃ ১৪

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংগঠক হিসাবে মাওলানা ওহীদ

আব্দুর রউফ ওহীদ একজন দক্ষ সংগঠকও ছিলেন। সর্ব ভারতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন আনজুমানে ইসলামী এবং শিক্ষা ও তাহযীব-তামাদ্দুন বিষয়ক সংগঠন মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে থাকবেন। আনজুমানে ইসলামীর মূল উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। জাতীয় সেবাও রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর বিরাট এক অবদান হল 'আনজুমানে ইসলামী' গঠন। এ আনজুমান বা সমিতিকে ইংরেজীতে মোহামেডান এসোসিয়েশন বলা হয়। মুসলিম পলিটিকস ইন বেঙ্গল গ্রন্থে বলাহয় মোহামেডান এসোসিয়েশনকে গবেষকগণ 'আনজুমান ইসলামী' নামে অভিহিত করে থাকেন।(১)

আনজুমানে ইসলামী গঠণ

মাওলানা আবদুর রউফের উদ্যোগে কলিকাতা শহর ও এর আশ পাশের অঞ্চলের গণ্যমান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দের সহায়তায় ১৮ই শাবান ১২৭১ হিঃ মোতাবেক ৬ই মে ১৮৫৫ খ্রিঃ কলিকাতায় এ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। উক্ত তারিখে আনজুমানের প্রাথমিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তালতলাস্থ কাজীগোলাম সুবহানের পুত্র মাওলানা শামসুদ্দুহা মুহাম্মদ মাযহার হানাফীর বাসভবনে। গোলাম সুবহান ছিলেন সদর আদালতের কাজী উল কুজাত বা প্রধান বিচার পতি। এতে সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা শহরের কাজী মাওলানা আব্দুল বারী (মৃত্যু ১৮৭৭)।(২)

এই বৈঠকে ফার্সী ভাষায় উদ্বোধনী ভাষণদেন মাওলানা আব্দুর রউফ ওহীদ। তিনি তাঁর বক্তব্যে 'আনজুমান' গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। তাঁরই প্রস্তাবানুসারে এপ্রতিষ্ঠানটির নাম 'আনজুমান -এ-ইসলামী' নাম করণ করা হয়। মাওলানা মাযহার ও অনুরূপ ভাবে আনজুমানের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করে বক্তৃতা দেন।

গঠনতন্ত্র প্রনয়ন কমিটি

এসভায় আনজুমানের গঠনতন্ত্র রচনার জন্য ১৫ সদস্যের একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির সদস্যদের নাম হল যথাক্রমে- (১) কাজীউলকুজাত ফজলুর রহমান, (২) কাজী আব্দুল বারী (৩) মাওলানা মুহাম্মদ ওজীহ (৪) মাওলানা আবদুস সামাদ (৫) মাওলানা আবদুল লতীফ খান বাহাদুর (৬) মাওলানা আব্দুর রউফ ওহীদ (৭) মাওলানা মুহাম্মদ মাযহার (৮) মাওলানা আব্দুল জব্বার (৯) মুনশী ফজলুল করিম (১০) মাওলানা গোলাম ঈসা (১১) মাওলানা রহমত আলী (১২)

---

(১) ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, নওয়াব সলিমুল্লাহ, জীবন ও সাহিত্য ও কর্ম, ইসঃ ফাঃ ১৯৮৬ খঃ পৃঃ ২৮

(২) তাকরীযাতে দীওয়ানে-ওহীদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আহমদ (১৩) মাওলানা জাওয়াদ আলী (১৪) মাওলানা আব্দুল হামীদ (১৫) মাওলানা গোলাম ইয়াহইয়া।

এদের মধ্যে কাজী উলকুজাত ফজলুর রহমান কে ঐ কমিটির সভাপতি এবং শহর কাজী আব্দুল বারী কে সহ-সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। অনুরূপভাবে মাওলানা আবদুর রউফ ওহীদ ও মৌলভী মুহাম্মদ মাযহার কে যুগ্মভাবে সেক্রেটারি নির্বাচিত করা হয়। নওয়াব হাজী মুহাম্মদ খানকে ঐ সমিতির পৃষ্টপোষক রাখা হয়।(১)

গঠনতন্ত্র অনুমোদন

অতঃপর এ বছর (১৮৫৫ সাল) ২৮ শে মে এ-স্পেশাল কমিটির বৈঠক বসে মাওলানা আবদুস সামাদের বাসভবন ২৮ নং জন বাজার স্ট্রীটে। মাওলানা আব্দুস সামাদের সহযোগীতায় গঠনতন্ত্র রচনা কমিটির সেক্রেটারি মাওলানা ওহীদ ও মাওলানা মুহাম্মদ মাজহার আনজুমানের গঠনতন্ত্র রচনা করে সভায় উপস্থাপন করেন। এর ওপর পর্যালোচনা ও কতিপয় সংশোধনীর পর গঠনতন্ত্রটি উক্ত সভায় গৃহীত হয়। একই বছর ২৪শে জুলাই কলিকাতার টাউন হলে সাধারণ মুসলমান দের একসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে আনজুমানের প্রতিষ্ঠা ও এর গঠনতন্ত্র চূড়ান্ত ভাবে অনুমোদিত হয়। এতে নেতৃস্থানীয় চারশ' জনের বেশী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এতে মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রউফ ওহীদ একটি ফার্সী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

যুগ্ম সম্পাদক পদ হতে অব্যাহতি

এবছর ৪ঠা সেপ্টেম্বর আনজুমানে ইসলামীর সাধারণ সদস্যদের একসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ১৮জন সদস্যদের নিয়ে আনজুমানের কার্যর্বাহী কমিটি গঠিত হয়। প্রধান কাজী ফজলুর রহমানকে আনজুমানের কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। অনুরূপ কাজী আব্দুল বারী ও মাওলানা মুহাম্মদ ওজীহ সহ-সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। দূরবীন সম্পাদক মাওলনা আব্দুর রউফ ওহীদ পত্রিকার সম্পাদনার কাজে ব্যস্ত থাকায় তাঁর অনুরোধ ক্রমে সেক্রেটারির দায়িত্ব হতে তাঁকে বাদ দেয়া হয়। তদস্থলে মাওলানা মাযহারকে স্থায়ী ভাবে আনজুমানের কার্যনির্বাহী কমিটির সেক্রেটারি ঘোষণা করা হয়। মাওলানা ওহীদ সেক্রেটারি না থাকলেও তিনি আনজুমানের যাবতীয় কাজের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলেন। আনজুমানের বহু সভায় তিনি অনেক গুলো প্রবন্ধ পড়ে শুনান। একনজরে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের নাম ঃ (১) কাজীউলকুজাত মাওলানা ফজলুর রহমান (২) মাওলানা কাজী আব্দুল বারী (৩) মাওলানা মুহাম্মদ ওজীহ (৪) মাওলানা আহমদ (৫) মাওলানা আব্দুস সামাদ (৬) মাওলানা জাওয়াদ আলী (৭) মাওলানা আব্দুল লতীফ খান বাহাদুর (৮) মাওলানা রহমত আলী (৯) মাওলানা আবদুর রউফ ওহীদ (১০) গোলাম ঈসা (১১) মাওলানা আব্দুল হামীদ (১২) মাওলানা

(১) দূরবীন,কলকাতা,১৯ শে শাবান,১২৭১ পৃঃ ৪

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল জব্বার (১৩) হাজী মুহাম্মদ খান (১৪) মাওলানা গোলাম ইয়াহইয়া (১৫) মাওলানা মুহাম্মদ মাযহার (১৬) মাওলানা মারহামাত হুসাইন (১৭) মাওলানা ফজলে হুসাইন (১৮) হাজী যাকারিয়া ।(১)

সহ-সভাপতি কাজী আবদুল বারী ছিলেন বর্তমান বাংলাদেশের বানিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের অধিবাসী। তিনি কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করেন। কলিকাতা সদর আদালতে ১৮৫৭ সাল হতে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি কাজী পদে নিয়োজিত ছিলেন। মুহাম্মদ মাজহার ছিলেন মুসলিম আইন অফিসার। মুহাম্মদ ওজীহ ছিলেন কলিকাতা মাদ্রাসার আরবী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক । মুহাম্মদ আব্দুর রউফ তখন ছিলেন ভারত সরকারের ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রথম অনুবাদক আর আহমদ হোসেন হুগলীর অধিবাসী। তিনিই ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এর প্রথম মুসলমান গ্রাজুয়েট, সন ১৮৬২ খ্রিঃ। গোলাম ইয়াহইয়া ছিলেন বিরভুমের প্রধান সদর আমিন। সন ১৮৪০ -৫৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ।(২)

আনজুমান গঠনে হিন্দুসমাজের প্রতিক্রিয়া

আনজুমান ছিল কলিকাতার হিন্দু ধনাঢ্যদের প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন (১৮৫১) এর পাশাপাশি মুসলমানদের জন্য ভিন্ন একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। মুসলিম সমাজের স্বার্থ ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। তা দেখে সমকালীন হিন্দু পত্রিকা সমূহে এব্যাপারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়। ২৯শে মে ১৮৫৫ সালে সোম প্রকাশে মুসলমানের সভা, শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে লেখা ছিল, "নগব বাসী সদ্বিদ্বান ও সম্ভ্রান্ত যবনেরা স্বজাতির হিত বর্ধনার্থে এক সভা স্থাপন করিয়াছেন, তাহার বিবরণ আমরা ইংরেজী পত্রে পাঠ করিয়া যে সন্তুষ্ট হইয়াছি তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারিনা, ইংরেজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে বহুবিধ সভা স্থাপিত থাকাতে অনেক বিষয়ে তাহাদিগের উপকার হইতেছেও ইংরেজ জাতির সহিত হিন্দু জাতির সম্ভাবের ক্রমশ আধিক্য হইয়া আসিতেছে এবং হিন্দুমন্ডলীর মধ্যে একতাবর্ধনের সূত্র সঞ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু কি পরিতাপ! যবন জাতির মধ্যে একাল পর্যন্ত কোন প্রকার সভা স্থাপিত হয় নাই। গভর্নমেন্ট যাহা ইচ্ছা তাহা করুক, তাহাদের কার্য বিষয়ে যখন জাতি কোন কথাই উল্লেখ করেন না, ইহাতে সভ্য লোকেরা ভারত বর্ষ বাসী যবন গনকে অসভ্য বলেন।

এদেশে অল্প যবন বাস করেন না। কোন কোন প্রদেশে হিন্দু ও অন্যান্য জাতি অপেক্ষা যবনের সংখ্যা অনেক বেশী। অতএব তাহাদের মঙ্গলোদ্দেশে কোনপ্রকার সভা না থাকাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত ছিলাম। অধুনা নগর বাসী সম্ভ্রান্ত ও সদ্বিদ্বান যবনেরা আমাদিগের সেই দুঃখ নিবারণ করিলেন, এইক্ষণে আমরা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি এই নবীনা সভা চির স্থায়ী হউক এবং নগরী ও

(১) দূরবীন,কলকাতা,২৫শে রমযান ১২৮১,পৃঃ ৫

(২) Selecetion from the Records of the Govt. of India . Home Dept. Calcutta ১৮৮৬,pp.২৩,৪৯,৭৫

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য স্থানের যবন গনের তাহার প্রতি বিহিত সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান পূর্বক স্ব-জাতির সম্মান বৃদ্ধি করণ ।(১)

'সোম প্রকাশে' উল্লেখিত মুসলমান সভা যে আনজুমানের ইসলামী ছিল তাতে সন্দেহ নাই ।(২)

সোম প্রকাশের উপরোক্ত ভাষ্য হতে সুন্দর ভাবে প্রতিভাত হয় যে ১৮৫৬ সালের ৩১ শে জানুয়ারী ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়ে শনের এক প্রস্তাবে আনজুমানে ইসলামী স্থাপিত হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করা হয়। পরবর্তী কালে সাংগঠনিকভাবে আনজুমানের সহযোগীতা করায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় ।(৩)

আনজুমান গঠনের কারণ

১৮৫৩ সাল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নতুন সনদ লাভের বছর। কলিকাতার 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' ১৮৫৩ সালের এক সভা প্রস্তাবের মাধ্যমে আইন ও শাসন সংক্রান্ত দাবী -দাওয়ার একটি আবেদনপত্র ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রদান করেন। ঐ আবেদন পত্রে ভারত বর্ষের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিধান পরিষদ গঠনের প্রস্তাব ছিল; পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি থাকবে বলে দাবী করা হয়। স্যার হ্যালিডে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন এই বলে যে, ভারতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে গুরুতর মতপার্থক্য আছে, সুতরাং উপযুক্ত ভারতীয় নেতা থাকলেও কোন একজন ব্যক্তিকে উভয় সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য প্রতিনিধি মনোনীত করা কঠিন হবে। লর্ড এলেনবরা হ্যালিডের মত সমর্থন করেন এবং আইন প্রণয়নের জন্য হিন্দু ও মুসলমানের দু'টি পৃথক পরামর্শ সমিতি গঠন করার প্রস্তাব দেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন কে ভারতের মুসলমানরা নিজেদের প্রতিষ্ঠান মনে করতেন না, তাঁরা হ্যালিডের মতের পোষকতা করে নিজেদের উপযোগী মহামেডান এসোসিয়েশন গঠন করেন। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুম দারের মতে কলিকাতার মোহামেডান এসোসিয়েশন স্থাপনের প্রকৃত পটভুমি ছিল এটিই ।(৪)

সুতরাং আনজুমানে ইসলামী প্রতিষ্ঠার মূলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ছিল; যদিও উদ্যোক্তারা একে অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে অভিহিত করেছেন ।(৫)

আনজুমান সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা

মাওলানা আব্দুর রউফ ওহীদ ও মাওলানা মাজহার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "আনজুমানে ইসলামী" বা মোহামেডান এসোসিয়ে শন ভারতবর্ষের মুসলিম স্বার্থ উদ্ধারে বিরাট অবদান রাখলেও এটি মূলতঃ ব্রিটিশ সরকারের আশীর্বাদ পুষ্ট ছিল যে এতে কোন সন্দেহ নেই। একারণে এ সংগঠনের সাথে

---

(১) বিনয় ঘোষ, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র , পাঠ ভবন কলকাতা ১৯৬৬ খ্রীঃ ২খঃ ৭৭৫

(২) New calcutta directiory . 1856.pp78-79

(৩) Biman Bighari Maojumdar. Indian politcal association and reform of lagislative 18-18-1912 Filama K.L Mukhapadhay Culcatta 1956 pp 221

(৪) রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, কলকাতা ১৩৭৮ ৩খঃ ৫৩৬

(৫) দূরবীন, ২১ মে ১৮৫৫৫ খ্রীঃ

Dhaka University Institutional Repository

জড়িতরা সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করেননি। যেমনটি সমর্থন করেনি ব্রিটিশদের অপর মদদপুষ্ট হিন্দু সংগঠন বিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন। পক্ষান্তরে মুসলিম ও হিন্দুদের এ সংগঠন দু'টি পৃথক পৃথক ভাবে সভা করে এবিদ্রোহের সমালোচনা করে। বিদ্রোহ দমন কার্য সফল হলে ১৮৫৮ সালের ১৪ই নভেম্বর রানী ভিক্টোরিয়াকে আনজুমানে ইসলামী কর্তৃক অভিনন্দন বানী প্রেরণ করে।(১)

এ অভিনন্দনের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ সরকারের আনুগত্য লাভ করা। আনজুমানের কর্মসূচীতেও এর স্পষ্ট উল্লেখ ছিল। যেমন দেখুন এর কর্মসূচির কিয়দ্বাংশে বলাহয়েছে।

"NO MEASURES SHOULD ON ANY OCCASION BE ADOPTED THAT MIGHT IN ANY MEASURES APPEAR UNIMICAL TO BRITISH GOVERNMENT". (২)

আনজুমানে ইসলামী কতদিন স্থায়ী ছিল; এসম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট অভিমত পাওয়া যায়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সী বিভাগের বিশিষ্ট গবেষক প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করে বলেন, "এ আনজুমানটি কতদিন স্থায়ী হয়েছিল তা নির্ণয় করা মুশকিল। খুব সম্ভব ১২৭৯ সালের শাওয়াল মোতাবেক ১৮৬৩ সালের ২ এপ্রিল নওয়াব আব্দুল লতিফ কর্তৃক 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' গঠিত হলে 'আনজুমানের' অস্তিত্ব লোপ পায়। মাওলানা ওহীদ আগাগোড়া 'লিটারারি সোসাইটি'র কার্য নির্বাহী কমিটি এবং এর যাবতীয় কর্ম তৎপরতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। সুতরাং 'লিটারারি সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠার পর 'আনজু মানের' প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়" ।(৩)

অবশ্য ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের অপর বিশিষ্ট গবেষক ডঃ মুহাঃ ওয়াকীল আহমদ কোন প্রকার সংশয় ব্যতিরেকেই বলেছেন "কলিকাতার মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি (১৮৬৩) স্থাপনের আগেই এটি বন্ধ হয়ে যায়" ।(৪)

---

(১) Indian political asscіation and reform of legislature p. 221
(২) সুরেসচন্দ্র মৈত্রেয়, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলমান রাজনীতি অনুশীলন, আশ্বিন ১৩৭২ বাংলা
(৩) ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ পশ্চিম বঙ্গে ফার্সী সাহিত্য, প্রাগুক্ত ৪৭-৪৮
(৪) ডঃ ওয়াকীল আহমেদ, উনিশতকের বাংগালী মুসলমানের চিন্তাচেতনার ধারা, প্রাগুক্ত, ১৪১

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি ও আব্দুর রউফ ওহীদ

মাওলানা আবদুর রউফ মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এর সার্বিক কার্যক্রমে তিনি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলেন। এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার পিছনে তাঁর অপরিসীম অবদান ছিল। নওয়াব আবদুল লতিফের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তিনি এ পথে অগ্রসর হন। এর মূল উদ্যোক্তা আবদুল লতিফ হলেও তিনি ছিলেন এর সহউদ্যোক্তা।

প্রাক কথা

সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী কালে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে নওয়াব আব্দুল লতিফ ও মাওলানা আবদুর রউফ ওহীদের কর্ম প্রচেষ্টা বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য । স্যার সৈয়দ আহমদের মত তাঁদেরও সমগ্র কর্ম জীবন পরিচালিত হয়েছিল দু'টি লক্ষ্য স্থির করে। তাঁদের প্রধান মিশন ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটানো আর ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে মিতালি গড়া। আবদুল লতিফ ছিলেন বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুরের অধিবাসী। তিনি কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করেন অতঃপর এখানেই অধ্যাপনায় নিয়োজিত হন।

পরবর্তীতে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও প্রসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করে ১৮৮৪তে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৫০ সালের পর থেকেই মূলত মুসলমানদের সমস্যা নিয়ে নওয়াব আব্দুল লতিফ ভাবতেন, সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তিনি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করতেন। তিনি তাঁর উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপদানের জন্য একটি ব্যাপক সাংগঠনিক কর্মসূচি গ্রহণ করেন।(১)

১২৭৯ হিঃ মোতাবেক ২রা এপ্রিল ১৮৬৩ খ্রিঃ তদানীন্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল লতিফ নিজ বাড়ি ১৬ তালতলা লেনে এক সভা আহবান করেন। এ সভা হতেই কলিকাতাস্থ মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির আনুষ্ঠানিক গোড়াপত্তন হয়। প্রকাশ থাকে যে মোহামেডান লিটারারী সোসাইটিকে উর্দু ভাষায় 'ইসলামী মুযাকারায়ে ইলমিয়্যা' কলিকাতা নামে অভিহিত করা হয়।(২)

এ সোসাইটির উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করে ছিলেন কল কাতা আলিয়া মাদ্রাসার আরবী বিভাগের প্রধান মাওলানা মুহাম্মদ ওজীহ। প্রতিষ্ঠাতা আবদুল লতিফ কলিকাতার উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের মাঝে এধরণের সভা সমিতির উপযোগীতা ব্যখ্যা করে ফার্সী ভাষায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ একই সভায় তৎকালীন ভারতের ব্যবস্থাপনা বিভাগের অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রউফ ওহীদ একই বিষয়ে স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন।(৩)

---

(১) ডঃ আনিসুজ্জামান মুসলিম, মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৮২-৮৩

(২) তাকরীযাতে দীওয়ানে ওয়াহীদ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫

(৩) ডঃ ওয়াকীল আহমেদ ,প্রাগুক্ত,পৃঃ ১৬২

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠাকালীন মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির কমিটি

প্রতিষ্ঠা কালীন মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির কমিটি ছিল নিম্নরূপ(১)।

উপদেষ্টা

স্যার উইলিয়াম গ্রে, কে, সি, এম, আই,

লেফটেন্যান্ট গভর্নর অব বেঙ্গল

কার্যকরী কমিটি

সভাপতি

কাজী আবদুল বারী,

সহ সভাপতি

মাওলানা আব্বাস আলী খান

সদস্য বর্গ

প্রিন্স মুহাম্মাদ রহীমুদ্দীন

শায়খ ঈসা বিন কারতাস

মির্জা আহমদ বেগ

মুহাম্মাদ কাসিম আলী খান

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রউফ ওহীদ

মাওলানা আবদুল হাকীম

সৈয়দ মুর্তজা

ডঃ মীর আশরাফ আলী

মাওলানা সৈয়দ ওলী আহমদ

মুনসী সৈয়দ লাতাফাত হুসাইন

সদস্য সচিব

মৌলবী আবদুল লতীফ খান বাহাদুর

এ সাংস্কৃতিক সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা সন সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। ডঃ আনিসুজ্জামানের মতে এ সংগঠনটি ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত।(২)

তবে এম.ডি. চুখতাই এর মতে এর প্রতিষ্ঠা কাল এপ্রিল ১৮৬৩।(৩)

চুখতাইর অভিমত ব্যাপক আকারে গ্রহণ যোগ্যতা লাভ করেছে। ডঃ আনিসুজ্জামান তাঁর লেখার কোন সূত্র ও উল্লেখ করেননি ছাপার ভুল বলতে তো একটি কথা আছে। হয়ত এখানে তাই ঘটেছে।

---

(১) নওয়াব আবদুল লতীফ his writing & releted documents, calcutta 1871 Page 80

(২) মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৩ খ্রিঃ, পৃঃ ১০২

(৩) ডঃ আনিসুজ্জামান, প্রগুক্ত, পৃঃ ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

সর্ব ভারতীয় মুসলমান সমাজে এধরণের সংগঠন এই প্রথম স্থাপিত হয়। স্যার সৈয়দ আহমদ খানের অনুবাদ সমিতি আরও এক বছর পরে জন্ম লাভ করে। এই সোসাইটির প্রগতিশীল কার্যাবলী ও চিন্তা ধারার জন্য সরকারের পৃষ্ঠ পোষকতা লাভ করেছিল।

সাধারনত এর পৃষ্টপোষকের পদ অলংকৃত করতেন বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর বা ছোট লাটরা। এর বিভিন্ন সভায় ডিউক অব এডিন বরা, প্রিন্স অব ওয়েলস, ভাইসরয় লর্ড লয়েন্স অব লর্ড মেয়ো, লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার সিসিল বিডন, স্যার কলভিন বেলী, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, জে,পি নর্মান প্রমূখ উচ্চ পদস্থ ইংরেজ কর্মকর্তারা যোগ দিয়েছিলেন।

এই সংগঠনের সঙ্গে যে সব দেশীয় মুসলমান সক্রিয় ভাবে জড়িত ছিলেন তাদের মধ্যে মহিশুরের সুলতান, অযোধ্যার নওয়াব, হায়দ্রাবাদের নিজাম ও মুর্শিদাবাদের নওয়াবের উত্তরাধিকারী এবং বিভিন্ন বড় বড় জমিদারের নাম উল্লেখ যোগ্য। এই প্রতিষ্ঠান রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র, ডঃ কানাই লাল দে, ডঃ মহেন্দ্র লাল সরকার, ডঃ তারা প্রসন্ন রায়, প্রিয়লাল দে প্রমূখ হিন্দু সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহযোগীতা ও লাভকরেছিল। স্যার সৈয়দ আহমদ খান এই প্রতিষ্ঠানের একজন প্রধান পৃষ্টপোষক ছিলেন এবং তাঁর এডুকেশনাল কনফারেন্স প্রতিষ্ঠার পূর্বপর্যন্ত নিয়মিত এই সোসাইটির কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করতেন।(১)

আবদুর রউফ ওহীদের মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি সংক্রান্ত জাতীয় সেবার বিশেষ একটি দিক বর্ণনা করে নওয়াব আবদুল লতীফ বলেন ঃ

"A great deal of this succsess was due to the countenance and patronoge of three worthies. Long since deceased, Moulvie Mahomed wajee, Kazi Abdool Baree and Moulvie Hafiz Ajeeb Ahmud, who were respected by the entere Mahomedan community, as the most learned and pious men of their time and to the untiring zeal and unflinching devotion, manifested by Moulvie Mahomed Abdool Rowoof, the late Moulvie Abdool Hukeem and several other gentlemen" (2)

---

(১) কোরেশী সম্পাদিত, A short history of Pakistan, Book ১গ, পৃঃ ১৫৩

(২) Enamul Haque, Abdul Latif, his writing and related documents, Samudra Prokashani, Dacca- 1968, P. 143

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

ভারত বর্ষের সমকালীন রাজনীতির কোন ধারায় তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন

এক সময় সমগ্র ভারত বর্ষ ছিল মুসলমানদের করতলগত। শাসন ভার ছিল মুসলনামদের হাতে। কিন্তু নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলমানদের হাত থেকে তা ছিনিয়ে নেয়া হয়। মুসলমানদের হৃত গৌরব ফিরে পাবার জন্য মুসলিম নেতৃবর্গ বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। কেউ ইংরেজদের বিরুদ্ধাচারণ ও অব্যাহত সংগ্রামকে এর একমাত্র পথ মনে করেন। আবার অনেকে মনে করেন, যেই দুর্বলতার কারণে মুসলমানরা রাজ্য হারা হয়েছে তা চিহ্নিত করে অগ্রসর হলেহৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। মাওলানা আবদুর রউফ ওহীদ এদু'টি চিন্তাধারার কোন শিবিরের সাথে সম্পৃক্ত সেবিষয়ে আলোপাত করা হল।

এ সম্পর্কে আলোকপাত করতে হলে কিছুটা পূর্বের ইতিহাস টানতে হয়। সুতরাং তদানিন্তন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে এখানে কিছুটা আলোচনার অবতারণা করা হল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে এবং ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে জয় লাভের পর ইংরেজগণ বাংলা ও বিহারে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করে ক্রমে ভারতে তাদের রাজ বিস্তার করে।(১)

অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলিম সমাজ সংস্কারক শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী ১৭৬২ সালে ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর পুত্র শাহ আব্দুল আজীজের বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর। ওয়ালী উল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় পরিষদ আব্দুল আজিজকে ইমাম হিসেবে মেনে নেয়। শাহ ওয়ালী উল্লাহর যুগে দিল্লীতে মুসলিম রাজত্বের প্রাণ তবুও কিছুটা অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু শাহ আব্দুল আজিজের যুগে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ও আধিপত্য বলতে কিছুই বাকী ছিলনা। দিল্লীতে তখন ইংরেজ রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়েছিল। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলকে দারুল হারব বা বিধর্মী শাসিত দেশ বলে অভিহিত করেন।(২)

শাহ আবদুল আজীজ এবং তাঁর সহচরবৃন্দের প্রচেষ্টায় সংস্কার আন্দোলন যখন তুঙ্গে উঠার পথে তখন থেকে তিনি এমনএকজন যুবকের কথা ভাবছিলেন। স্বাভাবিক ভাবে যার সৈনিক বৃত্তিতে প্রবণতা রয়েছে। সৈয়দ আহমদ ১৭৮৬ সালে যুক্ত প্রদেশের রায়বেরেলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দিল্লী গমন করে শাহ আবদুল আজীজের তত্ত্বাবধানে সংস্কার আন্দোলনের উপযোগী প্রয়োজনীয় শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে দিল্লীতে শাহ আব্দুল আজীজের হাতে বায়াত গ্রহণ করেন এবং তাঁর অনুমতি ক্রমে তিনি সংস্কার আন্দোলনের কাজ আরম্ভ করেন। অতঃপর সর্বপ্রথম শাহ ওয়ালী উল্লাহর বড়ভাই মৌলভী ইউসুফ তাঁর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে শাহ আবদুল আজীজের ভ্রাতুষ্পুত্র শাহ ইসমাইল এবং

---

(১) ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৫ খ্রিঃ পৃঃ ২
(২) প্রাগুক্ত,

Dhaka University Institutional Repository

জামাতা মাওলানা আব্দুল হাই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সৈয়দ আহমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল মুসলমানকে প্রকৃত মূসলমান রূপে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের ন্যায় "জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর" উদ্দীপনা জাগ্রত করা এবং ভারতে বিশুদ্ধ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।(১)

আন্দোলন শুরুর কথা শুনে দূর দূরান্ত হতে লোকজন ঝাঁকে ঝাঁকে সৈয়দ আহমদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন। সৈয়দ আহমদ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে ১৮১৬-১৭ সালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বক্তৃতা করে বেড়ান। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের এই হল প্রথম পদক্ষেপ।(২)

১৮২০ সালে হজ্ব করার পথে সৈয়দ আহমদ কলিকাতা আসেন। বেরেলী হতে কলিকাতা পর্যন্ত প্রত্যেক স্থানে তাঁর দর্শন প্রার্থীদের বিপুল সমারোহ হয়। তারা শিরক বিদআত ইত্যাদি পাপাচার হতে তাঁর হাতে তাওবা করেন। যুবরাজ টিপুসুলতানের পরিবার বর্গ তখন কলিকাতায় অবস্থান করছিলেন, তারাও তাঁর হাতে তাওবা করেন। সৈয়দ আহমদ ভাল করেই জানতেন যে ইংরেজদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ভারতের মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল করুনার বিষয় বস্তু মাত্র। তাঁর পত্রাবলীতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, মুসল মানদের রাজ্যহারা হবার মূলে রয়েছে ইংরেজরা। তাঁর জিহাদের মূল লক্ষ্য ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধাচারণ। অবশ্য শিখদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের একটি কারণ ছিল যে সীমান্ত থেকে যুদ্ধারম্ভ করে ইংরেজ সীমানায় পৌছতে হলে শিখদের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা।(৩)

১৮৩১ সালের ৬ মে সহায়তায় শিখ যুবরাজ শের সিংহের নেতৃত্বে বার হাজারের একদল শিখ সৈন্যের হাতে সৈয়দ আহমদ শহিদ হন। তাঁর সাথে একশত সত্তর জন গাজী বালাকোটের এ প্রান্তরে গুলির আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন।(৪)

সৈয়দ আহমদ শহীদের মৃত্যুর পর তাঁর অনুগামীরা দু'ভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একাংশ মনে করে যে আপতত জিহাদের পরিবেশ নেই। তাই তারা বাংলাদেশে এবং অন্যত্র ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। এদের নেতৃত্ব প্রদান করেন প্রধানত মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী। অন্য অংশ তখনো জিহাদে মনস্থির রাখেন। এ অংশের নেতৃত্ব দেন প্রসিদ্ধ ভ্রাতৃদ্বয় মাওলানা বিলায়াত আলী এবং মাওলানা ইনায়ত আলী।(৫)

রশীদ আল-ফারুকীর মতে তথাকথিত ওহাবী বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে যাওয়ার পর সমগ্র ভারত বর্ষের মুসলমান নেতৃবৃন্দ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একটি দেওবন্দ পন্থী (Deobund School of thought অপরটি আলিগড় পন্থী (Aligarh School of thought) এই দু'দলই কিন্তু মূলতঃ

(১) গোলাম রসূল মেহের, হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (বাংলা অনুবাদ আব্দুল জলিল ও মতিউর রহমান নুরী) পৃঃ ৮৮
(২) প্রাগুক্ত পৃঃ ৯১
(৩) প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯৩
(৪) মাহতাব সিং, তাওয়ারীখে হাজারা, গোলাম রসুল মেহেরের প্রাগুক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৬৫৫,
(৫) মাহমুদ হুসাইন, The success of Sayyid Ahamed Shahid : History of freedom movement, Vol. 11 part 1, p. 145

Dhaka University Institutional Repository

শাহ ওয়ালী উল্লাহর দেহলবীর অনুসারী।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব (আযাদী আন্দোলন) কে কেন্দ্র করে এদের ভেতর প্রকাশ্যে মতভেদের সূচনা হয়।(১)

উপরোক্ত বক্তব্য হতে একথা প্রতিভাত হয় যে, শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবীর চিন্তাধারার অনুসারী হওয়া সত্বেও তদানীন্তন মুসলমানদের চিন্তা চেতনায় দু'টি ধারার সৃষ্টি হয়। এক দল মনে করেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাওয়া অপরিহার্য কর্তব্য। আর অপর দল মনে করেন ইংরেজ শাসন এমন শক্তিশালী যে, এদেরকে পরাভুত করা খুবই দুষ্কর। এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে কোন লাভ নেই। সুতরাং প্রকাশ্যে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে বরং শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রগতি লাভ করে সরকারী উচ্চপদ সমূহ দখল করে ক্ষমতার শীর্ষ বিন্দুতে চলে যাওয়া মুসলমানদের জন্য কল্যাণ কর। দ্বিতীয় অংশের একজন গুরুত্ব পূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন আলোচ্য নিবন্ধের মাওলানা আব্দুর রউফ ওহীদ।

এ সম্পর্কে প্রবীন অধ্যাপক ও গবেষক ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌র একটি উক্তি অত্যন্ত যুক্তি যুক্ত। তাহল ঃ "ঢাকার উবায়দুল্লাহ উবায়দী, হুগলীর কারামত আলী জৌন পুরী, কলিকাতার (জঃ বিহারে) আবদুল গফুর শাহবায ও আবদুর রউফ ওহীদের ন্যায় দু'চার জন হাতে গোনা সাহিত্যিক ছাড়া বাংলার সাধারণ উর্দু ফার্সী লেখক কে আলীগড়ের ধ্যান ধারণা স্পর্শ করে ছিল বলে মনে হয় না।(২)

---

(৩) মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, প্রাগুক্ত, ২৩

(১) বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য, প্রাগুপ্ত, পৃ - ৩৪৪

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

মাওলানা ওহীদের বিশিষ্ট ছাত্র- শিষ্য

তাঁর অধ্যাপনার কাল খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল। মাত্র দু'বছর। এ ছাড়াও অনানুষ্ঠানিক ভাবেও কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি জাতিগঠন মূলক কাজে ব্যাপৃত ছিলেন বলে মনে হয়। জ্ঞানদান কাজে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান আহরণকারীরা তাঁকে নিয়ে গর্ব করত। এভাবে তিনি তাঁর ভাবাদর্শী প্রথিতযশা কিছু ছাত্র-শিষ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ছাত্র-শিষ্যদের মধ্যে যারা সমাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন তাঁদের ক'জন হলেন।

আবদুল হাফীজ শাদান

মূল নাম আবূ মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ। কাব্য নাম শাদান। আবদুর রউফ ওহীদের চাচাত ভাই। তার পিতার নাম শায়খ ফয়েয আলী আসী সিদ্দীকী হানাফী কাদেরী। প্রাথমিক শিক্ষা নিজ পিতার তত্ত্বাবধানে সমাপ্ত করেন। অতঃপর কলিকাতার অন্যান্য জ্ঞানীগুণীদের সাহচর্যে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। তবে কাব্য জ্ঞান রপ্ত করেন আবদুর রউফ ওহীদের কাছ থেকে। এসময় তাঁর বয়সের কোঠা চল্লিশ পার হয়ে যায়। শাদান ছিলেন অত্যন্ত খোদাভীরু, পার্থিব ভোগ বিলাস বিমুখ। তাকদীর তথা ভাগ্য লিপির ওপর পূর্ণ বিশ্বাসী। তিনি জীবিকা নির্বাহের চিন্তায় কোন সময়ই মগ্ন হতেন না। স্নিগ্ধ কোমল হৃদয়ের এ লোকটির কাব্য ছিল মন মাতানো- হৃদয়গ্রাহী। কবিতায় ছিল প্রেমের আকর্ষণ।(১)

নমুনাস্বরূপ তাঁর কিছু কাব্য নিম্নে প্রদত্ত হল।

جاه هم درخم گیسودل هرجائی را - پابزنجیرکنم خودسر سودائے را

ریخته گلبن حسن توچه خرمن خرمن - گل بدامان نگه چشم تماشائے را

شانه باموی تودارد سرسرگوشی ها - آینه راست بدل شوق هم اغوشي ها

ولہ

خون دلم شدزخدنک نکه لاله رخے - کل کند تربیت من لاله وپیکانے را

شاه اقلیم قناعت شدم ازدولت عشق - نستانم بجوی ملك سلیمانی ر

ولہ

جانم آمدبلب ازدرد جدائی بازآ - مردم ای رشك مسیحا توکجا ئی بازآ

(১) ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পশ্চিমবঙ্গে ফার্সী সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

جرم شادان اگراین است که جان می ندهد - جان بقربان توآزرده چرائے بازآ

نیم شبی آه من شمع شبستان شب - صبحد می گریه ام شبنم بستان صبح

دل پیش چشم مست توعرض نیازکرد - چشمت زناز صدور بیدادبازکرد

پنجه درخون دل من که فروبروامشب - که زخون دل من بوی حنامی آید

کے لاله رخارنجه نمائی قدمی چند - وارد دلم ازفرقت داغ غمی چند

وله

ازحال دلم یا رخبر هیچ ندارد - تاثیر مگر آه سحرهیچ ندارد

افسوس نشست ازدل اوگرد کد ورت - ای وای که این گریه ازهیچ ندارد

جاناں زتمنائے دل زارچه پرسی - جزشوق وصال تودگر هیچ ندارد

خندید غنچه لب لعلش دهن دهن - بشکفت گل بگلشن حسنش چمن چمن

چه شودگربکنذبرسرراهے گاهے - پرسش حال گداحضرت شاهے گاهے

رنجه ازعاشق بیمار مشورشك مسیح - اگرازدردبرآرد زدل آهے گاهے

موهوم یقینی است دهانے که توداری - این نیست مگرشبه میانے که توداری

همه شب ازرد شادان بدرتوزارنالان - که مگر بحال زارش تونظر کنی نکردی

وله

گرزمن دامن دل باز کشد یارچنین - خاك راچو نشوم دررہ دلدار چنیں

ایں چنین ازنظرم یاربراندازداگر - چوں نریزم گهراز چشم گهربارچنیں

روی راحت دل آزرده من کی بیند - الفت یارچنان غیرت اغیار چنین

خواب راحت چه کند درشب هجران چشمم - ره خواب ازبزند فتنه بیدار چنین

زهد وتقوی چه کنم گرره ایمان بزنند - عشوه وغمزه چنان نرگس خونخوارچنین

کی شود جمع پریشان دل دل باختگان - گربود طره آشفته دلدار چنین

دل شادان بغمش ناله زاری که کشید - عند لیبے نکشید ست بگلزار چنین

Dhaka University Institutional Repository

وله

ساقیا نرگس مخمور تومیخانه ما - گردش چشم فسون سازتووپیمانه ما
جلوه برق وثن حسن پری غیرت تو - آتش انگینر جنون دل دیوانه ما
خضرراهت مراولوله مستي شوق - زادراه حرمش همت مردانه ما
خسروملك جنون ست دل ازدولت عشق - نعره شام وسحرنوبت شاهانه ما

وله

درسر سودای اوچوں دل دیوانه شد - عقل من وهوش من جمله به بیعانه شد
قاتل ابروکمان برده نجونم کمین - درپےجان حزین نرگس مستانه شد
کوهر مژکانیم خاك نشین شدرغم - زینت گوش صنم چوں دریك دانه شد
بردر میخانه شد عمر عزیزم تلف - آنچه مرابد بکف درپے پیمانه شد
آنکه براه توداد دین ودل خود بباد - باغم توگشت شادوزهمه بیگانه شد

وله

شب درغم فراق مرادرسردهے - صندل زبوی خودبه نسیم سحرد هے
پاشی نمك بزخم دل ازحرف پرنمك - جان راحلاوتی زلب پرشکردهے
دردتوداروی جگرخسته من است - ای کاش زین قدرقدرے بیشتردهے
ساقی قمرزداغ دل آتش خورد مدام - سیم مذاب گربمن ازجام زردهے
شادان زجان همی گزردبادصبحدم - وقت ست انکه زودبجانان خبر دهے

وله

صبحدم بادصبانکهت دلدار آورد - داروی جان حزین ودل بیمار آورد
جلوه عارض پرنور توای آینه رد - طوطی طبع مرابین که بگفتار آورد
کشته نازترامرغ چمن بهرکفن - ورق گل زچمن زار بمنقار آورد
جانفشانم چوشکر بر قدم قاصد من - پاسخ من که ازاں لعل شکر بار آورد

Dhaka University Institutional Repository

بے توای غنچہ دهن غنچہ گلهاے چمن - نیشتربهردل من زرگ خارآورد

چه شودکر سخنم گوهر گوش توشود - طبع شادان که سخن چودر شهوارآورد

وله

میرسدازتوبجان ودل من بوی کسی - مگرای بادصبا آمدی ازکوی کسی

سوی صحراکشدم دست جنون دامن دل - میرمدجان زبرم ازرم آهوی کسے

صورشیون بدم ازسینه نالان شادان - شدقیامت چوقدوقامت دلجوی کسی(১)

তাফাজ্জুল আলী ফজলী

পূর্ব বঙ্গ তথা বর্তমান বাংলাদেশে মাওলানা আবদুর রউফ ওহীদের স্বনাম ধন্য যে সকল ছাত্র-শিষ্য রয়েছেন তাঁদের একজন হলেন মাওলানা তাফাজজুল আলী ফজলী। তিনি ছিলেন প্রতিভাবান আলেম এবং ফার্সী ও উর্দূ সাহিত্যের একজন কবি।

হযরত শাহজালালের তিনশ, ষাট অনুচর আউলিয়ার একজন ছিলেন আলা উদ্‌দীন লখনোবী। মাওলানা তাফাজজুল আলী ছিলেন তাঁরই বংশধর।

সিলেট জেলার বর্তমান বিয়ানী বাজার থানার (পূর্বে ছিল জলঢুপ থানা) আন্ধারজোর নামক গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। জন্ম সন ১২৮৫ হিঃ মোতাবেক ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দ। তাঁর পিতার নাম আসিল আলী। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সমাপনান্তে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ফযলী কলিকাতা যান। সেখানকার ঐতিহ্যবাহী মাদ্‌রাসা কলিকাতা আলিয়া তিনি ভর্তি হন। এখানে তিনি যাদের সান্নিধ্যে জ্ঞান অর্জন করেন তাঁদের একজন ছিলেন মাওলানা আবদুর রউফ ওহীদ। ফযলী ছিলেন মাওলানা ওহীদের প্রিয় পাত্র। তাঁরই প্রেরণায় কাব্যাঙ্গনে তাঁর পদচারণা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনান্তে মাওলানা ফযলী অধ্যাপনায় যোগ দেন। প্রথমে সিলেট জেলারফুল বাড়ী আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োজিত হন। অতঃপর আরও কিছু মাদ্‌াসায় শিক্ষকতা করেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ঐতিহ্য বাহী সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষক নিযুক্ত হন। দীর্ঘ পঁচিশ বছর অধ্যাপনা শেষে তিনি ১৯২৬ খ্রিঃ নভেম্বর মাসে ইনতিকাল করেন। আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় এ পণ্ডিত ব্যক্তি মোট ২৩ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। অর্থাভাবের দরুন তাঁর সবগুলি বই প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। তাঁর প্রকাশিত কতিপয় বইয়ের নাম হলঃ (১) আল-মাকতাবুল আরাবিয়া, (আরবী ইনশা)। (২) আল কাফী (আরবী ব্যাকরণ) (৩) নুজহাতুন নাজাত ফার্সী, (বিখ্যাত আরবী ব্যাকরণ কাফিয়ার ভাষ্যগ্রন্থ) (৪) ও'য়াতুল

(১) আবদুল গফুর নাসসাখ, তাযকিরাতুল মুআসিরীন, তারিখ বিহীন, পৃঃ ১১২

Dhaka University Institutional Repository

ঈমান ফার্সী, (ফিকহ) (৫) হাশিয়া আকাইদে ইসলাম (আকাইদ শাস্ত্র) (৬) আইনুল হক, (ফার্সী কবিতায় তাসাউফ শাস্ত্র) (৭) গযলিয়াতে ফযলী (৮) আবকারুল আফকার ফার্সী (নাত) ।(১)

চৌধুরী মুহাম্মাদ রঈস উদদীন সিদ্‌দীকী

রঈস উদদীন সিদদীকি ছিলেন প্রথম খলীফা আবু বকর সিদদীক (রাঃ) এর বংশধর। জমিদার পরিবারের অভিজাত শ্রেণীর লোক। সিদদীকী বংশের অষ্টাদশ পুরুষ কুতুবুদ্দিন ছিলেন দিল্লীর শাহী দরবারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তাঁর সময় হতে সিদদীকী পরিবারটি বঙ্গদেশে বসতি স্থাপন করে। উর্ধ্বতন পুরুষ আবদুল্লাহ সিদদীকী পর্যন্ত এ পরিবারটি ছিল আরব দেশে। পঞ্চদশ পুরুষ শিহাবুদ্‌দীন সিদদীকী পর্যন্ত এরা ছিলেন তুরস্কে। পরবর্তী দুই পুরুষ নিযামুদদীন সিদদীকী ও যহীরুদ্দীন সিদদীকী ভারতে আসেন। অতঃপর তারা এখানে বসবাস করতে লাগেন। তালেবাবাদ পরগনার পোলখার গ্রামেই এ পরিবারটির আবাসস্থল ছিল। কিন্তু তার উত্তর সূরী নাজমুদ্‌দীন হুসাইন পোল খার ত্যাগ করে বলিয়াদীতে এসে বসবাস শুরু করেন। তদবধি এপরিবারটি ঢাকা জেলার বলিয়াদিতেই বসবাস করে আসছেন।

সম্রাট শাহ আলম সিদদীকী বংশের ত্রিশতম পুরুষ আবদুল ওয়াহিদকে 'চৌধুরী' খেতাবে ভূষিত করেন। তখন থেকে এ পদবিটি এ বংশের উপাধি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ হতে অনুমিত হয় যে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিগে বলিয়াদীর জমিদার শ্রেণীর এ পরিবারটি পূর্ব বঙ্গের প্রথম শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত পরিবার সমূহের সবচাইতে প্রবীণ ও প্রখ্যাত ছিল। রঈসুদ্দীন সিদদীকীর একজন স্বার্থক সন্তান ছিলেন কাযেমুদদীন আহমদ সিদ্দীকী। তার জমিদারী ছিল ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায়। তার এস্টেটের আয়তন ছিল ৯৬ বর্গমাইল। ১৮৯৮ সালে পিতা চৌধুরী রঈসুদ্দীন সিদদীকীর নিকট থেকে কাযেমুদদীন 'হেবা-বিল এওয়াজ' এর এক ডীড সূত্রে এস্টেটের অধিকারী হন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ও এস্টেটকে 'ওয়াকফ বিল আওলাদ' করে তার পুত্র লাবীবুদ্দীন আহমদ সিদ্দীকীকে মুতাওয়াল্লী করে যান ।(২)

উল্লেখ্য যে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কাযেমুদ্‌দীন সিদ্দীকির বিশেষ অবদান রয়েছে। ১৯০৬ সালে অল-ইণ্ডিয়া মুসলিমলীগ গঠিত হয়। ১৯০৮ সালে ঢাকায় পূর্ববঙ্গ আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ গঠিত হলে কাযেমুদ্দীন সভাপতি ও স্যার খাজা সলীমুল্লাহ্ বাহাদুর এর সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। আগা গোড়া তিনি এ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন।

চৌধুরী রঈসুদ্দীন সিদদীকীর অপর একজন পুত্র ছিলেন খান বাহাদুর ফরিদুদ্দীন আহমদ সিদদীকী। তিনি ইতিহাস মাতানো কোন ব্যক্তি ছিলেন না। ভাই কাযেমুদ্দীন সিদ্‌দীকীর একটি কাব্য গ্রন্থ তাঁর উদ্যোগে কলিকাতা হতে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯১২ সালে কলিকাতার রিদওয়ানী প্রেস এটি প্রকাশ

(১) মাসিক আল-ইসলাহ পত্রিকা, বিশেষ নিবন্ধ, নিবন্ধকার মুছদ্দর আল, প্রকাশ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ; পৃঃ ১৮৪
(২) ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য, প্রগুক্ত, ২১৯

Dhaka University Institutional Repository

করে। এর একটি কপি ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের হাকীম হাবীবুর রহমান সংগ্রহে সংরক্ষিত আছে। (১) দীওয়ানে ওহীদে আবদুর রঊফ ওহীদের একটি চমৎকার ফটো সাঁটানো আছে, এর নীচে লেখা রয়েছে।

تصویر جناب مولوی محمد عبدالرؤف وحید صاحب

استادمولوی رئیس الدین چودھری صاحب ساکن بلیادی ضلع ڈھاکہ- (২)

মৌলভী আবদুর রঊফ ওহীদ সাহেবের ফটো। ঢাকাস্থ বলিয়াদী গ্রামের অধিবাসী মৌলবী রঈসুদ্দীন চৌধুরীর শিক্ষক।

আবদুল আহাদ হাশমত

মূল নাম, আবদুল আহাদ, কুনিয়াত আবুল হাসনাত, কাব্য নাম হাশমত, তিনি ছিলেন কলিকাতার অধিবাসী। মাওলানা আবদুর রঊফ ওহীদের একজন কৃতি ছাত্র। তাঁর পিতার নাম ছিল মুনশী আবদুস সামাদ। ১২৮২ হিঃ মোতাবেক ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দের কাছা কাছি সময় তাঁর জন্ম হয়। কলিকাতায় তিনি শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন। কর্ম জীবনে তিনি কলিকাতার গভর্ণর জেনারেলের 'দারুল ইনশার' মীর মুনশী পদের নায়েব হিসেবে যোগদান করেন। তিনি খুব ভাল ফার্সী ও উর্দু জানতেন। ফার্সী কাব্যে তাঁর গুরু ছিলেন মাওলানা আবদুর রঊফ ওহীদ এবং উর্দু কাব্যে ছিলেন মাওলানা সৈয়দ ইসমাতুল্লাহ্ আনসাখ। বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও লেখক আবদুল গফুর নাসসাখের সাথে কলিকাতায় তাঁর বহুবার সাক্ষাত ঘটে।(৩)

তাযকিরাতুল মুআসিরীন গ্রন্থে তাঁর বেশ কটি ফার্সী কবিতা উদ্ধৃত রয়েছে। নমুনা স্বরূপ কিছু কবিতা এখানে উল্লেখ করা হল।

داده ام دل رابدست دلربائے تازة -

دلربائے تازہ دلکش ادائے تازہ

بهرجاں عاشق دل بسته دارم بلا -

خم بخم زلف سیاہ اوبلائے تازہ

گلرخ شددهان شاخ نباتے جان جان -

خوش قدے نوشیں زبان شیریں ادائے تازہ

---

(১) Jyotis Chanodra Das Gupta, national Biography for India, Dacca 1919 Vol. VI, P. 28
(২) দীওয়ানে ওহীদ, কভার পৃষ্ঠা
(৩) তাযকিরা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৮

Dhaka University Institutional Repository

مژده ای مرغ چمن زاربهاراست بهار -

گلفشان چوں رخ گلگون گیارست بهار

مژده ای جوش جنون فصل بهارآمده است -

فتنه جان جهاں چوں قذیارست بهار

شمع برمرقداوکر نه نهدکس نه نهد-

کشته تیغ ترا شمع مزارست بهار

قدراودانم اگرغنچه دل بکشاید -

ورنه درگلشن عالم بچه کارست بهار

نیابی بعد ازین ساقی هوامرشگالی را -

بیا خوش خوش بیاپر کن بم مینای خالی را

طیزرسدره معنی شود صید توای حشمت -

بده پرواز تاافلاك بازطبع عالی را

ازیں پهلوباك پهلوسحر کن-

شب هجران چنین ای دل بسر کن

هست امشب شب مهتاب بهاراست بهار-

ساقیا بیامی ناب بهاراست بهار

آمدان شرك بهار ان چوبمسجد زاهد-

نعره زد منبرو محراب بهاراست بهار

جانان بروے روشن تواین کتاب چیست -

ای جان شب وصال تراازیں حجاب چیست

دیوانگاں عشق چه دانند زاهدا-

خلدوجحیم چیست ثواب وعذاب چیست

گلزار لطافت توگل ترباشی ای گلرو -

برنگ گل همانا چادرشبنم تراز یبد

Dhaka University Institutional Repository

بهار طرفه دارد ببین اے گلزارما -

برنگ گلستان شگفت جسم داغدارما

سبانگه فکر زلف تو سحرگا یان خیال رخ -

زهے شام ونگاه ماخبے لیل ونهارما

نه من پیروای آں دارم که ازمن یکجهان رنجد -

ولیکن سخت میترسم مباداں جاں جان رنجد

زاهدان دهر راگرهست قران دربغل-

عاشقان راهرزمان تصویر جانان دربغل

این دل نالان من شب رخصت خوبی نداد-

خواب کے اید چوں باشد طفل گریان دربغل

معشوق نوجوان ببروجاهر ے بکف-

حشمت توباز خواهش جنت چه میکنی (১)

হাশমত তাঁর শিক্ষাগুরু আবদুর রউফ ওহীদের প্রশংসা ওহীদের রুবাইয়াত বিষয়ক গ্রন্থ 'নায়ুরায়ে জান আফযা'র প্রকাশ তারিখ সম্পর্কে তিনি নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন।

ای خوشا این ترانهای شگرف - غلغل انداز بزم جان وجنان

نقش بربسته جناب وحید - اوستاد من واديب زمان

ا زافادات کاملانه او - مستفیدند جمع خوش سخنان

من که باشم که مدح اوگویم - مدح او وردکا ملان جهان

حشمت ازخوشنوا سروش غیب - سال نظمش شنفت ارغن جان (২)

- ১৩০৫ هـ

অর্থাৎ আবজাদ হিসেবে অক্ষরের মান অনুযায়ী ارغن جان শব্দের মান হল ১৩০৫, এই সনেই নায়ুরায়ে জান আফযা প্রকাশিত হয় আবুল হাসনাত।

আবদুল আহাদ হাশমতের জীবনের অন্যান্য দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় নি। তাঁর মৃত্যুর তারিখ অজ্ঞাত রয়েছে।

---

(১) প্রাগুক্ত

(২) নায়ুরায়ে জান আফযা, কলিকাতা, ১৩০৫ হিঃ,পৃঃ ৪০

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়

ওহীদের কবিতায় আলোচিত সমকালীন ক'জন কবি-সাহিত্যিক

কবিদের মাঝে সাধারনত প্রতিযোগিতার ভাব পরিলক্ষিত হয়। তারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন নিয়ে অনেক সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। কিন্তু আবদুর রউফ ওহীদ এমন এক প্রতিভার প্রতিচ্ছবি ছিলেন যার মাঝে আত্মম্ভরিতা তো ছিলই না। অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের কোন মানসিকতা ও তাঁর মাঝে পাওয়া যায়নি। সমসাময়িকদের সাথে কাব্যিক প্রতিযোগিতায় অবশ্য তিনি লিপ্ত হতেন তবে তা কেবল কাব্য জগৎকে সমৃদ্ধ করার মানসে; কাউকে হেয় করার মানসে নয়। উল্টো সমকালীনদেরকে তিনি তাঁর কবিতায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। কারও ইহধাম ত্যাগে শোক প্রকাশ করেছেন। আবার কারও কাব্যিক চরিত্রের প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ। এমন ক'জন প্রখ্যাত কবি সাহিত্যিকের আলোচনা এখানে তুলে ধরা হল।

রিযা হাসান খান আলাবী হাশিমী

আবদুর রউফ ওহীদের সমসাময়িক কবি। তাঁর পিতার নাম আমীর হাসান খাঁন 'বিসমিল', পিতামহ মুনশী আশিক আলী খাঁন। জন্ম লখনৌ অঞ্চলের কাকুরী নামক স্থানে তবে তিনি বসবাস করতেন কলিকাতায়। তাঁর পিতা ছিলেন কলিকাতার অযোধ্যার রাজার একজন দূত। রিযা হাসান ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী। আবদুর রাজ্জাক আফসার ইসফাহানী (মৃত্য ১৮৬৪) ছিলেন তাঁর কাব্যগুরু। তরুণ বয়সেই তিনি আরবী ও ফার্সী ভাষায় প্রভুত জ্ঞান অর্জন করেন। সমকালীনদের ওপর কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের ও প্রয়াস পান।

আবদুর রউফ ওহীদ ছিলেন সেকালের একজন উদীয়মান কবি। তারা দু'জনই কাব্য যুদ্ধে প্রায়শ অবতীর্ণ হতেন। তবে তা কেবল কবিতার আঙ্গিনায় সীমাবদ্ধ থাকত। বাহিরের জগতে তারা ছিলেন একে অপরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। নওয়াব আবদুল লতীফের ও খুব কাছের লোক ছিলেন। কবি খান বাহাদুর আবদুল গফুর নাসসাখের সাথে তার বহুবার সাক্ষাত হয়। বাক্যে অলংকার শাস্ত্র বিষয়ক তাঁর একটি উৎকৃষ্ট রচনা রয়েছে, এর নাম হল 'আল মু'যাজুল কামাল' *(المعجز الكمال)*। মাত্র বিশ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয় (১২৬৬)। কথিত আছে কোন এক রূপসীর প্রেমে পড়ে তিনি আত্মহত্যা করেন।(১)

আবদুর রউফ ওহীদ তাঁর মৃত্যুর তারিখ নির্দেশক সাতটি শের বিশিষ্ট ফার্সী মর্সিয়া রচনা করেন। তাহল।

---

(১) ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পশ্চিমবঙ্গে ফার্সী সাহিত্য, প্রাগুক্ত,পৃঃ ১৩

Dhaka University Institutional Repository

سخندانان ازیں غم زارنالید - فروریزید اشك ازچشم گریاں

نه غم بل نشتری زهراب داده - که می هردرگ جان سخندان

رضاجان دره جانان سپرده - رضینا گفته برفرمان یزدان

بےعلم وهنراند وخت وصدحیف - بلای عشقشس آمد غارت جان

بکم سالے مریض عشق شدوا‌ے - که جز مرگش نباشد هیچ درماں

یکے ساغرزداز زهرابه تلخ - بجانان جان شیرین کرد قریان

وجید ش سال جاں دادن چنین گفت - جوانسال قتیل عشق جان ن (১)

-١٢٦٦ هـ

উবায়দুল্লাহ্ উবায়দী সুহরাওয়ার্দী

তাঁর মূল নাম, উবায়দুল্লাহ; কাব্যনাম, উবায়দী। পিতার নাম আমীমুদ্দীন আহমদ। এপরিবারের আদিবাস ছিল ইরানের সুহরাওয়ার্দ নামক স্থানে। ফলে এপরিবার ভুক্ত সবাই সুহরাওয়ার্দী বলে অভিহিত হন । তাঁরা ইরানের প্রখ্যাত সূফী ও আওয়ারিফুল মা'আরিফ গ্রন্থের রচয়িতা শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দীর বংশধর। উবায়দীর কোন এক পূর্ব সূরী ইরান হতে মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠ ফতেহাবাদ গ্রামে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাঁর পিতা ফতেহাবাদ থেকে মেদিনী পুরে এসে বসতি স্থাপন করেন।(২)

তিনি ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার মেদিনী পুর শহরের উপকণ্ঠে দাসপুর চিতোয়া নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর উচ্চ শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৮৫৭ সালে সেখান থেকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করেন।

আরবী, ফার্সী ও উর্দু এ তিন ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল। এ তিন ভাষাতেই তিনি কবিতা লিখতেন। ১৮৬২ সালের ২২শে জানুয়ারীতে তিনি কলিকাতার বড় লাটের ব্যবস্থাপক পরিষদের অনুবাদক রূপে বরিত হন। এ সময় তিনি 'দূরবীন' পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। এর পূর্বে কিছুদিন তিনি 'উর্দু গাইড' পত্রিকার ও সম্পাদক ছিলেন। ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত তিনি হুগলী কলেজে আরবীর অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিচারপতি সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন তাঁর একজন শিষ্য। ১৮৭৪ সালে ঢাকা মুহসিনিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হলে মাওলানা উবায়দী এর প্রথম সুপারিন্টেনডেন্ট নিযুক্ত হন।(৩)

(১) আবদুল গফুর নাসসাখ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১
(২) সৈয়দ নূরুল হাসান, নিগরিস্তানে সুখান, তা, বি, পৃঃ ৬৯
(৩) দীওয়ানে উবায়দী (ফার্সী), আবু নসর গিলানী লিখিত ভূমিকা, পৃঃ ৪

Dhaka University Institutional Repository

কবি আবদুর রউফ ওহীদ ও কবি বশীরুদ্দীন তাওফীক প্রমূখ ছিলেন তাঁর বন্ধু। ১৮৮৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় তাঁর ইনতেকাল হয়। বলা হয় তিনি তাঁর দাদা ও পিতার ন্যায় ফজরের নামাযে সেজদারত অবস্থায় ইনতেকাল করেন। আবদুর রউফ ওহীদ তখনও জীবিত ছিলেন। (১)

তাঁর বিয়োগান্তে আবদুর রউফ অত্যন্ত মর্মাহত হন। ফার্সী শোক গাথা রচনার মাধ্যমে আবদুর রউফ তাঁর মৃত্যুর তারিখ সংরক্ষণ করেন। শোক গাঁথা গুলো হল।

آه آه آن یار دلجو مونس جان وحید -

آن انیس جان نواز نکته سنج سخته گو

کان علم وجان حلم ومعدن خلق کریم-

ساده دل آزاده جان سرواد گوبشکفته رو

نکته دان شیواز بان جادولسان معجز بیان-

خنده روآزرم جوسنجیده گوپاکیزه خو

آن عبید الله دانشورادیب باهنر-

کین زمان کمتربوددرعلم ودانش همچواو

بودمیر مدرسه درشهرڈهاکه آن عزیز-

جمع طلاب ازافادات گزنیش بهره جو

نازش فضل وکمال بالش حسن مقال-

غازه رخسار معنی هرمعتبر لفظ او

عندلیبان نواسنج کلستان سخن-

درمدحش ترزبان دستان سرائے چامه گو

درهوای دلکش آن سروبستان کمال-

کاملان چون قمر یان طوق محبت درگلو

فوح انفاس خوش جان زنده دارش هرزمان-

---

(১) আবদুলল্লাহ বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪২

Dhaka University Institutional Repository

نکهت افشان چمن زارجنان هرچارسو

ناگهان بربست رخت ورفت ایوای واوا-

بس سبك خیزارگلستان جهان مانندبو

درجوان سالی گزشت ازداردنیای دنی-

نی زرویش شیب پیدانے سپیدش گشته مو

سال نقل اودلاشیون کنان سینه زنان-

بے کم وبیش باسلوب خوش وطرزنکو

حیف صدحیف ان عبیدی یاردلجوی وحید-

شدجوان ناگه زگیهان زود هایاها بگو

- ۱۳۰۲ هـ

ایضاتاریخ دیگر

هیهات آن عبیدی ناکاه ازجهان رفت-

آن شاعریگانه آه نکته سنج یکتا

برداشته دعاراروح الامین دود ستش-

سال وفات گفتا- جنت خرام بادا

-۱۳۰۲ هـ

ایضاتا ریخ دیگر

آن یارغمزدای جان وحید غمگین -

دانشورسخن دان یعنی عبید یکتا

رفت ازجهان وهاتف تا ریخ ارتحالش -

دارالسلام باداخوش حای او بگفتا

-۱۳۰۲ هـ

ایضاتاریخ دیگر

Dhaka University Institutional Repository

مردافسوس آن عبیداله -

رهبر وپیشوای اهل کمال

چون مرابود غمزداشد ازان -

غمزدامر دآه - سال وصال

ایضاتاریخ دیگر

رفت آزباغ جهان آه عبیدی صدآه -

صاف دل ساده درون سرورق اهل الیقین

کفت هاتف زسر فکرت تاریخ وصال -

بے گمان جای عبیدی چمن خلدبرین (১)

۱۲۲۲- = ۱۲.۲ هـ

মুহাম্মাদ বশীরুদ্দীন তাওফীক

মুহাম্মদ বশীরুদ্দীন তাঁর মূল নাম, কাব্য নাম তাওফীক। পিতার নাম শাহজাদা শুকরুল্লাহ এবং পিতামহ ছিলেন মহীশুর রাজ্যের অধিপতি টিপু সুলতান। ইংরেজদের হাতে টিপুর শাহাদতের (১৭৯৯) পর তাঁর আত্মীয়-স্বজন কে কলিকাতার টালিগনজে বসতি দেয়া হয়। এখান্দানে জ্ঞান চর্চার কাব্য সাধনা ও কাব্যের পৃষ্ঠ পোযকতা বহুদিন অব্যাহত থাকে। এপরিবারেই তাওফীক, সুলতান, রহীম প্রমুখের ন্যায় কবি- সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকার বিশিষ্ট কবি উবায়দুল্লাহ উবায়দী তিন বছর তাঁদের বাসভবনে অবস্থান করে জ্ঞান চর্চা করেন।(২)

তাওফীক আরবী ও ফার্সীর একজন পণ্ডিত ছিলেন। তার গদ্য ও পদ্য সমূহ গাম্ভীর্যপূর্ণ ও উৎকৃষ্ট মানের ছিল। তিনি দেদার কবিতা লিখতেন। ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা রচনায় তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে তাওফীক ইন্তেকাল করেন। সমকালীন কবি সাহিত্যিকদের প্রতি তাওফীকছিলেন অত্যন্ত সহানুভুতি শীল।(৩)

মাওলানা আবদুর রউফ ওহীদ তাঁর ইন্তেকালে রুবাইয়াত রচনার মাধ্যমে শোক প্রকাশ করেছেন। (রুবাইটি ৪৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে)।

(১) দীওয়ানে ওহীদ, তাকরীযাতে মানজুমা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৯
(১)উবাদুল্লাহ উবায়দী, দাগুনে ইবরাত বার (অপ্রকাশিত) পৃঃ ৭৩-৭৬
(২) প্রাগুক্ত,

Dhaka University Institutional Repository

আ'যামুদ্দীন সুলতান

মুলনাম, আযামুদ্দীন কাব্য নাম সুলতান। তিনি ছিলেন বশীর উদ্‌দীন তাওফীকের সহোদর। সুলতান প্রধানত ফার্সী ভাষায় কবিতা লিখতেন। তবে তাঁর রচিত কিছু উর্দু কবিতা ও রয়েছে। তাঁর জন্ম মৃত্যুর তারিখ অজ্ঞাত। মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির পক্ষ থেকে সুলতান কে "ফার্সী ভাষার প্রচলন ও ফার্সী সাহিত্য চর্চা উপমহাদেশে কখন থেকে আরম্ভ হয় এবং কখন তার ছন্দপাত ঘটে" এ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখার অনুরোধ করা হয়। উত্তরে তিনি মসনবীর ছন্দ অনুসরণে দীর্ঘ একটি ফার্সী কবিতা রচনা করেন।(১)

কবিতাটি ২২ শে মার্চ ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে সোসাইটির সভায় পাঠ করা হয়। এতে তিনি ব্যক্ত করেন যে, ৩৬৭ হিজরী সনে নাসিরুদ্দীন সুলতান সুবুক্তিগীন উপমহাদেশে যখন আগমন করেন তখন তাঁর সঙ্গে এদেশে ফার্সী ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটে। ৩৯০ হিজরী সন পর্যন্ত মাহমুদ শাহ তাঁর পুত্র ও অন্যান্যদের নিয়ে বারবার এদেশে আগমন করেন। তখন থেকে এখানে ফার্সীর জড়গজাতে থাকে। ৪৩৩ হিজরী সনে মাহমূদ শাহ এখানে বিজয়ের লাল নিশান উড্ডীন করেন, তখন তিনি ফার্সীকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেন। ৫৯৯ হিজরীতে কুতুবুদদীন আইবেক যখন দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, তখন থেকেই এভাষা দিল্লী ও অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। তখন ও ফার্সী সাহিত্য কেবল হামদ, নাত ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে সীমিত ছিল। ৬৫৫ হিঃ (১২৬৬-৬৭) থেকে যখন তুগলক শাহের আমল শুরু হয়, তখন থেকে এ উপমহাদেশের দিগহতে দিগান্তরে অফিস, আদালত, সমাজ জীবন ও সাহিত্য ইত্যাদি সর্বস্তরে ফার্সীর বহুল প্রচলন শুরু হয়। ইংরেজ শাসন আমল শুরু হওয়ার পর এর ছন্দপাত ঘটে। সুলতানের এ কবিতা হতে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকার কথা প্রতিভাত হয়।(২)

কবি আবদুর রউফ ওহীদ তাঁর তিরোধানে শোকাহত হন। শোকের বহিঃপ্রকাশ তাঁর রুবাই রচনায় নিহিত রয়েছে। বশিরদ্দীন তাওফীক, আযামুদ্দীন সুলতান, উবায়দুল্লাহ উবাইদী ও রিয়াহাসান খানের বিয়োগান্তে আবদুর রউফ ওহীদের রচিত রুবাইটি হল।

یاران همه ازمیکده بیرون رفتند - ازبے کسیم کرده جگر خون رفتند

توفیق وعبیدی ورضا وسلطان - یك یك همه از قضای بیچون رفتند(৩)

(৩) আবদুল গফুর নাসসাখ, তাযকিরাতু মুআসিরীন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৬
(২) ডঃ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, প্রাগুপ্ত, পৃঃ ৩৮-৩৯
(১) নাযুরায়ে জান আফযা, কলকাতা, ১৩০৫ হিঃ, পৃঃ ২০, নং ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

খান বাহাদুর আবদুল গফুর নাসসাখ

আবদুল গফুর নাসসাখ ছিলেন বাংলা- পাক- ভারতের প্রখ্যাত প্রতিনিধিত্ব শীল উর্দু ও ফার্সী কবি। তিনি একাধারে সাহিত্য সংকলক, কবি- সাহিত্যিক ও চরিতাকার ছিলেন। ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতার কলিঙ্গা মহল্লায় তাঁর জন্ম। বাক্য রচনায় তাঁর প্রথম উস্তাদ ছিলেন কাজী রশীদুদ্দীন ওয়াহশত। তিনি পর্যাপ্ত সময় দিতে অপারগ হওয়ায় অবশেষে তাঁরই নির্দেশে নাসসাখ ছন্দের যাদুকর হাফিয ইকরাম আহমদ যায়গামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নাসসাখ বার/তেরটি ভাষা জানতেন, সংস্কৃত ভাষায় ও তিনি ছিলেন সিদ্ধ হস্ত। কর্ম জীবনে তিনি সর্ব প্রথম ঢাকার এডিশনাল জজ মিঃ হেনরী ভিনসেন্ট বেইলীর অফিসে মুহুরী (কেরানী) পদে নিযুক্ত হন। নওয়াব আবদুল লতীফের প্রচেষ্টায় ১৮৬০ সালে তিনি ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে অভিষিক্ত হন। চাকুরী জীবনের ফাঁকে ফাঁকে তিনি কাব্য রচনাও সাহিত্য চর্চায় মশগুল থাকতেন। তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ ছিল দফতরে বে-মিছাল (دفتر بے مثال), অন্যান্য কাব্য ও জীবন চরিত গ্রন্থ হলঃ আশআরে নাসসাখ (اشعار نساخ), সুখানে ও'আরা (سخن شعراء), আরমুগানী (ارمغانی) , গানজে তাওয়ারীখ (گنج تواریخ), কানযে তারওয়ারীখ (کنز تواریخ), ইনতিখাবে নাকস (انتخاب نقص) তাযকীরাতুল মুআসিরীন (تذکرۃ المعاصرین), মাযহারে মু'আম্মা (مظہر معما), কান্দে ফার্সী (قند فارسی) ও চশমে ফায়য (چشم فیض)। (১)

তাঁর 'আরমুগানী' উর্দু দীওয়ানের প্রশংসা ও এর প্রকাশ তারিখ সম্পর্কিত প্রায় আশিটি কবিতা আবদুর রউফ ওহীদ রচনা করেন। উদাহরণ স্বরূপ এর কিছু কবিতা নিম্নে প্রদত্ত হল।

وہ چہ دیوان پر پوشی زیبا - بجنون رھبردل شیدا

لفظ لفظش بدلبری گوئی - رشك نیرنگ وسحر وجادوئی

نہ فسون وسحر بل اعجاز - بدم عیسوی نکو دمساز

ارمغانی ست بسخوش ودلکش - ارمغانی است نام وتاریخش -۱۳۰۲

کیست نشاخ ارجمند جهان - سربلندی بپاپہ اش نازان (২)

'তাযকি রাতুল মু'আসিরীন' তথা সমসাময়িকদের স্মারক লিপি এবং সুখানে ও'আরা তথা কবিদের ইতিবৃত্ত গ্রন্থদ্বয়, নাসসাখের অমর সৃষ্টি। পরবর্তী কালের সংশ্লিষ্ট লেখক- গবেষকদের নিকট গ্রন্থ দু'টি দুর্লভ পাথেয় হিসেবে সমাদৃত হয়। তিনি ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১৩০৬ সালে ইহধাম ত্যাগ

(১) মুকীতুল হাসান, সৈয়দ নুকুশ, লাহোর জুন ১৯৬৪, পৃঃ ৫২৯
(২) আর মুগানী, ১৩০২ হি, পৃঃ ৯৯-১০৩

Dhaka University Institutional Repository

করেন। প্রথিতযশা এ ব্যক্তিত্বের তিরোধানে ওহীদ গভীর শোক প্রকাশ করেন। মর্মাহত ওহীদ নিম্নোক্ত শোক গাঁথার মাধ্যমে তাঁর মৃত্যু তারিখ স্মৃতির ঝুলিতে আবদ্ধ রাখেন।

رفت نساخ ازجهان هيهات - آه صدآه ازهجوم غمرم

نعره وامصيبتاست بلند - ناله ازدل بلب نموده هجوم

بود اوماه نيم ماه كمال - بلكه خورشيد نيمروزعلوم

ماه كامل باوج علم وهنر - كاملان گرداد چوخيل نجوم

وه چه فرمانروای ملك سخن - والی نشر ومالك منظوم

صاحب عزه وجاه ورفعت وفر - رفعتش بيش ازحد مفهوم

مقتدای گزين باهنران - پيشواے مهين اهل فهوم

آن اديب بليغ افصح دهر - كه وجود نديد اومعدوم

دم روح القدس باوهمدم - نفس عيسي ازدمش مشموم

وه چه استاد نظم دراردو - خادمش خيل خيل واومخدوم

آكهی ازدری زبان چون او - كم كسي هست اندرين بر وبوم

داشت اودر زبان سخته پارس - طرزاهل زبان نكومعلوم

پاكدين خوش عقيده پاك گهر - دين نگهدار هرزمان بلزوم

وصف اوتا كجا كند كلكم - كه شما رش فزون بودزرقوم

غم اين واقعه جهانگيراست - كيست آنكو نشدازين مغموم

نوحه خوان ضريح اوكملا - ازكمال غمرم وفرط هموم

خون دل ريخت ديده گريان - جوی خون شدروان زچشم شجوم

دامن وحبيب آستين همه را - شدجگر گون بخون دل مدموم

صعب ترزين مصيبت عظمی - نبود تابه قرن هاموهوم

بوداو يارغمگساروحيد - شرح ياريش كه شودمر قوم

Dhaka University Institutional Repository

سال رحلت وحید خسته جگر - گفت نساخ یارمن مرحوم
-۱۳۰٦ هـ

ایضا

رفت ازجهان چوعبد غفورخجسته خو - یعنی جناب اکرم نساخ خوش مقال
حرف دعا وحید بلب راند وباز گفت - نساخ جابعرش بیابد سنه وصال
-۱۳۰٦ هـ

ایضا

حضرت نساخ بعد ازارتحال - چول بدین آرامگاه پاك خفت
باسن رحلت وحید این جای را - مرقدنساخ دل بیدار - گفت (১)
-۱۳۰٦ هـ

সৈয়দ মাহমূদ আযাদ

ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৮৪২ বা ৪৩ সালে মাহমূদ আযাদ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সৈয়দ আসাদুদ্দীন হায়দার। আযাদ ছিলেন ফার্সী ভাষায় বাংলাদেশের কবি সম্রাট। দীওয়ানে আযাদ নামে তাঁর একটি বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ রয়েছে। সমসাময়িক সকল কবি- সাহিত্যিক তাঁর কাব্য রচনার ভূয়সী প্রশংসায় ছিলেন মুখর। তিনি প্রখ্যাত সাহিত্য আগা আহমদ আলী ইসফাহানীর শিষ্যত্ব লাভ করেন। তাঁর দ্বারাই তাঁর কাব্য প্রতিভার বিকাশ ঘটে।(২)

তাঁর দীওয়ানটি ১৩০৭ হিজরীতে প্রকাশিত হয়। আবদুর রউফ ওহীদ তাঁর দীওয়া নের প্রশংসা এবং এর প্রকাশ সন নির্দেশক কবিতা রচনা করেন। তা হল এরূপ ঃ

چوں شدطبع دیوان مطبوع طبع - نه دیوان توگوئی که سحر حلال
نه سحرنه آفسون نه جادواست این - که اعجاز آزاد معجز خیال
چو بادمسیح است هرحرف او - چو آب خضرهر سخن هر مقال
وحیدش رقم زدچنین سال طبع - افادات آزادنیکو خصال
-۱۳۰۷ هـ

(১) দীওয়ানে ওহীদ, কিতাআতে তারিখে ওয়াকাই 'মুখতালাফ, পৃঃ ৮২-৮৩
(২) হাকীম হাবীবুর রহমান, সালাসা গাসসালা, ইসলামাবাদ, ১৯৮৮ পৃঃ, পৃঃ ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

ایضا

بیاراست آزادگلزارنظمے - تروتازه گلهاے رنگین جمالش

چه کل کرده خوش خوش به بینی وحید - زگلزار منظوم آزاد سالش

- ۱۳۰۷ هـ

ایضًا

نغز گفتار حضرت آزاد - منبع فیض ومخزن علم است

کرددیوان رقم که تاریخش - نظم آزاد معدن علم است

- ۱۳۰۷ هـ

ایضًا

وچه فیاض خامه آزاد - درجهان فیض خارش عام است

زان وحیداسنین دیوانش - فیض آزاد نیك فرجام ست

- ۱۳۰۷ ه

ایضًا

دلفروز است نغمه آزاد - خوشنواجانفزابسازنکو

کوش نه ای وحیدش وخوش بشنو - ارغنون نغمه ریزسال او

ایضًا

کلك آزاد اینمه نقش شگرف - شاعران رابست برار تنگ دل

فکر رنگین نگارین وحید - سال طبعش گفت باغ رنگ دل

- ۱۳۰۲ هـ

ایضًا

کلدسته بست خامه آزاد ازسخن - گل کردازان بگلش معنی کمال او

کلك دحید برورق گل رقم نمود - گلدسته نشاط شب وصل او

- ۱۳۰۷ هـ

Dhaka University Institutional Repository

ایضًا

چه خوش بست آزاد ازباغ فکر - یکی دسته گل برنگ جدید
زمرغ چمن سال نظمش وحید - مسرت فزادسته گل شنید
-١٣٠٧ هـ

ایضًا

کلك آزاد نغمه ریز آمد - باصول خوش وبلحن جدید
گوش جان وحیدسالش را - نغمه کلك جانفزابشنید

ایضًا

سید محمود آزاد ادیب - فن انشادست رنگین تر فنش
گلشن فیض است چون دیوان او - گلشن فیض ادیب آمدسنش
-١٣٠٧ هـ

ایضًا

هست اعجاز گفته آزاد - جان بتن بخش چون دم عیسي
یاچوتاریخ نظم اوست وحید - یدبیضای دلکش موسی
-١٣٠٧ هـ

ایضًا

طبع آزاد کون نورآمد - همه نوراست ازد امین وزمان
جلوه نورطوردیوانش - موسیش هرسخنور همه دان
هان بهوش آوحید وگوش بکن - کوه نور عظیم سال آن (১)

(১) দীওয়ানে আযাদ, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ১১৬-১১৮

Dhaka University Institutional Repository

খুলাসায়ে তাওয়ারিকে বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা

* خلاصهٔ تواریخ بنگاله *

* مترجم *

از انگریزی تالیف جان کلارک مارشمن اسکویر *

ترجمه کرده وجا بجا حاشیه نوشته وتصحیح بعض غلطیها نموده *

* ذرهٔ هیچ تر از هیچ *

* محمد عبد الرؤف *

* ابیات *

رچه دلم ریخت درین حقه در * قطرهٔ نم بود ز دریای پر *

شانی بهر تبادهٔ بسیار شد * نیم دمی در سر این کار شد *

ت زبان گر نه ر این جا بدی * قطره عجب نیست که دریا شدی

* در دار الامارهٔ *

* کلکته *

* بمطبع سلطان الاخبار بقالب طبع درآمد *

* سنه ۱۲۶۹ هجریه *

* سنه ۱۸۵۳ عیسوی *

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ অধ্যায়

রচনাবলী

আবদুর রউফ যেমন ছিলেন একজন কবি; তেমনি ছিলেন একজন সুলেখক, ব্যাকরণবিদ ও ইতিহাস সচেতন ব্যক্তি। নিম্নোক্ত রচনাবলী হতে তাঁর বহুমাত্রিক প্রতিভার পরিচয় ফুটে ওঠে। তাঁর প্রকাশিত মোট তেরটি রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। সেগুলো হল, তাহরীরাতে ওহীদী, খুলাসায়ে তাওয়ারীখে বাঙ্গালা, তারীখে কলিকাতা, সারফে ওহীদী, নাহভে ওহীদী, শাখে মারজান, তুহফাতুল হক্ব, তাজে সুখান, দীওয়ান ওহীদ, নাযুরায়ে জান আফযা-রুবাইয়াতে ওহীদী, মানশায়াতে ওহীদী, জাওয়াহিরুস সানায়ে, সুখানো মাওযূন ইত্যাদি।(১) এ গবেষনায় তাঁর রচনাবলীর ১৪তম গ্রন্থ উদঘাটিত হয়- মুসলমানানে বাঙ্গালাকি তালীম ও তারবিয়াত।

তাহরীরাতে ওহীদী

এটি তাঁর ভাষণ সম্বলিত একটি সংকলণ। তৎকালীন মুসলিম জনহিতকর সর্ব ভারতীয় সংগঠন মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির বিভিন্ন অধিবেশনে তিনি যে সার গর্ভ ভাষণ প্রদান করেছিলেন, মূলতঃ তা নিয়েই এটি রচিত হয়েছিল।(২)

পর্যালোচনা

সংকলনটি আবদুর রউফ ওহীদ নিজেই সংরক্ষণ করেছিলেন, না অন্য কারও দ্বারা সংকলিত হয়েছিল সে সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায়নি। সংকলণটির এখন কোন অস্থিত্ব ও নেই। যার দ্বারাই সংগৃহীত হোক সংকলণটির নাম তাকরীরাতে ওহীদী বা খুতবাতে ওহীদী নাম করণ করলে যথার্থ হত। কারণ তাহরীরাত শব্দের মূল অর্থ হল লিপি সমূহ বা রচনাবলী। গুরুত্ব পূর্ণ ভাষণ সমূহ যেহেতু লিখিত আকারেই দেয়া হয়; তাই ভাষণের প্রতি লক্ষ্য রেখে লিখিতবস্থা হতে সংকলিত হওয়ার দরুন একে তাহরীরাত বলেই নামকরণ করা হয়েছে বলে মনে হয়।

খুলাসায়ে তাওয়ারীখে বাঙ্গালা

এটি ওহীদের একটি কালজয়ী অনুবাদ গ্রন্থ। মূল গ্রন্থটি ইংরেজি ভাষায় রচিত ছিল। গ্রন্থের নাম ছিল হিস্টরী অব বেঙ্গল। গ্রন্থকারের নাম জন ক্লার্ক মার্শম্যান স্কয়ার। তিনি কলিকাতা হতে প্রকাশিত ফ্রেন্ডস অব ইণ্ডিয়া নামক একটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। মাওলানা ওহীদ এটিকে ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করে এর নাম দেন তাওয়ারীখে বাঙ্গালা।(৩)

---

(১) দিবাচা দীওয়ানে ওহীদ
(২) প্রাগুপ্ত, পৃঃ ৪৮
(৩) প্রাগুপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা

ওহীদ শুধু এটির অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হননি; বরং এর বিভিন্ন স্থানে বহু স্বার্থক টীকা সংযোজন করেছেন। এতে যে সকল ভুল ভ্রান্তি ছিল তাও সংশোধন করেছেন। নিজের মত করে যেভাবে তিনি গ্রন্থটি সাজিয়েছিলেন এতে এটিকে তাঁর মৌলিক রচনা বললেও অত্যুক্তি হবে না। ওহীদ কর্তৃক অনূদিত সংশোধিত ও টীকা সংযোজিত এ গ্রন্থটি কলিকাতার সুলতানুল আখবার প্রকাশনা সংস্থা হতে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ কাল ১২৬৯ হিং মোতাবেক ১৮৫৩ খ্রিঃ। এর একটি কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। কিন্তু কপিটি অতি পুরাতন হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবে এর সবটুকু পাঠোদ্ধার করা যায় না। ফলে আধুনিক কালের লেখক/ গবেষকগণের জন্য তা হতে উপকৃত হওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার।

৬৯১ পৃষ্ঠার ফার্সী ভাষার এ ইতিহাসকে মাওলানা ওহীদ একটি ভূমিকা *(دیباچه)* উনিশটি অধ্যায় এবং একটি উপসংহার *(خاتمه)* যোগে সাজিয়েছেন। ৩৮ পৃষ্ঠাসম্বলিত তাঁর ভূমিকায় রয়েছে হামদ, নাত, ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা, গ্রন্থ রচনার কারণ ও গ্রন্থ পঞ্জি ইত্যাদির আলোচনা। আবদুর রউফ এ ইতিহাস গ্রন্থের হামদ ৫টি কবিতা দিয়ে সূচনা করেছেন। অতঃপর গদ্যে আল্লাহর মহিমার কিছু কিছু দিক তুলে ধরেন এরপর হামদের পুরোটাই কেবল কবিতা আর কবিতায় ভরপুর রয়েছে। হামদের ভেতর তিনি বিনীতভাবে আল্লাহর মহিমা যেভাবে তুলে ধরেছেন তা হতে যে কেউ তাঁর ধর্মনিষ্ঠা ব্যাপারে অকুণ্ঠ চিত্তে সাক্ষ্য প্রদান করতে পারে। নাতের ক্ষেত্রে ও তিনি একই ভাবে কবিতার সমাহার ঘটিয়েছেন।

নাতের চরণগুলো এমন ভাবাবেগে রচিত হয়েছে যে তাঁকে একজন খাঁটি আশিকে রাসূল হিসেবে আখ্যায়িত করতে একজন পরশ্রীকাতর ও দ্বিধাবোধ করবেনা। নমুনা স্বরূপ হামদ ও না'তের দু'টি করে কবিতা এখানে উদ্ধৃত করা হল।

হামদ

بنام خداوند کون ومکان - حذاوندانس و خداوندجان

خدا وند بحر وخداوندبر - خذاوندافلاك وشمس وقمر

না'ত

شهنشاه سریر لی مع الله - علم افراز او نصرمن الله

امام المرسلین خیر الانبیین - سرایدنعت او طه ویس (১)

গ্রন্থটিতে মোট উনিশটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে বাঙ্গালায় হিন্দু রাজন্য বর্গের নেতৃত্ব দানের কথা। এতে বলা হয়েছে হিন্দুস্থানের এ অংশটিতে বাংলা ভাষাভাষী লোক বসবাস

(১) খুলাসায়ে তাওয়ারীখে বাঙ্গালা, কলকাতা, পৃঃ ২

Dhaka University Institutional Repository

করত বলে একে বাঙ্গালা নামে আখ্যায়িত করা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাঙ্গালায় ইসলামী শাসনের পটভূমির আলো চনা করা হয়। এতে ৬৪০ খ্রিঃ হতে শুরু করে সুলতান মাহমূদ গজনবীর ভারত বর্ষ অভিযান, শিহাবুদদীন ঘুরী, কুতুবুদ্দীন আইবেক ও মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী প্রমূখের শাসন কাল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। ধারাবাহিক আলোচনার পর সর্বশেষ ঊনিশতম অধ্যায়ে ইংরেজ শাসক লর্ড মেয়েরা ও লর্ড উইলিয়াম ব্যানটিংকের আলোচনা দিয়ে গ্রন্থের ইতি টানা হয়। তথ্য বহুল এ গ্রন্থটির সম্পূর্ণ লেখা পাঠোদ্ধার করে নূতন আঙ্গিকে একে সাজানো ও বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ করা অতীব প্রয়োজন।

নাহ্‌ভে ওহীদী

ফার্সী ভাষার পদ বিন্যাস সংক্রান্ত একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ। এটি মাওলানা আবদুর রঊফ ওহীদের একটি অপূর্ব সৃষ্টি। ১৮৬০ সালে তিনি যখন কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগের শিক্ষক ছিলেন; তখন ফার্সী ভাষার শিক্ষার্থীদের জন্য কি কি সমস্যা সে সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এরই আলোকে রচিত হয় তাঁর এ অনবদ্য রচনা। গ্রন্থটির শুরুতেই মাওলানা ওহীদ বলেন ঃ

که چوں درحدود سنه سبع وسبعین بعد الف وماتین من السنین الهجریه موافق سنه شصتم برهزار وهشتصد مسیحیه این هیچ مدان را به آموزگاری متعلمین انگریزی وپارسی بهره مدرسه عالیه دار الاماره کلکته بردا شتند - بچند روزه آزمودن دریافتم که چنا نکه قواعد صرف پارسی بیادنوآموزان پارسی زبان آن دابستان داده می شود اگربعد ازانکه ایشان آن رادردوجماعت پائین نیکوحافظ شده باشند قواعد نحوپارسی نیز - به گزین نظم وترتیب وبهمین وصنع وترکیبے که درك وحفظ آن نیز متبدیان سهل واسان باشد الخ .....(১)

১২৭৭ হিজরী মোতাবেক ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের দিগে অধমকে কলিকাতা সরকারী আলিয়া মাদ্রাসার এাংলো পার্সিয়ান বিভাগে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। এ বিষয়ে কিছু দিন শিক্ষা দানের পর আমার অভিজ্ঞতা হল যে, নবীন ফার্সী শিক্ষার্থীদের জন্য ইলমে সারফের যে নিয়মনীতি শিক্ষা দেয়া হয় এর সঙ্গে পরবর্তী দু'টি শ্রেণীতে ইলমে নাহভ ভালভাবে শিক্ষা দেয়া হলে নবীন শিক্ষার্থীরা বাক্য গঠন ও পদবিন্যাস সহজে আত্মস্থ করে নিতে পাবে। কিন্তু সে পর্যায়ের কোন গ্রন্থ তখন আমার নজরে পড়েনি। যা বর্তমান ছিল আমার বিবেচনায় মানোত্তীর্ন ছিলনা। অবশেষে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষার পর অযোগ্যতাও অন্যান্য প্রতিকুলতা সত্বেও এ গ্রন্থটি রচনায় আমি হাত দেই। সময়ের অভাব ও হাজার ব্যস্ততার মধ্যে তা অল্প অল্প করে লিখতে থাকি। লিখে কোন কোন সময় সঙ্গে সঙ্গে

(১) নাহভে ওহীদী, মাজহারুল আজাইব, ১৮৬২ খ্রিঃ, ভূমিকা পৃঃ ب

Dhaka University Institutional Repository

নাহভে ওহীদীর প্রচ্ছদ ছবি

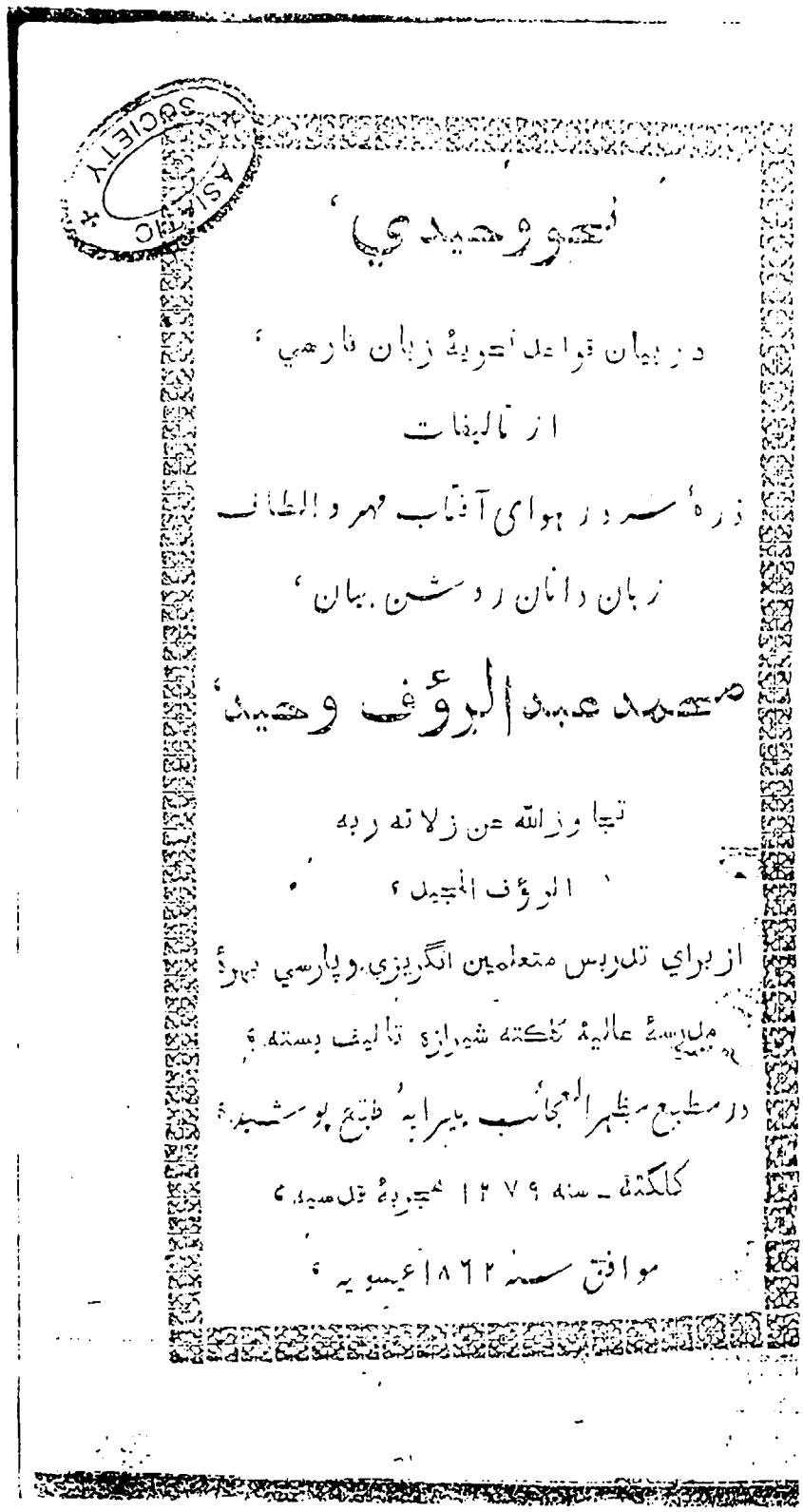

Dhaka University Institutional Repository

প্রেসে পাঠিয়ে দিতাম আবার কোন সময় শিক্ষার্থীদের পাঠের সুবিধার্থে তাদের হাতে দিয়ে দিতাম। অবসর গ্রহণ কালীন প্রচুর সময় যখন হাতে আসে তখন কিতাবটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দানে সক্ষম হই। আমার কাব্য নাম ওহীদ বলে গ্রন্থটির নাম করণ করি নাহভে ওহীদী রূপে।

গ্রন্থটি কলিকাতাস্থ মাজহারুল আজাইব প্রেস হতে প্রকাশিত হয় প্রকাশকাল ১২৭৯ হিঃ মোতাবেক ১৮৬২ খ্রিঃ। আজকাল এসব প্রকাশনা সংস্থার কোন অস্তিত্ব নেই। মূল গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা হল ৩৭৭, ভুমিকায় রয়েছে ৬ পৃষ্ঠা। এছাড়া গ্রন্থের শেষে তাকরীয শিরোনামে আরো রয়েছে ২৪ পৃষ্ঠা। এটি হয়ত তার গুণগ্রাহী কারো সংযোজন। কারণ এতে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও প্রশংসা মূলক অনেক ফার্সী কবিতা রয়েছে। দুর্লভ এ গ্রন্থটির একটি করে কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটি কলিকাতা, ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি কলিকাতায় অতি যত্ন সহকারে সংরক্ষিত আছে।

সারফেওহীদী

শব্দের গঠণ ও প্রকৃতি সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ। এটিও তাঁর একটি স্বার্থক রচনা। গ্রন্থটি তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনা কালে রচনা করেন। শিক্ষার্থীদের জন্য ফার্সী ভাষাকে সহজে আত্মস্থ করার এটি ও তাঁর একটি প্রয়াস ছিল। অনন্য এরচনাটি এখন সম্পুর্ণ অস্থিত্বহীন। ঢাকা ও কলিকাতার কোন গ্রন্থাগারেই তা খোঁজে পাওয়া যায়নি। এ গ্রন্থে মাওলানা ওহীদ মূলত ফার্সী ভাষার শব্দের প্রকৃতি, ব্যুৎপত্তি শব্দ ও প্রকরণ (Etimology) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।(১)

আরবী ভাষার ব্যাকরণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ফার্সী ভাষার ব্যাকরণ কে দু'ভাগে ভাগ করে এর সমস্যা ও সমাধানের ক্ষেত্রে এদু'টি গ্রন্থ ওহীদের এক অসাধারণ সৃষ্টি। নাহভ ও সারফ আরবী ব্যাকরণের দু'টি পরিভাষা এবং স্বতন্ত্র দু'টি শাস্ত্র। সারফ শাস্ত্রে শব্দ গঠন ও শব্দের ধরন নিয়ে আর নাহভ শাস্ত্রে বাক্য গঠন ও বাক্যের কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হয়।

আবদুর রউফ ওহীদ উপরোক্ত দু'টি গ্রন্থ রচনা করে দেখিয়ে দিয়েছেন ফার্সী ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়। ফার্সী ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কিত গ্রন্থগুলোকে "দাস্তুরে যাবানে ফার্সী" বা এধরনের অন্য নাম দিয়েই রচিত হয়। কিন্তু মাওলানা ওহীদ ফার্সী ভাষার ব্যাকরণ কে দু'ভাগে ভাগ করে যে সুক্ষাতিসুক্ষ আলোচনা করেছেন এর কোন জুড়ি নেই। এটি ফার্সী ভাষায় তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যেরই পরিচয় বহন করে। নিঃসন্দেহে তিনি ফার্সী ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণবিদ ছিলেন।

নাযূরায়ে জান আফযা

শাব্দিক অর্থ হল প্রিয়ার অমৃত সুধা। এটি আবদুর রউফ ওহীদের রুবাইয়াত বা চৌপদী কবিতা সমূহ নিয়ে রচিত। যা রুবাইয়াতে ওহীদী নামে সমধিক পরিচিত। ফার্সী ভাষায় রুবাইয়াত বা চৌপদী

(১) ডঃ আবদুল্লাহ, প্রাগুপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

নায়ূরায়ে জান আফযা প্রচ্ছদ পৃষ্ঠার ছবি

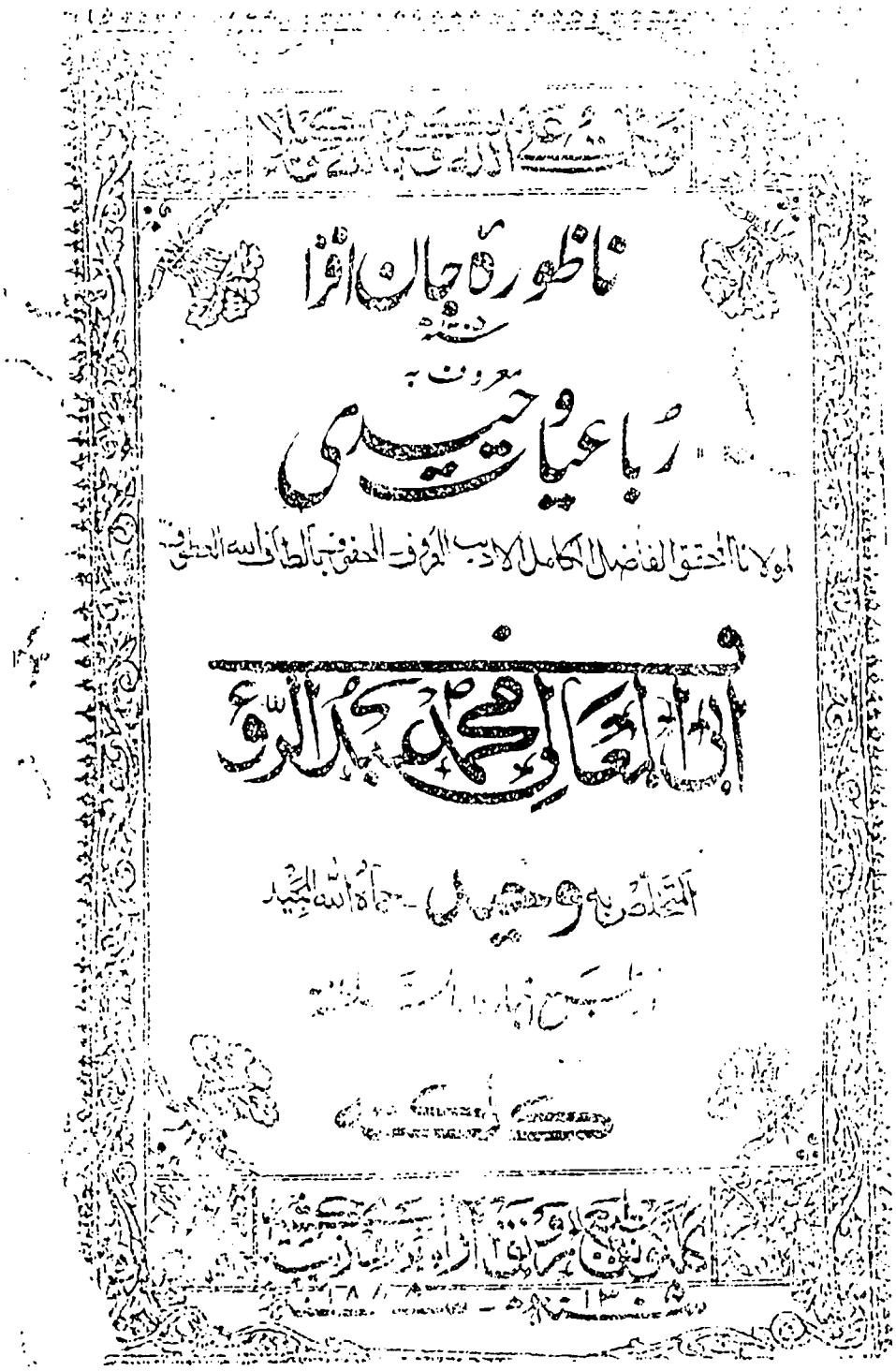

Dhaka University Institutional Repository

কবিতা রচনা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। ভাষা ও ছন্দ প্রকরণের ওপর অগাধ পান্ডিত্য না থাকলে তা রচনা করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, ভাষার ওপর পান্ডিত্যের সাথে ভাবের সঙ্গে আবেগ ও থাকতে হবে। মাওলানা আবদুর রউফ এসকল গুণে সমৃদ্ধ ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে শতাধিক রুবাই রচনা করা সম্ভব হয়। এ গ্রন্থে তাঁর রচিত ১২৭টি রুবাইয়াত রয়েছে। একাব্য গ্রন্থটি কলিকাতাস্থ দারুস সালতানাহ পত্রিকার প্রেস হতে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ সন ১৩০৫ হিঃ মোতাবেক ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ। এর সাথে অন্য লেখকদের আরও দু'টি পুস্তিকা যুক্ত রয়েছে। তাহল আইনুল উয়ূন, উর্দু অনুবাদ সুরুরুল মাখযূন- (নূরুন আ'লনুর নামে যা সুপ্রসিদ্ধ)। অন্যটি হল ইনশায়ে দিল আওয়েয। মূল গ্রন্থ রুবাইয়াত অংশের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১। এর একটি কপি ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে।

আরদুর রউফ নিজেই তাঁর রুবাইয়াত সমৃদ্ধ এগ্রন্থটির প্রকাশ তারিখ সম্পর্কে আরও একটি রুবাই রচনা করেছিলেন। তা হল ঃ

این گهرهائے تر چودانه اشك - سفت چون فكرت وحید حزین

سال نظمش سردرجان نزار - ناله وحید ازدل غمگین

১৩০৫

কবি মাহমুদ আযাদ এরুবাইয়াত গ্রন্থটি দেখে অবাক হয়ে পড়েন। অতঃপর এর প্রশংসা তিনি ৬টি রুবাই রচনা করেন। তা হল ঃ

درخیل سخن وران بودطاق وحید - مخلوق معانی اند وخلاق وحید

ازاد زگلدسته نظم رنگین - شد لخلخه سای مغز افاق وحید

سرچشمه فیض علی الاطلاق وحید - سرخیل سخنوران آفاق وحید

درکام دل زهر خشان غم دهر - بنهاده زنظم ونثر تریاق وحید

ای غازه کش غدار غدرای - مجنون طبیعت تولیلای سخن

ازعزت بوشه سرخامه تو - براوج سپهر هفتمین پای سخن

ای ملك توازروز ازل ملك كلام - وی كلك تو مالك رقاب اقلام

درجنب رباعیات جادوازات - تقویم كهن رباعیات خیام

چون فكر توخمطرزی الهام كند - شوخی شوخی زطبع تودام كند

هر حرف رباعیات رنگین تو حرف - درکار رباعیات خیام كند

Dhaka University Institutional Repository

قطعه تاریخ

کردین نسخه بدیع رقم - آن وحید سخن دریکتا

گفت آزاد بی کم وبی کاست - سالی ترتیب باغ روح فزا

১৩.০

আবদুল গফুর নাসসাখ ও কাব্যটির প্রকাশসন সম্পর্কে ফার্সী কবিতা লিখেছেন, সেগুলো হলো ঃ

ازوحید سخن سراه وحید - شدمرتب چودلکشانامه

پایئه علم وفضل اوارفع - درسخن خاصه اوست علامه

دردقائق شناس معنی - هست اونکته دان فهامه

فکر سبع بلند روشن او - نازش بالش جامه

فکر سالش چوکردم ای نساخ - باغ افکار زد رقم خامه (১)

দীওয়ানে ওহীদ

আবদুর রউফ ওহীদের কাব্য গ্রন্থ। প্রকৃত নাম ইনতেখাবে দীওয়ানে ওহীদ, প্রকাশকাল নির্দেশক নাম, জাওয়াহিরে মুনতাখাব, তবে দীওয়ানে ওহীদ নামেই সর্বত্র প্রসিদ্ধ। এতে ওহীদের রুবাইয়াত, মুখাম্মাসাত (পঞ্চপদী কবিতা)। গজলিয়াত ও অন্যান্য কবিতার বিরাট এক সমাহার রয়েছে। তাঁর রচিত সকল ধরনের কবিতাই এতে স্থান পেয়েছে। আবদুর রউফের প্রশংসা এবং তাঁর পূর্ব পুরুষ অনেকের প্রশংসা সম্বলিত অন্যদের অনেক কবিতাও রয়েছে। দীওয়ানের শুরুতেই রয়েছে দীবাচা নামে একটি ভূমিকা, এটি কার লেখা সে সম্পর্কে জানা যায়নি। এতে ওহীদ ও মাহমুদ আযাদের বহু প্রশংসা রয়েছে। ওহীদের সংক্ষিপ্ত জীবনির প্রতি ও আলোকপাত করা হয়। দীবাচার পর তালীকের দীবাচা নামে সংক্ষিপ্ত ভূমিকার নীচে মাহমুদ আযাদের নাম লিপিবদ্ধ আছে, এটুকু মাহমুদ আযাদের লিখিত ভূমিকা হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিধা নেই। স্বতন্ত্র নম্বরে এতে রয়েছে মোট ২০ পৃষ্ঠা। এরপরেই মূল দীওয়ানের যাত্রা শুরু। প্রথমেই ওহীদের গজলিয়াত- এতে মোট ২৫২ টি গজল, দীওয়ানের ১৭৭ পৃষ্ঠা তা বিস্তৃত। প্রতিটি গজলের অধীনে রয়েছে অনেক গুলো শে'র, এ শে'রের সংখ্যা আড়াই হাজারেরও বেশী। অতঃপর স্বতন্ত্র ক্রমিক নাম্বারে ২৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত রুবাইয়াত সাজানো রয়েছে। এরপর একই পৃষ্ঠা নম্বরে ২৭ পৃষ্ঠা হতে ৪২ পৃষ্ঠায় ভিন্ন জনের মুখাম্মাসাত, পরে রয়েছে ৪৩ পৃঃ হতে ৫৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তাকরীযাতে মানজূমা, একইভাবে ৫৭ পৃষ্ঠা হতে ৯২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কিতাআতে তারীখে ওয়াকাই'মুখতালাফ, ৯৩ পৃষ্ঠা হতে ১২৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত রয়েছে বিবিধ বিষয় (متفرقات), এরই

(১) নায়ূরায়ে জান আফযা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫-৩৮

Dhaka University Institutional Repository

ইনতেখাবে দীওয়ানে ওহীদ প্রচ্ছদ ছবি

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে দীওয়ানের ১ম অংশের সমাপ্তি ঘটে। দ্বিতীয় অংশের শুরুতে আবদুল মুনিম যাওকীর অত্যন্ত সুচিন্তিত একটি তাকরীয রয়েছে, স্বতন্ত্র নম্বরে তাকরীযটির পৃষ্ঠা সংখ্যা হল- ২৭। অতঃপর মরহুম ফয়েয আলী আসীর তালীকে তাকরীয-৩৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত, এর পর দ্বিতীয় তালীকে তাকরীয নামে ওহীদের পুত্র আওহাদের কবিতা সমূহ ৩৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত, অতঃপর ওহীদের ৯টি মুখাম্মাস ও গজলীয়াতে রেখতা ৪৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত, ৪৪ পৃষ্ঠা হইতে তৃতীয় তালীকে তাকরীয, ৫০ পৃষ্ঠা হতে আলী মোহাম্মাদ শাদের দীওয়ান সংক্রান্ত রুবাইয়াত সম্বলিত তাকরীয, ৬০ পৃষ্ঠা হতে ৭৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত খান বাহাদুর নাওয়াবজানের দীওয়ানে ওহীদ সংক্রান্ত তাকরীয, ৭৫ হতে আবদুর হাফীজ শাদানের কিত আয়ে তাকরীয ও তারিখ, এরই মাধ্যমে দীওয়ানের দ্বিতীয় অংশের সমাপ্তি। এরপর রয়েছে যামীমায়ে ইনতেখাবে দীওয়ানে ওহীদ। এতেও আরো ৮৭ পৃষ্ঠা সংযোযিত। এরই দ্বারা পূর্ণ দীওয়ানের সমাপ্তি ঘটে। এরও একটি কপি ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।(১)

তাঁর অন্যান্য রচনাবলী এখন ইতিহাসমাত্র। ঢাকা কলিকাতার অভিজাত লাইব্রেরী গুলোতে বহু খোঁজাখোঁজির পর এ সবের কোন হদিস পাওয়া যায়নি। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে তাঁর এমন একটি অনূদিত পুস্তিকার সন্ধান পাওয়া গেছে যা এ যাবত তাঁর রচনাবলীর তালিকায় কেউই উল্লেখ করেন নি। তা হল, মুসলমানানে বাঙ্গালা কী তা'লীম ও তারবিয়্যাত।

মুসলমানানে বাঙ্গালা কী তা'লীম ও তারবিয়্যাত

অনূদিত এ পুস্তিকাটি মাত্র ৩২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এর শুরুতে ইশতিহার নামক একটি মুখবন্ধ রয়েছে । পুস্তিকাটি সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু এতে তুলে ধরা হয়েছে সার সংক্ষেপ হল বাংলার মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণে যে ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে তা দেখে সাবেক গভর্ণর জেনারেল লর্ড মেয়ো হতাশা প্রকাশ করেন। ফলে ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জনগণ কে এ সম্পর্কে সতর্ক করে হুগলীর হাজী মুহাম্মদ মুহসিনের উইল কৃত সম্পত্তিকে কেবল মুসলমানদের শিক্ষা খাতে ব্যয় করার প্রতি জোর তাগিদ করেন। যাতে তারা স্বদেশীয় হিন্দু সমাজের সাথে সমানভাবে আইন, জরীপ ও সরকারী কাজে উন্নতি লাভে সক্ষম হয়।

ইতোমধ্যে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্ণর নওয়াব স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল বাহাদুর ও পূর্ব বাংলার যে সকল জেলায় মুসলমান সংখ্যাধিক্য সেখানে আরবী ফার্সীর শিক্ষক নিয়োগ করার উদ্যোগ নেন। অতঃপর লর্ড মেয়োর নির্দেশাবলী তার হস্তগত হলে হাজী মুহাম্মদ মুহসিনের অর্থ হুগলী কলেজে ব্যয় না করে মুসলমানদের মাদ্রাসা সমূহে এবং তাদের ইংরেজী শিক্ষার উন্নয়ন খাতে ব্যয় করার প্রস্তাব গ্রহন করেন। এতদ্বসংক্রান্ত প্রস্তাবনা অনুমোদনের জন্য লর্ড নর্থ ব্রুকের নিকট পেশ করা হলে তিনি তা অনুমোদন করে পঞ্চাশ হাজার টাকা বরাদ্দ দেন। হাজী মুহাম্মদ মুহসিনের উইলকৃত সম্পত্তি এবং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার সকল অর্থ মুসলিম শিক্ষাখাতে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর

(১) ডঃ উম্মে সালমা, মাসিক দানীশ, বিশেষ নিবন্ধ, ইসলামাবাদ, সেপ্টম্বর ১৯৯৩

Dhaka University Institutional Repository

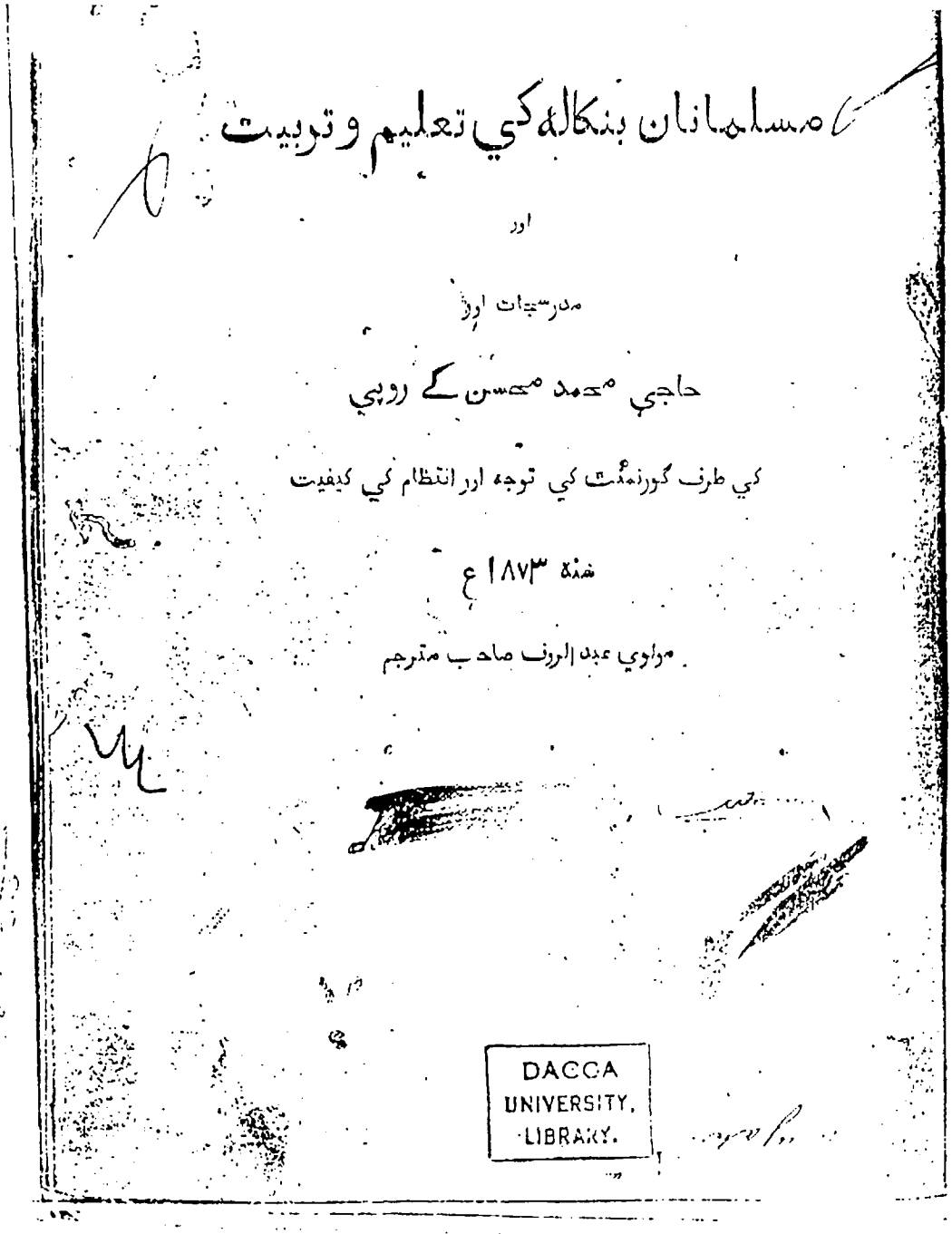

مسلمانان بنگالہ کي تعليم و تربيت

اور

مدرسجات اور

حاجي محمد محسن کے روپے

کي طرف گورنمنٹ کي توجہ اور انتظام کي کيفيت

سنہ ۱۸۷۳ ع

مولوي عبد الروف صاحب مترجم

DACCA
UNIVERSITY.
LIBRARY.

Dhaka University Institutional Repository

কলিকাতা ছাড়া ও হুগলী, ঢাকা, রামপুর, বোয়ালিয়া ও চট্টগ্রামে নতুন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর সাথে নিম্নোক্ত সুপারিশ ও গৃহীত হয়।

* এ মাদ্রাসা সমূহে আরবী,ফার্সী ও ফেকাহ শাস্ত্র পড়ানো হবে।

* প্রতিটি মাদ্রাসায় একটি করে আবাসিক ভবন থাকবে ছাত্ররা সেখানে একজন আদর্শ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বাস করবে।

* সাধারণ ছাত্ররা খোরাকী বাবত মাসিক তিন টাকা প্রদান করবে। কিন্তু দরিদ্র ছাত্ররা কোন প্রকার ফি ছাড়াই বাস করবে। তবে শর্ত হল তারা চরিত্রবান ও লেখা পড়ায় ভাল হতে হবে।

* হুগলী, ঢাকা, রামপুর, বোয়ালিয়া ও চট্টগ্রামের সরকারী মাদ্রাসা ও মক্তবের যে সকল তালিবুল ইলম চরিত্রবান হবে তাদের ভর্তি ফিসের দু'তৃতীয়াংশ মুহসিন ফান্ড থেকে দেয়া হবে।

* মুসলিম ছাত্রদেরকে প্রতি মাসে মুহসিন ফান্ড হতে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

* পূর্ব বাংলার নয়টি মুসলিম সংখ্যাধিক্য জেলায় বড় অংকের অনুদান প্রদান করা হবে যাতে মুসলিম ছেলেদের স্কুল ফিস আদায় করতে সহায়তা হয়।(১)

---

(১) আবদুর রউফ অনূদিত মুসলমানে বাঙ্গালা কী তালীম ও তারবিয়্যাত, ১৮৭৩ খ্রিঃ, পৃঃ ১-৫

Dhaka University Institutional Repository

দ্বাদশ অধ্যায়

দাম্পত্য জীবন ও সন্তান-সন্ততি

আবদুর রঊফ ওহীদের সাংসারিক জীবন সম্পর্কে অবহিত হওয়ার কোনই সুযোগ নেই। তিনি তাঁর সাহিত্য কর্মেই জীবন্ত আছেন। একজন মহান কবি, একজন আদর্শ শিক্ষক ও সর্বোপরি উর্ধ্বতন সরকারী একজন কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বিস্তারিত জীবনি সংরক্ষিত হয়নি একথা ভাবতেও অবাক লাগে। সফলতার এতগুলো সোপান যিনি মাড়িয়েছেন তাঁর বিস্তারিত জীবনি কোন না কোন স্থানে সংরক্ষিত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু তা হয়নি। কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির কেলোশীপ ড. আবদুস সুবহান ও এতে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

সুতরাং দাম্পত্য জীবন ও সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে তাঁর সাহিত্যে যা পাওয়া যায় তার আশ্রয় নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। দীওয়ান সূত্রে জানাযায় আবদুর রঊফ ওহীদের দুইজন সহধর্মিনী ছিলেন। তারা একই সময়কার নাকি একজনের বিয়োগান্তে অন্যজন ছিলেন, সে সম্পর্কে জানার কোনই অবকাশ নেই। তবে তারা তাঁর জীবিত থাকা অবস্থায় ইহধাম ত্যাগ করেন। আবদুর রঊফ তাঁর তিরোহিত স্ত্রীদের শোকে তারিখ নির্দেশক কবিতা রচনা করে গেছে।

প্রথমা স্ত্রী

তাঁর এ স্ত্রীর নামকি, তার সন্তানাদি কত জন ছিল, কত সালে তার বিয়ে হয় ইত্যাদির কোন তথ্য সংরক্ষিত নেই। তাঁর ইন্তিকাল হয় ১২৮৫ হিজরী সনে। তাঁর স্মরণে আবদুর রঊফের তারিখ নির্দেশক শোক গাঁথা হল।

همسرمن كرد رحلت زين سرا - جان من ناليد وشد محشر بپا

سال نقل اووحيد زارگفت - خانه بےجانانه شدزندان نما (১)

- ١٢٨٥ هـ

দ্বিতীয়া স্ত্রী

প্রথমা স্ত্রীর ন্যায় তাঁর এ স্ত্রীর সম্পর্কে ও কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। কেবল তার ইনতিকাল ও স্বামী ওহীদের শোক গাঁথা দীওয়ানে রয়েছে। ১২৯৬ হিঃ সনে তাঁর ইনতিকাল হয়। তিনি মৃত একটি মেয়ে সন্তান প্রসব করিবার পর মারা যান বলে পাওয়া যায়। তার স্মরণে ওহীদের তারিখ নির্দেশক শোক গাঁথা হল।

---

(১) কিতাআতে তারীখে ওয়াকাই মুখতালাফ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

دختر مرده زاده همسرمن - روی درچادر کفن به نهفت

جان زاروحید گریه کنان - گهرسال رحلت اوسفت

کردفکرے چو حسب حال او - دختر ے زاده جان بداد بگفت

-۱۲۹۶هـ

তার সম্পর্কিত আরও কবিতা হল ঃ

همسرمن کردرحلت زین سرا - خنجر غم سینه ام راکردشق

هر یکی ازاهل ماتم خانه ام - جان بلب شدوا دریغازین قلق

وقت مغرب درکفن پوشید روی - آفتابی رونهفت اندشفق

دیدچشمان وحید دلفگار - نور رحمت برمزارش صد طبق

سال رحلت زین سبب گفتم چنین - هر زمان بروی بود رحمت زحق (১)

- ۱۲۹٦ هـ

কবিতার ভাষা হতে বুঝা যায় তাঁর এ স্ত্রীর তিরোধানে তিনি প্রচণ্ড ভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন। হৃদয়ের চরম আকর্ষণ ছিল তাঁর প্রতি।

সন্তান সন্ততি

তাঁর সন্তান-সন্ততি ক'জন ছিল এবং তারা কারা; তাও জানা যায়নি। তবে তাঁর একজন স্বার্থক সন্তান ছিলেন উদীয়মান কবি ও সাহিত্যিক আবদুল ওয়াদূদ আওহাদ। ওহীদের জীবদ্দ শাতেই আওহাদ পরপারে পাড়ি জমান। অত্যন্ত সম্ভবনাময়ী এ সন্তানকে নিয়ে আবদুর রঊফের বিশাল স্বপ্ন ছিল। কিন্তু আওহাদের অকাল মৃত্যুতে তাঁর সকল আশা আকাংখা সম্পূর্ণ ধুলিস্যাত হয়ে যায়। আওহাদ মাত্র ত্রিশ বছর বয়সের যুবক ছিলেন। তবুও তিনি ইতিহাসের সোনালী পাতায় অমর রয়েছেন। আবদুল গফুর নাসসাখ, হাকীম হাবীবুর রহমান ও ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহর মত বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিরাও তাঁকে সুসাহিত্যিক বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে তারা তাঁর কথা নিজ নিজ গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ করেছেন। ১২৬৬ হিজরী মোতাবেক ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে আওহাদ কলিকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। এখানকার বিশ্ব বিশ্রুত মাদ্রাসা-ই-আলিয়া কলিকাতায় তিনি অধ্যয়ন করেন। তাঁর মেধাশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। আরবী, ফার্সী, উর্দু ও ইংরেজীতে তার প্রভূত দক্ষতা ছিল। কলিকাতার গভর্ণর জেনারেলের আইন পরিষদের তিনি তৃতীয় অনুবাদক হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ফার্সী ও উর্দু এ

(১) প্রাগুপ্ত, পৃঃ ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা দু'য়ে তিনি কাব্য চর্চা করতেন। কাব্যিক প্রতিভা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পিতা হতে আয়ত্ত করেন। তিনি অত্যন্ত সরল ও প্রাঞ্জল ভাষার কবি ছিলেন। (১)

আওহাদের একটি ফার্সী দীওয়ান বা কাব্য গ্রন্থ ছিল বলে পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্ণ অবয়বে এর অস্থিত্ব এখন আর পাওয়া যায় না। বিনষ্ট হয়ে গেছে বলে ধারনা করা হয়। যৎসামান্য পাওয়া গেছে তা তাঁর পিতার দীওয়ানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। দীওয়ানে ওহীদের শেষাংশের ৩৪ পৃষ্ঠা হতে ৪৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আওহাদের সে কবিতা গুলো দেখতে পাওয়া যায়।

আওহাদের রচিত একটি উর্দু দীওয়ান ও রয়েছে। যা দীওয়ানে আওহাদ নামে পরিচিত। এর একটি কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পুস্তাকালয়ে সংরক্ষিত আছে। মোট ৬৪ পৃষ্ঠার এ কপিটি ১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয়। কলিকাতার গাওসিয়া প্রেসের স্বত্তাধিকারী মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ এটি প্রকাশ করেন। এতে ৮৮ টি উর্দু গজল ও ৫টি রুবাইয়াত (চৌপদী) কবিতা রয়েছে। রুবাইয়াতগুলো হলো নিম্নরূপ ঃ

رباعی - ۱

کس سے ہوادا حمد خداوند قدیر - ہے حمد خداخارج حدتحریر

لے عرش سے تافرش ہے جتنی مخلوق - عاجز ہے یہان سبکی زبان تقریر

رباعی -۲

کیاشان حبیب کبریاصل علی - کیاشان رسول مجتبا صل علی

جب نام مبارك ہوزبانپر جاری - ہووردزبان صلِّ عَلَی صَلِّ عَلی

رباعی - ۳

ہین ال رسوال مقتد اصل علی - اصحاب نبی نجم ہدا صلِّ علَی

واجب ہي درودسب پہ بھیجواوحد - ہین سب یہ یمانے پیشواصلِّ علی

رباعی - ٤

کیاشاہ ولابت ہین علیِ اعلی - مصباح ہدابت ہین عَلِیّ اعلی

طالب ہے خداکاجوتوای سالك راہ - توتجکوکفایت ہین عَلِیّ اعلی

---

(১) আবদুল গফুর নাসসাখ, তাযকিরাতুল মুয়াসিরীন, প্রাগুপ্ত, পৃঃ ৪১

Dhaka University Institutional Repository

رباعی - ٥

هین قطب زمان حضرت غوث الثقلین - غوث دوجهان حضرت غوت الثقلتین
دریای حوارث هین حفاظت کیلئے - کشتی امان حضرت غوث الثقلین (১)

পর্যালোচনা

হাম্‌দ ও সালাত সংক্রান্ত রুবাইয়াতগুলো আন্তরিক ভাবে তাঁর মুমিন হওয়ার প্রমাণ সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর মৃত্যু শোকে মুহ্যমান ওহীদ নিম্নোক্ত শোকগাঁথা দ্বারা তাকে স্মরিয়ে রেখে গেছেন। এতে তার মৃত্যুর সনও নিহিত আছে।

داشت وحید حزین خوش پسرے جای جان -
خوش قد وخوشرو جوان خوش سخن وخوش بیان
ماهر علم وهنرصاحب فهم وخبر - جامع حسن سیر شاعر شیرین زبان
نوبر نوخاسته بل مه ناکاسته - باهنرآراسته سی ودوساله جوان
باخرد وبادب عبد ودودش لقب - اوحداعجازلب نکته وردنکته دان
آه زجورزمان یکبیك وناگهان - کردازین خاکدان روبریاض جنان
آه ازین بارغم گشت پدرپشت خم - چاك دل وچشم نم خاك بمفرق فشان
شدپدربے نوا درغم وهم مبتلا - بسته بدام بلاخسته بزخم سنان
گشت بماتم قرین بادل داغ حزین -
برسرخاکش ببین هست چوبسمل پتان
درغم لخت جگر اشك فشان چشم تر -
خویش وتبارش نگرمویه کن وموکنان
چون سن این رنج وغم باهمه درد والم -
گریه کنان خواستم ازدل صرف فغان
کفت دل پرمحن ازبزم شجن -
اوحدگویای من طوطی باغ جنان
- ١٢٩٧ +٢=١٢٩٩ هـ

(১) দীওয়ানে আওহাদ, গাউসিয়া প্রেস, কলিকাতা, ১৮৯১ খ্রিঃ, পৃঃ ৬১

Dhaka University Institutional Repository

ایضاً تاریخ دیگر

چوں پے فاتح ای جان حزین -

بسر تربت اوحد پوئی

سال رحلت بدعاو به بکا -

اوحدا داخل خلدی گوئی

- ۱۲۹۹ هـ

ایضاً تاریخ دیگر

عبد الودود اوحد خوشروی سخته گو -

جان وحید بودکه بوداو ستوده خو

سی ودوساله بود کزین گلخن فنا -

بس ناگهان بگلشن جاوید کردرو

دیدش پدر بجنت عدن وبزدندا -

جان پدر بجنت عدن است سال او (১)

- ۱۲۹۹ هـ

কুহীন

কাব্য সূত্রে জানা যায় ওহীদের কুহীন নামক একজন মেয়েও ছিল। আবদুর রঊফের জীবিতাবস্থায় মেয়েটি মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যুর তারিখ ৩রা রবীউস সানী ১৩০৫ হিঃ। ওহীদ নিম্নোক্ত শোক গাঁথা দ্বারা তাকে স্মরিয়ে রেখে গেছেন।

تابنده اختراء کهین دختر وحید -

زین خاکدان بروضه رضوان شده روان

ماه منیر بود وطلوعش بخلدشد -

رضوان زسال دادندا اختر جنان (২)

- ۱۳۰۵ هـ

(১) দীওয়ানে ওহীদ, কিতাআতে তারীখে ওয়াকাই 'মুখতাল ফ পৃঃ ৬৭

(২) প্রাগুক্ত.

Dhaka University Institutional Repository

ইনতেখাবে দীওয়ানে ওহীদের শেষ পৃষ্ঠার ছবি

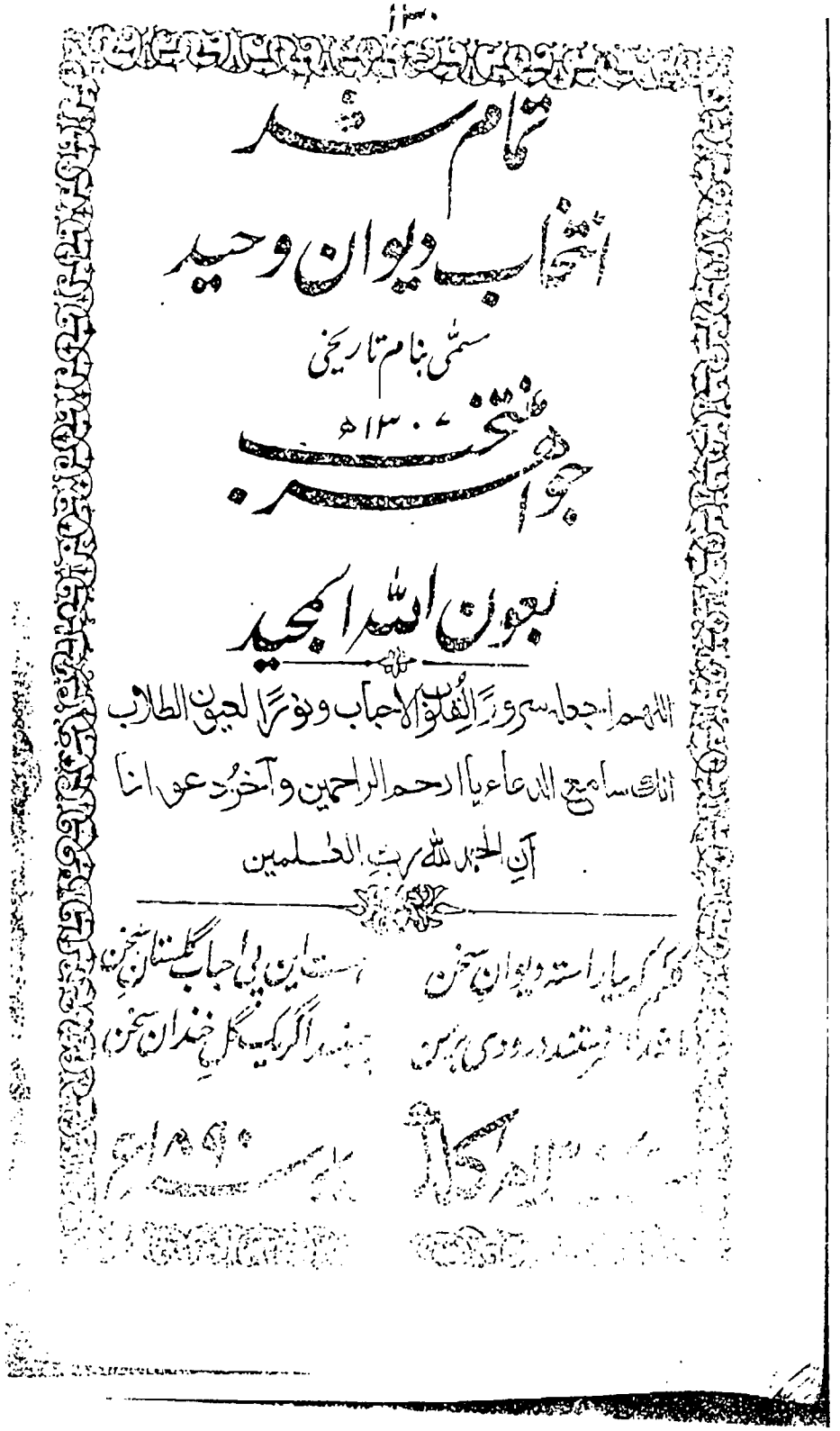

Dhaka University Institutional Repository

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ওহীদ সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীগণের মন্তব্য

তাঁর সমসাময়িক এবং পরোবর্তী কালে প্রসিদ্ধ কবি সাহিত্যিক, লেখক ও গবেষক প্রভৃতি মনীষীগনের বিভিন্ন উক্তিতে আবদূর রউফের প্রশংসা সম্বলিত বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। তাঁর সম্পর্কে এখানে বিদগ্ধ ক'জন কবি-সাহিত্যিক ও বিদ্বান ব্যক্তির দৃষ্টি ভঙ্গি তুলে ধরা হল।

খান বাহাদুর আবদুল গফুর নাস্‌সাখ

বিদগ্ধ ফার্সী কবি ও বিশিষ্ট জীবন চরিতকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট আবদুল গফুর নাস্‌সাখ আবদুর রউফের কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তিনি তাকে সর্বশেষ উচ্চাঙ্গের কবি, পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব আখ্যা দিয়েছেন। এমন কি তিনি বিখ্যাত আরবী কবি লাবীদ (রা) ও ফারাযদাক এর সাথে তাঁকে তুলনা করার প্রয়াস পান। তাঁকে তাঁদের ঈর্ষার পাত্র মনে করেন।

তাঁর হুবহু অভিব্যক্তিটি হল এরূপ ঃ

چکیده خامه بلاغت ختامه عروج بخت خیال فروع طلائع کمال رشك

فرزدق ولبید جناب مولوی عبد الرؤف (১)

শেষ কথাটি আসলে অত্যুক্তি বৈকি? কবিরা যে অনেক সময় অতিরঞ্জিত কথা বলে থাকে, এখানে তারই প্রমাণ পাওয়া গেল। কারণ লাবীদ (রা) একজন সাহাবী ও আরবী কবি। কুরআন নাযিল হবার পর তিনি কাব্য চর্চা ছেড়ে দেন আর ফারাযদাক একজন জগদ্বিখ্যাত আরব কবি ও আরবী ব্যাকরন বিদ। অথচ আবদুর রউফ ছিলেন একজন ফার্সী জগতের কবি। ফার্সীভাষা ছাড়া অন্যকোন ভাষায় তাঁর কাব্য চর্চার কোন প্রমাণ নেই।

মাহমুদ আযাদ

পূর্ব বঙ্গের কবি সম্রাট হিসেবে খ্যাত ছিলেন মাহমুদ আযাদ। আবদুর রউফ কে সব লেখাতেই তিনি আমার সেব্যমান, মান্যবর (مخدومی) বলে অভিহিত করেছেন। আবার কোন সময় খ্যাতিমান লোকদের মাথার মুকুট বলে ও আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর রুবাইয়াত কে ওমর খৈয়্যামের রুবাইয়াতের পারিপার্শ্বিক বলেছেন। এমন কি তাঁকে খৈয়্যামের পূর্ণতা দান কারী অভিধায় অভিহিত করেছেন। কাব্যে তাঁর প্রশংসা ছিল এরূপ ঃ

ای ملك تواز روز ازل ملك كلام - وی كلك تومالك رقاب اقلام

درجنب رباعیات جادو اثرے - تقویم كهن رباعیات خیام

(১) নাসসাখ, আরমুগানী, প্রকাশ ১৩০২ হিঃ পৃঃ ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

چوطبع تو همطرزی الهام کند - شوخی شوخی زطبع تودام کند

هر حرف رباعیات رنگین توحرف - درکار رباعیات خیام کند (১)

উবায়দুল্লা উবায়দী

উবায়দুল্লাহ উবায়দী ছিলেন ঢাকার এক কবি রত্ন। তাঁর মতে আবদুর রউফ যুগের অতুলনীয় মনীষী ছিলেন। তাঁর লেখনী ছিল অতি ক্ষুরধার। তিনি ছিলেন সৃজনশীল কবি ও হৃদয়গ্রাহী ছড়াকার।এমন কথা শিল্পী ছিলেন যার শৈল্পিক বাচন ভঙ্গির আকর্ষণে শ্রোতার অন্তর জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। উবায়দী তাঁর রচিত নাহভে ওহীদী কে ফার্সী ভাষার অভূতপূর্ব একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ বলে মনে করতেন। গ্রন্থটির প্রকাশনা উৎসবের তারিখ কে উবায়দী কবিতা রচনার মাধ্যমে সংরক্ষণ করেছেন। ওহীদ ও নাহভে ওহীদী সম্পর্কে উবায়দী যে কবিতা রচনা করেন তা হল।

آن فاضل یگانه بوالفضل این زمانه -

کورابفضل ودانش دردهر نیست همتا

آن کودری زبان راازپاکی بیانش -

واوست آب تازه رنگ دگر بهارا

درفن نظم وانشاپه چو اودبیری -

درعلم شعر املا خه خه ادیب دانا

هندوستان شد انیك چوں خطر صفاهان -

از چه زشسته نظمش وزگفته های شیوا

زآب حیات آمه کاردزنوك خامه -

اسم سخنوری راکردست بازاحیا

درنظم چون به بینی همتای میر شروان -

در نثرچون بجوئی فیضی دهریکتا

تقریراو چه آمد نوشابه معل -

تحریراوچه باشد شیرین شکر مصفا

---

(১) আযাদ, দীওয়ানে আযাদ, প্রকাশ ১৩০ হিঃ পৃঃ ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

شیرینی کلامش آب ازدهن برآرد -

پاکیزگی لفظش جان راکند توانا

صرف کلام بابش درمجمع ادبیان -

من جرعة السلافه اشهی لهم واحلی

ازحلم وازوقارش حرفی چه سخته رانم -

بالحلم قدتقمص بالمجد قدتقبی

یعنی وحید اوحد اوستادسخته گویان-

کورا همال نبوددرنظم وشعرونشا

درنحوفارسی نك تصنیف بوالعجب کرد-

هر حرف عنبرینش مشکینه جور حورا

تاریخ سال ختمش پرسیدم ازحکیمی -

نحوالوحید بادا مغنی الادیب گفتا (১)

মাওলানা আবদুল মুনিম যাওকী

মাওলানা আবদুল মুনিম যাওকী ছিলেন আরবী ফার্সী ও উর্দু ভাষার একজন কবি ও উচ্চতর শিক্ষাবিদ। ঢাকা ও চট্টগ্রাম কলেজদ্বয়ে অধ্যাপনায় তিনি নিয়োজিত হয়েছিলেন। ঢাকা ও কলিকাতা মুহসিনিয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ পদে ও তিনি সমাসীন হয়েছিলেন। দীওয়ানে ওহীদের প্রথম তাকরীযটি তাঁরই লেখা। তিনি কবি আবদুর রঊফ ওহীদের একনিষ্ট ভক্ত ছিলেন। ওহীদকে তিনি সকল বিদ্যায় পারদর্শী একজন যাদুকর কবি শিল্পী বলে মনে করতেন। কাব্যিক ছন্দে আবদুর রঊফ সম্পর্কে তিনি বলেন।

آن باسلوب ادا سحر بیانی آموز - آن بانداز بیان نسخه اعجازنگار

آنکه زانوی ادب پیش بیانش ناظم - سرتسلیم به پهلوے کمالش نثار

آنکه بافطنت طبعش بجمود است طباع - آنکه باجودت فکرش برکات افشار

آن وحید فن انشاکه بدورقلمش - وصف انشای عطارو شمرد ناطقة عار (২)

---

(১) উবায়দুল্লাহ উবায়দী, দীওয়ানে উবায়দী (ফার্সী), কলকাতা, ১৩৫৮ হিঃ পৃঃ ১৭৮

(২) তাকরীযাতে দীওয়ানে ওহীদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৩

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রেমিক,বহুভাষাবিদ ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট গবেষক ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ মাওলানা আবদুর রউফ ওহীদের বৈচিত্রময় অবদান সম্পর্কে তাঁর রচিত অনেক গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। ভারত বর্ষের তৎকালীন রাজনীতি সমাজ ও ইত্যাদি সম্পর্কিত তাঁর কোন আলোচনা হতে আবদুর রউফ ওহীদ বাদ যান নি। সমাজনীতি, সাহিত্য সংস্কৃতি ইত্যাদি অঙ্গনের যেখানেই তাঁর বিচরণ ঘটেছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। এমনকি 'পশ্চিম বঙ্গে ফার্সী সাহিত্য' নামক মূল্যবান গ্রন্থটি ও তিনি তাঁর নামে উৎসর্গ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে তিনি বলেনঃ "বাংলার প্রখ্যাত ফার্সী কবি ও সাংবাদিক মাওলানা আবদুর রউফ ওহীদকে"। ওহীদ সম্পর্কে তাঁর অতি চিন্তিত অভিমত হলঃ "তিনি গতানুগতিক সাহিত্য সৃষ্টির কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর কর্ম জীবনের আদর্শের সংগে সাহিত্য জীবনের কোন মিল ছিল না। কর্ম জীবনে তিনি যে ভাবে দেশ ও জাতির জন্য চিন্তা-ভাবনা করে ছিলেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে তা ফুটে ওঠেনি। তবুও বলতে হয় যে, সমাজ জীবনে যেমন তার একটি ভাব মূর্তি ছিল, গতানুগতিক সাহিত্যে ও তাঁর তেমনি বিশেষ একটি স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান ছিল। কর্মজীবন ও সাহিত্য জীবনে তিনি পাজ্জনের ভিড়ে হারিয়ে যাবার মত ছিলেন না।"(১)

ডঃ উম্মে সালমা

অধ্যাপিকা উম্মে সালমা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সী বিভাগের একজন প্রবীন শিক্ষিকা। উর্দু, ফার্সী ও ইংরেজী ভাষাত্রয়ে তাঁর পান্ডিত্য রয়েছে। মাওলানা আবদুর রউফ ওহীদ সম্পর্কে ইংরেজী ভাষায় তাঁর একটি প্রবন্ধ রয়েছে। পাকিস্তানের ইসলামাবাদস্থ ইরানী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের অধীন 'দানীশ' নামক ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। প্রকাশকাল ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস। প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল "A Persion Scholar of Bengal Abul Maali Abdur Rauf Wahid" এতে ডঃ উম্মে সালমা তাঁকে ফার্সী ভাষার একজন পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন।(২)

"He Was a Persion writer of ninteenth centuri Bengal. Beside he was also a politician. He established the first All- India political Organisation for the muslims in Calcutta. He also contributed a lot to the advancement of journalism at that time".

---

(১) পশ্চিম বঙ্গে ফার্সী সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯

(২) দানীশ, ইসলামাবাদ, সেপ্টেম্বর- ১৯৯৩

Dhaka University Institutional Repository

যামীমায়ে ইনতেখাবে দীওয়ানে ওহীদের প্রচ্ছদ ছবি

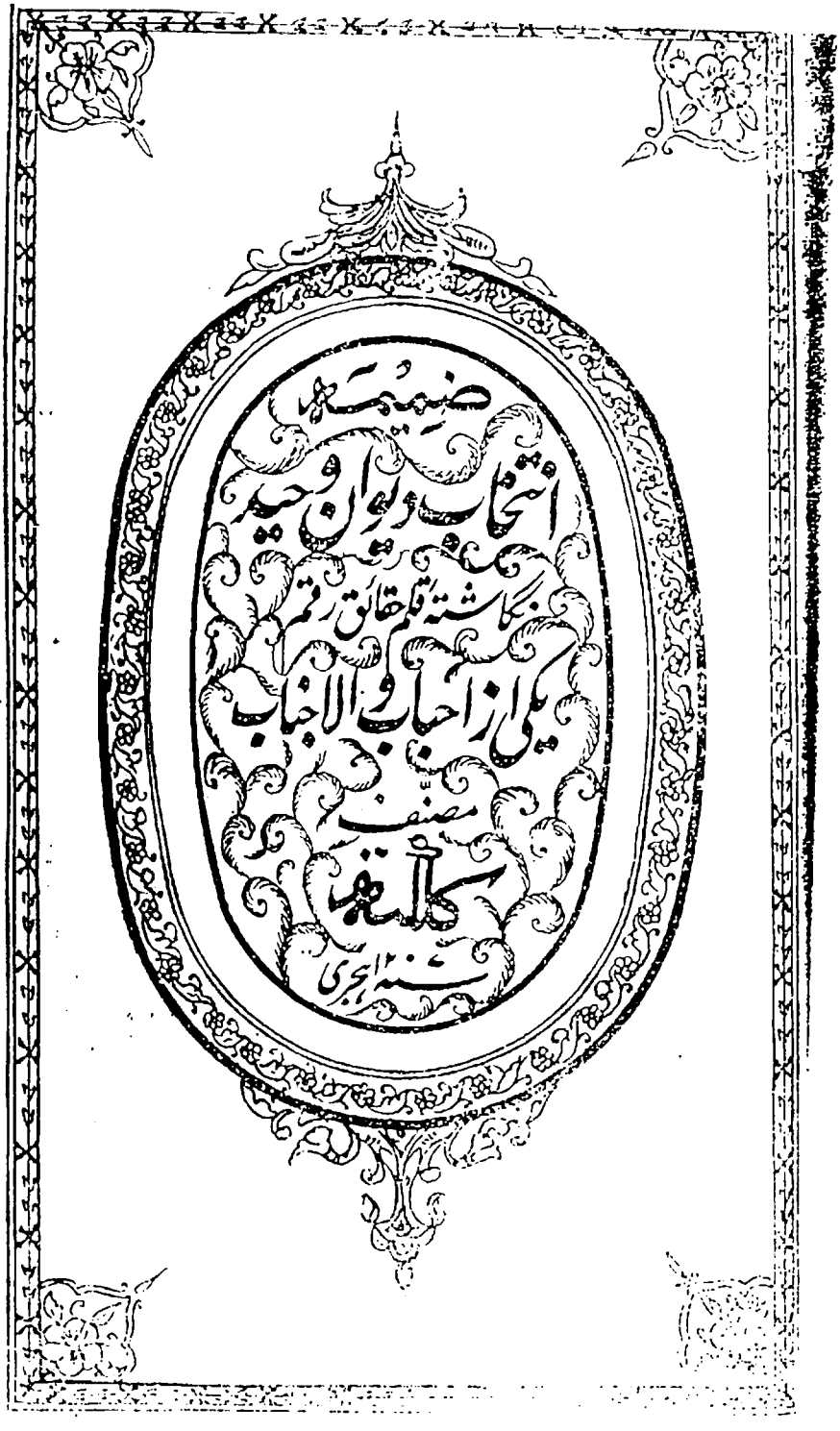

Dhaka University Institutional Repository

চর্তুদশ অধ্যায়

তাঁর সাহিত্য কর্মের ধারা

আবদুর রউফ ওহীদের সাহিত্য কর্ম মোটামোটি ফার্সী ভাষায় সীমাবদ্ধ ছিল। ফার্সী সাহিত্যাঙ্গনে বিভিন্ন ধারায় তাঁর অংশ গ্রহণের প্রমাণ কিছুটা থাকলেও কবিতা ও গজলে তাঁ সাহিত্য ফুটে উঠেছে। ঠিক যেমন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অবস্থা। প্রবন্ধ, নাটক, গল্পেও তাঁর অংশ গ্রহণের প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কবি ও গায়ক হিসেবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের অংশ গ্রহণের জোরালো প্রমাণ রয়েছে, তবুও বিশ্বে তিনি কবি হিসেবে পরিচিত। অনুবাদ সাহিত্য অনূদিত তাঁর দু'টি গ্রন্থ রয়েছে। একটি গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় আর অপরটি উর্দু ভাষায়। ফার্সী অনূদিত গ্রন্থ হল 'তাওরীখে বাঙ্গালা'। মূল গ্রন্থটি ছিল ইংরিজ ভাষায়। আবদুর রউফ নতুন আঙ্গিকে ফার্সী ভাষায় তা ভাষান্তর করেন। এ ছাড়া ব্রিটিশ শাসনামলে শিক্ষা-দীক্ষায় মুসলমানদের অনগ্রসরতা কাটিয়ে উঠা সম্পর্কিত ইংরেজ শাসকদের হুকুমনামাকে তিনি উর্দু ভাষায় অনুবাদ করে একটি পুস্তিকার রূপদান করেন। এটির নাম ছিল 'মুসলমানানে বাঙ্গালাকি তা'লীম ও তারবিয়াত'। এ পুস্তিকাটি ছাড়া উর্দু ভাষায় তার অন্য কোন রচনা আছে বলে আমার জানা নেই।

গদ্য রচনা

গদ্য সাহিত্যাঙ্গনে প্রবন্ধ রচনা ও বিভিন্ন সেমিনারে তা পাঠ করা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য রয়েছে। একজন দক্ষ প্রাবন্ধিক বলে তার খ্যাতি রয়েছে। আনজুমানে ইসলামী ও মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির বিভিন্ন সেমিনারে তিনি ফার্সী ভাষায় স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। তাহরীরাতে ওহীদী নামে তার ভাষণ সমূহের একটি সংকলনও বের হয়। কিন্তু এখন তা সম্পূর্ণ দুর্লভ। আনজুমানে ইসলামীর গঠনতন্ত্র প্রণয়ন সাব কমিটির অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি মাওলানা মাজহারকে নিয়ে গঠনতন্ত্র সম্পর্কিত নিবন্ধ তৈরি করেন তা সর্ব সম্মতভাবে গৃহীত হয়। উর্দু ভাষাও তিনি খুব ভালই জানতেন। তবে ছোট্ট একটি অনুবাদ ছাড়া উর্দুতে কোন গদ্য ও পদ্য রচনার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

সমকালীনদের মাঝে তাঁর সাহিত্যের প্রভাব

সে কাল ছিল ফার্সী ও উর্দু সাহিত্য কাব্য চর্চার যুগ। ওহীদ যুগের তালে হারিয়ে যাননি। বরং শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। সময়কালীন কবি উবায়দী, মাহমূদ আযাদ, আবদুল গফুর নাসসাখ প্রমূখ ছন্দাকারে তাঁর কাব্য প্রতিভার প্রশংসায় করেছেন। কেউ কেউ তো তাঁকে ওমর খৈয়্যামের শূণ্যস্থান পূর্ণকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। অবশ্য একথাটি অত্যুক্তি তবে যে অনেকটা খৈয়্যামের রুবাইয়াতের ধারা অনুসরণ করে আবদুর রউফ রুবাইয়াত রচনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতার ধরণ

তাঁর ফার্সী কবিতার মাঝে প্রচুর আরবী শব্দের ব্যবহার রয়েছে। ফরীদুদ্দীন আত্তার ও তাঁর কবিতায় মাঝে মধ্যে আরবী শব্দ প্রয়োগ করতেন কিন্তু আবদুর রউফ সবাইকে এক্ষেত্রে হারিয়ে দিয়েছেন বলে আমার ধারনা। তাঁর সাথে ও আবদুর রউফের সাদৃশ্য কিছুটা রয়েছে।

গজল

ফার্সী গজল রচনায় আবদুর রউফের তুলনা হয়না। অন্য কোন কবি এত বিপুল পরিমাণে গজল রচনা করেছেন কিনা আমার জানা নেই। বর্ণমালা 'আলিফ' থেকে নিয়ে 'ইয়া' পর্যন্ত শেষাক্ষরের সাথে ছন্দ মিলিয়ে তিনি যে গজল রচনা করেছেন, তার সংখ্যা আড়াই হাজারেরও বেশী। আবজাদমানের কবিতা রচনা অক্ষরের মান নির্ণয় করে কবিতা রচনা ছিলা তখনকার কবিতা প্রচলিত রীতি। এব্যাপারে আবদুর রউফ অত্যন্ত সফতলতার পরিচয় দিয়েছেন। কবিতা আকারে কিংবা গদ্যাকারে ব্যক্তি বিশেষ গুরুজন, সুধীজন, জাতীয় নায়ক ও বন্ধু বান্ধবদের জন্ম, মৃত্যু, এছাড়া অতীত ও বর্তমানের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর তারিখ বর্ণনায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত পাকা। সমসাময়িকরা ও এ ধরনের কবিতা লিখেছেন কিন্তু তাঁর তুলনায় তা নেহাৎ কম।

মাওলানা ওহীদ যে সময় কাব্য চেষ্টায় খ্যাতি অর্জন করে চলেছিলেন, তখন উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ খান, মাওলানা হালী, মাওলানা শিবলী প্রমূখরা নিজ নিজ সাহিত্যে জাতির গৌরবময় অতীত এবং জগৎ ও জীবনের ছবি ফুটিয়ে তোলার কাজে ব্যাপক ছিলেন। অথচ মাওলানা ওহীদকে এখনও গতানুগতিক সাহিত্য সৃষ্টি করতে দেখাযায়। কর্মজীবনে তিনি স্বদেশও স্বজাতির কল্যাণে যেভাবে নিবেদিত ছিলেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে এমন কিছু দেখা যায়নি। কাব্য রচনায় তাঁকে গতানুগতিক ধারাতেই ফিরে যেতে দেখা যায়। কর্ম জীবনের আদর্শের সঙ্গে তার জীবনের কোন মিল খোঁজ পাওয়া যায় না, তবুও বলতে হয় যে, সমাজ জীবনে যেমন তাঁর একটি ভাবমূর্তি ছিল, গতানুগতিক সাহিত্যও তাঁর তেমনি বিশেষ একটি স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান ছিল।(১)

সমসাময়িক সাহিত্যাঙ্গনে তাঁর অবস্থান

তৎকালে কাব্যাঙ্গনে দু'টি শিবিরের উত্থান ছিল। একটি ছিল দিল্লী কেন্দ্রীক আর অপরটি গড়ে ওঠেছিল লখনৌর কবিদের ঘিরে। দিল্লীর কবিদের কাব্যে দার্শনিক ভাবধারা ও চিন্তামূলক কথা স্থান পেত। বাহ্যিক সুন্দরতা ও অঙ্গ সজ্জা মূখ্য উদ্দেশ্য হতনা। দার্শনিকতা বজায় রেখে সৌন্দর্যতা ফুটানো সম্ভব হলে তো ভাল, অন্যথায় দার্শনিকতা রক্ষা রেখেই বাক্য রচনা ছিল তাদের ধর্ম। অপর দিগে লখনৌর কাব্য ধারায় মূল লক্ষ্য ছিল অঙ্গসজ্জা, ছন্দের মনি মুক্তায় ফুটিয়ে তোলা ও হৃদয় গ্রাহী শ্রুতি মাধুর্যতা দিয়ে ভরপুর করা। কোন দর্শন এতে ফুটে ওঠুক আর না ওঠুক এধারায় এর কোন তোয়াক্কা করা

(১) ডঃ আবদুল্লাহ বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য পৃঃ ৩৪৪

Dhaka University Institutional Repository

হতনা।

আবদুর রঊফ ওহীদ কোন ধারা অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছেন সে ইঙ্গিত তিনি তাঁর কোন সাহিত্য কর্মে প্রকাশ করেন নি। তবে তাঁর সার্বিক বাক্য বিশ্লেষন করলে তাতে তেমন দর্শন বা জীবন ও জগতের বিভিন্ন দিগ নিয়ে চিন্তা মূলক কিছু পাওয়া যায় না। কোথাও কোথাও ছিটে ফোঁটা দুএকটা চিন্তা মূলক কথা পরিলক্ষিত হলেও তা আঙ্গিক সৌন্দর্য্য বাক্যালংকারের চাপে দৃশ্যত পিষ্ঠ হয়ে গেছে। সেই বিচারে আবদুর রঊফ ওহীদকে লখনৌ শিবিরের কবিদের কাতার ভুক্ত বলেই মনে হয়। বাংলার অপর শ্রেষ্ঠ কবি খান বাহাদুর আবদুল গফুর নাসসাখ ও লখনৌ কবিদের বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর হলেও পরিণতিতে তিনিও এই একই শিবিরের কবি ছিলেন বলে ডঃ আবদুল্লাহ অভিমত প্রকাশ করেছেন। (১)

একটি সমালোচনা

আবদুর রঊফ একজন ফার্সী কবি ছিলেন। যুগোত্তীর্ণ একজন সাহিত্যিক ছিলেন এতে কোন দ্বিধা নেই। তাঁকে নিয়ে আমাদের গর্বের কোন শেষ নাই। নিঃসন্দেহে তিনি বাংলার গৌরব। তার এক সহকর্মী ছিলেন মৌলভী সাঈদুদ্দীন আহমদ নাতিক। তাঁকে বাংলার অবিসংবাদিত কবি, গৌরবের পাত্র বলে তিনি তাঁর কবিতায় আখ্যায়িত করেছেন। কবিতাগুলো হল

آن وحید زمان یگانه دهر - مائیه فخر وناز بنگاله
درمجال سباق اهل سخن - فارس یکه تاز بنگاله
ناز شاگردیش کنند بجا - جمع اهل نیاز بنگاله
طرفه دیوان نظم املاکرد - مظهر سوز وساز بنگاله
وه چه دیوان که درریاض سخن - نخلئه سرفراز بنگاله
ازکلام فصیح ونظم بلیغ - زیب وزین وطراز بنگاله
گفت تاریخ ناطق ازدل ذوق - نغمئه دلنواز بنگاله (২)

(١٣٠٧= ٦ + ١٣٠١)

কিন্তু বাংলার গৌরব হওয়া সত্বে ও মাতৃভাষায় তাঁর কোন সাহিত্য চর্চার কোন প্রমান নেই। একটি কলম ও বাংলাতে লেখেছেন বলে আমার অন্তত জানা নেই।

---

(১) বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য, প্রাগুপ্ত, পৃঃ ৩৪৪
(২) দীওয়ানে ওহীদ দ্বিতীয়াংশ, পৃঃ ৭৯

Dhaka University Institutional Repository

নাহভে ওহীদীর শেষ পৃষ্ঠার ছবি

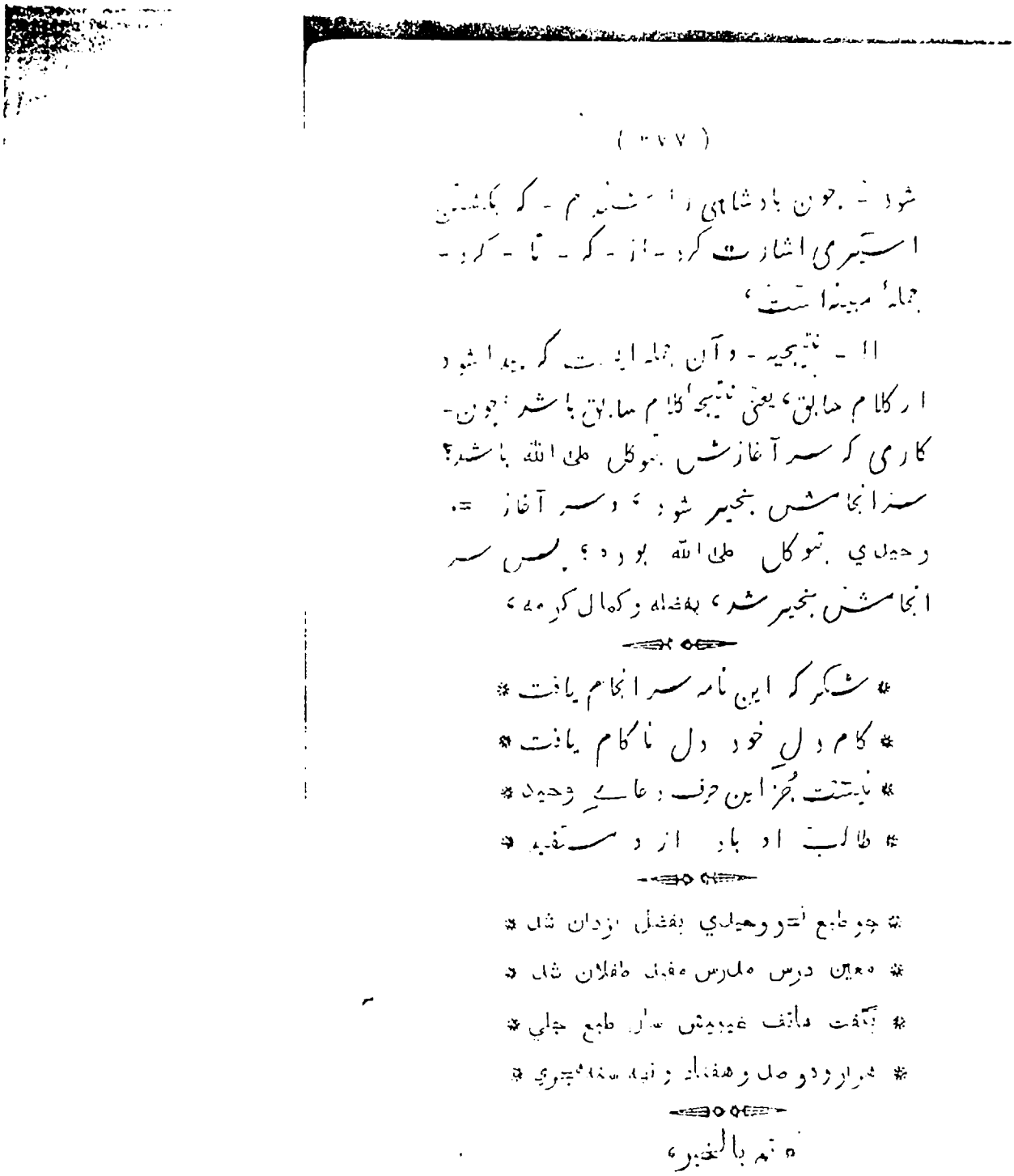

(۲۷۷)

شود. چون پادشاهی را [illegible] که [illegible]
استیری اشارت کرده از که تا کرده
جملهٔ مبینه است،

۱۱ - نتیجیه - و آن جمله ایست که پیدا شود از کلام سابق، یعنی نتیجهٔ کلام سابق باشد؛ چون - کاری که سر آغازش توکل علی الله باشد؛ سرانجامش بخیر شود؛ و سر آغاز نحو وحیدی توکل علی الله بود؛ پس سر انجامش بخیر شد، بفضله و کماله کرمه،

* شکر که این نامه سر انجام یافت *
* کام دل خود دل ناکام یافت *
* نیست بجز این حرف دعای وحید *
* طالب او باد از و مستفید *

* چو طبع نحو وحیدی بفضل یزدان شد *
* معین درس مدرس مفید طفلان شد *
* بگفت هاتف غیبش سال طبع جلی *
* هزار و دو صد و هفتاد و نه سنهٔ هجری *

تم بالخیر

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চদশ অধ্যায়

ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর স্থান

ফার্সী, আরবী, উর্দু ও ইংরেজী এভাষা চতুষ্টয় আবদুর রউফ ভালভাবে জানতেন। তবে ফার্সী ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল ঈর্ষনীয়। ফার্সীর সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল নিবিড়। এভাষাকে কেন্দ্র করেই তিনি খ্যাতি ও সাফল্যের শীর্ষ চূড়ায় অবগাহন করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতা, বিবৃতি, প্রবন্ধ পাঠ, সন্দর্ভ রচনা ও সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান মাধ্যম ছিল ফার্সী ভাষা। ফার্সীর প্রতি তাঁর এ আসক্তির মূলে রয়েছে দু'টি কারণ।

প্রথমতঃ ফার্সী ভাষা তুলনামূলক কঠিন হলেও তা খুবই মনোমুগ্ধকর। যে কেউ এর গভীরে চলে যেতে পারলে এটিই তার প্রাণের ভাষায় পরিণত হয়। এছাড়া এভাষায় কাব্য চর্চার কতিপয় ধাপ রয়েছে, যেমন শে'র, গজল, মাসনাবী, রুবাইয়াত, খুমাসিয়াত ইত্যাদি। এগুলো ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের কবিত। সমভাবে অন্যান্য ভাষায় পারদর্শী হলেও রকমারী স্বাদের এভাষায় কাব্য চর্চার জন্য সুধী মহলের নজর কাড়ে।

দ্বিতীয়তঃ তাঁর আমলে এদেশের প্রভাবশালী ভাষা ছিল ফার্সী। তাঁর জন্মের পর পাঁচ বছর অর্থাৎ ১৮৩৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ফার্সী ছিল এদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা। অফিস আদালত সবকিছুই এ ভাষায় চলত। এর একটি সুদূর প্রসারী প্রভাব তো তাঁর ওপরে অবশ্যই পড়কে । তাঁর কালে বঙ্গে জমজমাট ফার্সীর চর্চা ছিল। ফলে সমসাময়িক কবিরা নিজ নিজ কবিতায় একে অপরের প্রসঙ্গ আলোচনা করতেন।

তাঁর কালে উভয় বঙ্গে ফার্সী ভাষার তিনি ছিলেন কবি সম্রাট। মূলত ফার্সী সাহিত্যের কবিতাঙ্গনেই তার দীপ্ত পদচারণা ছিল। এ ভাষায় সংবাদ চর্চা প্রবন্ধ পাঠ ও প্রতিবেদন তৈরিতে ও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সাপ্তাহিক দূরবীন ও উর্দু গাইডের সম্পাদনই তার বড় প্রমাণ। এছাড়া তিনি ফার্সী ভাষার একজন আদর্শ শিক্ষক ও অনুপম ব্যাকরণ বিদও ছিলেন। ফার্সী ভাষার সমস্যা গুলোকে চিহ্নিত করে একে দু'ভাগে বিভক্ত করে স্বতন্ত্র দু'টি রূপ দানের মাধ্যমে ব্যাকরণ রচনার ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রজ অন্য কেউ ছিল বলে মনে হয়না। একটি অংশে (Etimology) শব্দ প্রকরণ নিয়ে আলোচনা করে এর নাম দেন সারফ আর অপর অংশে এ ভাষার পদবিন্যাস (Syntex) সংক্রান্ত নিয়ে আলোচনা করে এর নাম দেন নাহভ। কোন ভাষার ব্যাকরণের সমস্যাদি সম্পর্কে সুক্ষাতিসুক্ষ ভাবে বিচার বিশ্লেষনের অতল তলে কেউ যেতে পারলে কেবল তার জন্যই স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টির সুযোগ থাকে। এক কথায় ফার্সী ভাষায় তাঁর স্থান হল, একজন শ্রেষ্ঠ কবির, পাকা প্রাবন্ধিকের ও পটু ব্যাকরণ বিদের।

Dhaka University Institutional Repository

ষোড়শ অধ্যায়

সাহিত্য কর্মের কিছু নমুনা

রুবাইয়াত ও গজলিয়াতে আবদুর রউফ চির ভাস্বর হয়ে থাকবেন। কবিতার এ দু'টি অধ্যায়ে সমসাময়িক কেউই তাঁর সমকক্ষতো নয়ই ধারে কাছেও নয়। এতগুলো রুবাইয়াত ইতিহাস খ্যাত ওমর খৈয়্যামের ছিল কিনা, সে সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। তাঁর সাহিত্য কর্মের নমুনা স্বরূপ এখানে তাঁর রুবাইয়াতগুলো তুলে ধরা হল। এগুলোর ভাবানুবাদ ও করা হল। যথাযথ মর্ম উপলব্ধির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে। শতভাগ সফল হয়েছে বলে দাবি করিনা। কারণ আরবীতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে-

صاحب البيت ادرى بما فيه

অর্থাৎ গৃহ কর্তাই নিজ ঘরের সরঞ্জামাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত থাকে। তবে শান্তনা এতটুকু চেষ্টার কমতি করি নাই।

সুধী মহলে অনুবাদের ক্ষেত্রে অসঙ্গতি মনে হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার সবিনয় অনুরোধ রইল। অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তিকে স্বস্থানের অর্থ উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে যাতে কবিতার স্বকীয়তা বজায় থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

রুবাইয়াতে ওহীদী

حمد

আল্লাহর প্রশংসা

আল্লাহর প্রশংসা সম্বলিত মোট ৫টি রুবাই রয়েছে। প্রথম রুবাইতে প্রত্যক্ষভাবে হামদ আর বাকী ৪টিতে আল্লাহর অপূর্ব মহিমার গুণকীর্ত্তন করার মাধ্যমে পরোক্ষ ভাবে হামদ অতি সুন্দর রূপে ফুটে ওঠেছে।

رباعی- ۱

حمدی که زحدحصربا شدافزون - حمدکه زحصرحد شمارش بیرون

آن پاك خداي راکه ذات پاك-بي کيف وکم آمدست وبي شبه ونمون

আল্লাহর সীমাহীন ও অতুল প্রশংসা
যেই প্রশংসা গণনা করার নেই কোন সংখ্যা
হে পবিত্র খোদা! পবিত্র সত্তা !
তুমি নিরাকার পরিমাপহীন, অতুলনীয় ও অদৃশ্য

رباعی- ۲

ای هستي مطلق زتواین هستی ما +ازتست همه بلند ی وپستي ما

مارا توخدائی وبما نزدیکی + ما دور وجدا ازتوخو داز هستي ما

হে স্বার্বভৌম সত্বা! তুমিই তো তুমি, তোমা হতে আমাদের এই অস্তিত্ব
তুমি সর্ব মহানের মহান আমরা হলাম অধম
তুমি আমাদের খোদা এবং নিকট জন
আমাদের অস্তিত্বের তুলনায় তুমি অনুপম ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত

رباعی- ۳

ای خالق جمله جن وانس وملکوت + وی مالك ملك کبریا وجبروت

توهستی واجب که قدیمی وقدیم+ هر ممکن حادث بقضای تو یموت

Dhaka University Institutional Repository

হে সকল মানব দানব ও উর্ধ্বলোকের স্রষ্ঠা
বিশাল সাম্রাজ্যের রাজাধিরাজ, অতুল ক্ষমতাধর
তুমি অপরিহার্য সত্তা, তুমি অনাদি অনন্ত
তোমারই হুকমে নতুন পুরাতন সবই তিরোহিত হয়

رباعی- ٤

ای صبح نمای شب دیجور توئی+ وی لمعه فروزشجر طور توئی

در ذره و خور شید ظهور توبود+ ای نور زمین واسمان نورتوئی

ওহে তুমি ! অন্ধকার রাতের সু প্রভাত দান কারী
ওহে! তুমি তুর পাহাড়ের বৃক্ষকে আলোকে উদ্ভাসিত কারী
ধুলিকনা ও সূর্যো তুমি প্রকাশ হও
হে নভোমণ্ডল ভূমন্ডলের আলো দানকারী! তুমিই তো স্বয়ং আলো

رباعی- ٥

خلاق زمین واسما نست خدا - رزاق همه جها نیا نست خدا

وصفش زحدعقل فزونست فزون- بی چون وجگون وبی نشانست خدا

ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের স্রষ্ঠা হলেন খোদা
সারা জগতের রিজিক দাতা হলেন খোদা
তাঁর গুণাবলী কল্পনা শক্তির উর্ধ্ব হতে উর্ধ্বতরে
তুলনাহীন, উপমাহীন ও আকৃতিহীন খোদা

نعت

রাসূলের প্রশংসা

১৪ (চৌদ্দ) টি রুবাই রয়েছে না'ত সম্পর্কিত। হামদের চেয়ে না'তের সংখ্যা বেশী। মর্যাদার তুলনায় হামদের সংখ্যা বেশী হওয়ার কথা ছিল। নিয়মের এব্যত্যয় ঘটায় বুঝা যাচ্ছে কবির মূল লক্ষ ছিল রুবাইয়াত রচনা এবং এরকলেবর সাধারণ ভাবে বৃদ্ধি করা, সংখ্যা যেখানে গিয়ে উপনীত হোক। হামদ ও না'ত সম্পর্কিত রুবাইগুলোর প্রতি সুক্ষ্মভাবে নজর দিলে দেখা যাবে, না'ত সম্পর্কিত কবিতায় বিপুল পরিমাণে আরবী শব্দের সমাহার রয়েছে। সেহারে হামদে আরবী শব্দের ছড়াছড়ি হয়নি। ছিটে ফোটা যা রয়েছে হামদ রচনায় তা পরিহার করা সম্ভব নয়। না'তের ক্ষেত্রে অবশ্য বহু আরবী শব্দ পরিহার করা যেত।

Dhaka University Institutional Repository

رباعی- ٦

ای کوهرنعت توکه می اردسفت -نعت توفزون آمده ازگفت شنفت

خلاق زمین واسمان نعت ترا + لو لاک لماخلقت الا فلاک بگفت

হে মনিমুক্তা! তোমার না'তে দৃঢ়তা আনয়ন করে
বলা এবং শ্রবন করার অনেক উর্ধ্বে তোমার প্রশংসা
ভুমণ্ডল ও নভমণ্ডলের স্রষ্ঠা তোমার প্রশংসা কারী
তিনি বলেছেন, তুমি নাহলে আমি জগতই সৃষ্টি করতাম না।

رباعی- ٧

ای رحمت حق صاحب شان لولاک + ازمرکز خاک تافراز افلاک

معمورزرحمتت که درمصحف پاک + آمد صفت ذات تو ما ارسلناک

হে হক তা'আলার করুনার ছবি *لولاک* মর্যাদার অধিকারী!
মাটির কেন্দ্রবিন্দু থেকে মহাকাশের শীর্ষ চূড়া সবকিছু তোমারই খাতিরে সৃজন কৃত
কোরআনে পাকে তোমার প্রশংসা এসেছে ..... *ماارسلناک* উক্তির মাধ্যমে

رباعی- ٨

رویت چو بروے ایز د پاک آمد+ خوش حرف لبت نعبد ایاک آمد

بوجہل شنید وسینہ صد چاک آمد+ درشان رفیع توچولولاک آمد

তোমার মুখমণ্ডল আল্লাহ পাকের কুদরতি চেহারা সদৃশ
তোমার মুখ দিয়ে সুন্দর উচ্চারণ বের হয় *نعبدایاک*
তিনি এত ভারি কথা শুনেছিলেন যার ভারে
শত শত বুক বিদীর্ন হয়ে যেত
তোমার মর্যাদার প্রেক্ষিতেএসেছে ..... *لولاک*

رباعی- ٩

ای از حد عقل است فزونت اوصاف + پرازصفت توقاف باشد تاقاف

اوصاف تو دیگر که تواند گوید + مزمل ومدثرت آمد وصاف

Dhaka University Institutional Repository

হে রাসূল! তোমার গুণাবলী বিবেকের পরিসীমার উর্ধ্বে
জগতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত তোমার গুণাবলীতে ভরপুর
তোমার অন্যান্য গুণাবলী এমন যেন প্রশংসা কারী বলবে
তুমি মোজ্জাম্মেল তুমি মোদ্দাচ্ছের

رباعی- ١٠

ممدوح خلائق تو نی اي سروردين + مداح تو هر يك بسپهر وبزمين
ازخلق خدامدح تو نامد چو درست + مدح تو خد اگفت به طه يسين

হে দ্বীনের সরদার! তুমি কুল সৃষ্টির প্রশংসার পাত্র
আকাশ মণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সকলেরই তুমি প্রশংসনীয়
খোদার সৃষ্টির পক্ষহতে তোমার নামে যথাযোগ্য প্রশংসা
তোমার প্রশংসায় স্বয়ং খোদা বলেছেন ..... طه يسين

رباعی- ١١

از سر منه مازاغ بچشم توضيا + منظو رخدائی تو و ناظر بخدا
قرب تو بحق ز قاب قوسين عيان + وصف تو دنا وفتد لے زيبا

مازاغ ..... অর্থাৎ দৃষ্টি ভ্রম হতে নিরাপদ তোমার চোখ আলোক ময়
তুমি খোদার মনোনীত এবং খোদাকে প্রত্যক্ষকারী
দু'টি ধনুকের ব্যবধান হতেও নিকটবর্তী হয়ে তুমি তাকে প্রত্যক্ষকারী
সে নিকটবর্তী হল ও ঝুলে গেল এর গুণে তুমি মণ্ডিত

رباعی- ١٢

ای سرورمرسلين تونی فخربشر+ وی رحمت عالمين تونی فخر بشر برامت
مرحومه رؤفي ورحيم + اي شافع مذ نبين تو نی فخر بشر

হে রাসুলদের সরদার! তুমি মানব কুলের গৌরব
হে রাহমাতুল্লিল আলামীন! তুমি মানবতার অহংকার
করুনাকৃত উম্মতের উপর তুমি দয়াবান ও অতিদয়ালু
হে পাপী তাপীদের সুপারিশকারী তুমি মানব জাতির অহংকার

Dhaka University Institutional Repository

رباعی- ۱۳

ای باعث خلق عالمین هستی تو + وی خاتم جمله مر سلین هستی تو

درر وز جزاکه بانگ نفسي خیزد + حقاکه شقیع مذ نبین هستی تو

ওহে! তোমারই অস্তিত্ব সমস্ত জগৎ সৃষ্টির কারণ
তোমার আবির্ভাব রাসুল গণের মোহর স্বরূপ
বিচার দিনে যখন নফসি নফসি আওয়াজ উঠবে
সেদিন তুমি সত্যিই পাপীদের সুপারিশ কারী হবে

رباعی- ١٤

ای خلق خداي راپنه گاه تو ئی + درجن وبشرهادي گمراه تو ئی -

نزدیکتری ازتوکه با شد بخدا + مضمون حدیث لي مع الله توئی

ও হে ! তুমি আল্লাহর সৃষ্টির আশ্রয়স্থল
মানব দানবের পথ হারাদের পথ প্রদর্শক তুমি
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ তুমি যা খোদার সাথে সম্ভব
যেমন তুমি এ হাদীসের সারাংশ .... لی مع الله

رباعی- ١٥

درملك نبوت که شهنشاه تو ئی + اختر همه شاهان دگر ماه توئی

درروزجزا گنه زداي که ومه + بالله تو ئی وثم بالله تو ئی

নুবুয়্যাত রাজত্বের রাজাধিরাজ তুমি
সকল বাদশাহের উজ্জল তারকা ও চাঁদ তুমি
হে মহান! বিচার দিনে তুমি পাপস্খলন কারী
আল্লাহর শপথ! তুমি সে অধিকারী, তুমি সে অধিকারী

رباعی- ١٦

ای نورازل پرتوالله توئی + درراه خداراهبر راه توئی

خلق دوجهان بنده درگاه تواند + درهردوجهان شاه توئی شاه توئی

Dhaka University Institutional Repository

হে চিরন্তন আল্লাহর নুর! তোমার উপরে একমাত্র আল্লাহ
আল্লাহর পথের তুমি পথ প্রদর্শক
দু'জাহানের সৃষ্টিকুল তোমারই বান্দা
উভয় জগতে তুমিই রাজা, তুমিই বাদশা

رباعی- ۱۷

ازبود توبودافرینش لاریب+ ای ازتو وجودافرینش لاریب

ازبهر نمود نت نمود ارشدست + این جمله نمودافرینش لاریب

ওহে! নিঃসন্দেহে তোমার অস্তিত্বের ফলেই সৃষ্টি জগৎ বিরাজমান
তোমার সৃষ্টি ছিল বলেই নিঃসন্দেহে সব কিছু হয়েছি
তোমার দৃশ্যময়তার কারণেই জগতের সবকিছু দৃশ্যময়
নিঃসন্দেহে সব কিছু তোমারই সৃষ্টি ফলে

رباعی- ۱۸

جان برلبم امد ست ازتشنه لبی + تا چند سراسیمه بجر عه طلبی

رشحی زکرم به بخش وسیرایم کن + ای شافع مذنبین رسول عربی

তোমার দরশনের টানে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত
খুব অস্থিরতার মাধ্যমে তোমার দরশন একমুহূর্তের জন্য প্রার্থনা করছি
তোমার করুণার ছিঁটেফোটায় আমাকে ক্ষমা কর ও সিক্তকর
হে, পাপী তাপীর গুনাগারের সুপারিশকারী, হে রাসুলে আরবী!

رباعی- ۱۹

ای توشه دوجهان علیك الصلوات +وی تومه کن فکان علیك الصلوات

کرکفر خراب ست واکردین آباد + ازتو شده این وان علیك الصلوات

ওহে! তুমি দু'জাহানের বাদশাহ তোমার উপর অসংখ্য সালাত
ওহে তুমি সম্মান দান কর তোমার উপর অসংখ্য সালাত
কুফরী মতবাদের অমঙ্গলের আড়ালে যদি দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়
তাহলে তোমার কারণেই তা হয়েছে, তোমার উপর অসংখ্য সালাত

Dhaka University Institutional Repository

منقبت

رباعی- ২০

সাহাবায়ে কেরামের গৌরবময় কীর্তিমালাকে منقبت বলা হয়। এখান থেকে ২৮ নং রুবাই পর্যন্ত নবী পরিবার ও বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের গৌরবময় বিভিন্ন কীর্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ধারাবাহিক ভাবে চার খলিফার যথাযথ স্থান সম্পর্কে আলোচনা করায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের একজন খাঁটি অনুসারী হিসেবে তাঁর পরিচয় ফুটে ওঠেছে। এ অর্থের মোট ৭টি রুবাইয়াত রয়েছে।

هشدار اگر دولت سرمد طلبی + بخرام براه ال واصحاب نبی

بفرست برایشان تودرود صلوات+زانسان که فرستی برسول عربی

সাবধান ! যদি চিরন্তন সম্পদ তুমি লাভ করতে চাও
নবী পরিবার ও তাঁর সাহাবীদের সাথে মধুর আচরণ কর
তাঁর উপর রহমত ও করুণা বর্ষণ কর যাকে তুমি রাসুলে আরবী হিসাবে পাঠিয়েছ।

رباعی- ২১

اولا د نبی منبع خیروبرکات + هستند همه سفینه امن ونجات

ازورطنه مهلك چور ها ننذترا + گوئی توبهر یکی علیه الصلوات

নবীর সন্তানাদি কল্যাণ ও বরকত সমূহের উৎস
তাঁরা সকলেই নিরাপদ ও মুক্তির তরী ছিলেন
ধ্বংসের রসাতল হতে যখন তারা তোমাকে মুক্তি দিবেন
তখন তুমি বলবে সকলের উপর অসংখ্য সালাত বর্ষিত হোক

رباعی- ২২

اصحاب نبی جمله نجومند ونجوم +از پرتوشان راه هدی شد معلوم

هان دل بکزین تواقتداشان بگرین + ورنه توبنفس خودظلومي و ظلوم

নবীর সাহাবী গণ সকলেই আকাশের তারকা সদৃশ
এদের অনুসরণে তোমার হেদায়েতের পথ জানা হয়ে যাবে
হ্যাঁ, অন্তর যদি গ্রহণ করে তাহলে এদের পথ অনুসরণ কর
অন্যথায় তুমি তোমার নফসের উপর জুলুম করবে

Dhaka University Institutional Repository

رباعی -۲۳

معراج نبی راچونموداوتصدیق + بوبکرلقب یا فته ازحق صدیق

باصدق وصفاوبهمه حب وولا + اوبود نبی رابد ر غارر فیق

নবীর মেরাজ কে যখন সত্যায়ন করলেন
আবুবকর (রাঃ) তখন সিদ্দীক উপাধি লাভ করলেন
সত্যও আন্তরিকতার সাথে পরিপূর্ণ অন্তরঙ্গতায়
সঙ্গী পথযাত্রায় হয়ে ছিলেন

رباعی - ۲٤

درعدل وشجاعت شده ممتازعمر+ باز وی نبی راست قوی سازعمر

درعرصئه ناوردگه دین متین + جانباز عمر باشد وجانبازعمر

ন্যায় নিষ্ঠা ও বীর বিক্রমে ওমর ছিলেন অনুপম
অতঃপর সত্যবাদী নবী শক্তি শালী হয়ে ছিলেন তাঁর দ্বারা
সুদৃঢ় দ্বীনে ইসলামের দূরাবস্থা কালে
ওমর ছিলেন প্রাণ উৎসর্গকারী প্রানপণ সংগ্রামী

رباعی- ۲٥

عثمان غنی جامع قران مجید + ان کفر زدا دین خداراتشید

بخشید پیمبر لقبش ذی النور ین + یکتا بحیا وبصفا فردوو حید

উসমান গনী (রাঃ) কুরআন মজীদের সংকলক
কুফরী নিশ্চিহ্ন কারী তিনি আল্লাহর দ্বীনকে শক্তি দান কারী
নবী করিম (সাঃ) তাঁকে যুন নূরাইন উপাধি দান করেন
লজ্জাশীলতা ও নির্মলতায় তিনি ছিলেন অনুপম ও অদ্বিতীয়

رباعی - ۲٦

تاج سراولیا علی دان توعلی + جان تن اصفیا علی دان توعلی

شاه دو جها نست علی اعلی + ما ه فلك علا علی دان تو علی

Dhaka University Institutional Repository

জেনে রেখো আলী (রাঃ) ছিলেন আউলিয়াকুল শিরোমনি
জেনে নাও সূফীগণের দেহের আত্মা ছিলেন আলী (রাঃ)
মহামতি আলী (রাঃ) দু'জাহানের বাদশাহ
জেনে রেখো, আলী ছিলেন মহাকাশের চাঁদ সদৃশ

رباعی - ۲۷

نور دو جها ن ان دو چراغ شهد ا + یعنی حسنین ابن علی اعلی
ان هردو جگرگوشه زهرای بتول + حقاکه اما مند پس ازشیرخدا

দু'জাহানের নূর শহীদানের জ্যোতি
আলী (রাঃ) এর দুপুত্র হাসান ও হুসাইন (রাঃ)
তাঁরা দু'জন ফাতিমাতুযযাহরা (রাঃ) এর কলিজার টুকরা
নিঃসন্দেহে তাঁরা আল্লাহর সিংহ আলী (রাঃ) এর পরবর্তী ইমাম

رباعی - ۲۸

بشناس دلاال عباربشناس + وان جمله اما مان هد ي رابشناس
هستند همه راهبرراه خدا + گمراه مشوراه خدارابشاس

হে হৃদয়! আব্বাস (রাঃ) এর পরিবারকে চিনে রেখো
তাঁরা সবাই হিদায়তের ছিলেন ইমাম
ছিলেন তারা আল্লাহর পথের পথ প্রদর্শক
ভ্রান্ত হয়োনা আল্লাহর পথকে চিনে রেখ

رباعی - ۲۹

এখান থেকে পরবর্তী পাঁচটি রুবাইয়াত কাকে উদ্দেশ্য করে রচিত হয়েছে তা বোধগম্য নয়। সাহাবায়ে কেরামের গৌরব গাঁথা (منقبت) বর্ণনার অধীন লিপিবদ্ধ হলেও এতে এমন কিছু শব্দের সংযোজন করা হয়েছে। যা কেবল মহান আল্লাহর বেলায়ই প্রযোজ্য হয়। সাহাবা কেন, নবী-রাসুলের বেলায়ও এর ব্যবহার বৈধ নয়। অজ্ঞতার কারনে অনেকে পরী-মুর্শিদদের বেলা এধরনের কিছু কথা বলে থাকে। আবদুর রউফের ব্যাপারে তো তেমনটা হওয়ার কথা নয়। আল্লাহই ভাল জানেন।

شا ها قطبا غوث خداد ستم گیر + دوورطه درياي بلادستم گیر
درراه سلوك پاي جهدم بشكست + رحمي رحمي بيا بياد ستم گیر

Dhaka University Institutional Repository

ওহে বাদশা ও হে কুতুবও গাওসে খোদা! আমার হাত ধর
ধ্বংসের সমুদ্রের রসাতল হতে আমাকে হাতে ধরে তরিয়ে লও
আধ্যাত্মিকতার পথে আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ পর্যবসিত
আমাকে করুনা কর, এসো! এসো! হাত ধরে আমাকে উদ্ধার কর

رباعی - ٣٠

اي كاشف اسرار خفيات توئي + وي مظهر صد گونه كرامات توئي
حاجات مرابده روائي بدعا + غوثا قطبا قبلئه حاجات توئي

ওহে তুমি রহস্যাবলী ও গোপনীয়তা সমূহ উদঘাটন কারী
ওহে! তুমি শত গুণ কারামত প্রকাশকারী
আমাদের প্রয়োজন সমূহ তোমার দেয়ায় পুরা কর
হে গাওস! হে কুতুব, তুমি প্রয়োজনাদি নিবারনের কিবলা

رباعی - ٣١

اي لطف تو شمشير الم راسپري + اينك بدر تو آمده در بدري
زين جاي نبرخيزدوجا ئي نرود + قطب دوجهان غوث دوعالم نظري

হে দয়াবান ! তুমি তরবারির আঘাত কে প্রতিহত কর
এখন তোমার দুয়ারে এসে গেছি তোমারই দুয়ারে
এখান থেকে ওঠবনা, প্রস্থান করবনা
দু'জাহানের কুতুব দু'জাহানের গাওস তুমি দৃষ্টি দাও

رباعی - ٣٢

آمد بد ر تو بے دلے بے جگرے + بر گشته سر آشفته شي بي خبربے
ياغوث توئي قبله جان كعبه دل + برحال وحيد خسته جان يك نظرى

তোমার দুয়ারে এসেছে সে হৃদয়হীন, প্রাণহীন হয়ে
উদ্বিগ্ন হয়ে , অবনত মস্তকে ও মূল্যহীন সেজে
হে গাওস ! তুমিই প্রাণের কিবলা, অন্তরের কা'বা
হীন প্রাণ ওহীদের অবস্থার ওপর একবার দৃষ্টি নিবদ্ধ কর

Dhaka University Institutional Repository

رباعی – ٣٣

يا غوث تو محبوب خدائي بخدا + هر مشكل خلق راكشائي بدعا

كارم همه مشكل شده شا هامد دے+ تاازهمه مشكل برهدخسته گزا

হে গাওস ! খোদার কসম ! তুমি আল্লাহর পেয়ারা

সৃষ্টিরাজির সকল সমস্যাকে দু'য়ার মাধ্যমে সমাধান কর

আমার সব কাজ দুরূহ হয়ে গেছে, হে বাদশাহ! সাহায্য কর

সকল কঠিন কাজ হতে এহেন ভিক্ষুককে মুক্তি দাও

مناجات

আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা

এখান থেকে ৪৬ নম্বর পর্যন্ত মোট ১৩ টি রুবাই আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা সম্বলিত। কবি অত্যন্ত বিনয়াবনত ভাবে আল্লাহর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে ফরিয়াদ জানিয়েছেন। বান্দা হিসেবে সীমাবদ্ধতা ও নিজ অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। বিশেষভাবে নিজ কৃতকর্মের অনুশোচনায় ছিলেন ব্যাকুল। বারবার নিজ পাপের কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমার প্রার্থনা জানিয়েছেন। এহতে তিনি যে আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দা ছিলেন তা প্রমাণিত হয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা তাওবাকারীকে ভালবাসেন বলে নিজেই কোরআনে ঘোষণা করেছেন। এ রুবাইগুলো সর্ব সাধারণের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনার আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। অন্যান্য রুবাইর চেয়ে এগুলো সবচেয়ে অর্থপূর্ণ বলে মনে হয়।

رباعی – ٣٤

الله كناه من شرمنده ببخش+ من بنده شرمنده توبخشنده ببخش

تورب غفوري ومنم بردرتو + شرمنده سرافكنده وتر سنده ببخش

হে আল্লাহ! আমার গোনাহের ওপর আমি খুবই লজ্জিত আমি অনুতপ্তবান্দা, তুমি মার্জনাকারী, মার্জনা কর

তুমি ক্ষমাকারী প্রভু! আমি তোমার দুয়ারে দণ্ডায়মান

মস্তকাবনত অবস্থায় লজ্জিত, ভীত সন্ত্রস্ত, ক্ষমা কর

Dhaka University Institutional Repository

رباعی – ٣٥

الله زکر دار زبون بس خجلم + بسیا ر گنهگارم وبس منفعلم

جزشرم گنه نیست درین اب وگلم + بگشاي دري زلطف برروي دلم

হে আল্লাহ! অন্যায় কাজের ওপর আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত আমি অত্যাধিক গোনাহগার আমি লজ্জায় সংকোচিত

এই পানি ও কাদার জগতে লজ্জিত হওয়া ছাড়া আমার

কোন উপায় নেই

তোমার দয়ায় আমার অন্তরের সকল পঙ্কিলতা দূর কর

رباعی – ٣٦

الله زرحمت تو نو مید نیم + نو مید گهي زفیض جا وید نیم

نوري زکر م بخش بروي دل من + هرچند منم ذره وخور شید نیم

হে আল্লাহ! তোমার রহমত হতে আমি নিরাশ নই

তোমার অশেষ দয়া হতে আমি কখনো নিরাশ নই

তোমার অনুগ্রহ দ্বারা আমার অন্তরাত্মায় নূর বা আলো দান কর

যতই আত্মম্ভরী হই, আমি অতি ক্ষুদ্র, আমি সূর্য নই

382720

رباعی – ٣٧

الله منم خمید ه ازبار گناه + بر در گهت آمدم باین پشت دوتاه

این بار گنه سر بشتا لنگم دوخت + لا حول ولا قوة الا با لله

হে আল্লাহ! গোনাহের বোঝায় আমি নুয়ে পড়েছি

তোমার দরগাহে আমি এসেগেছি দু'ভাঁজ পিঠ নিয়ে

গোনাহের বোঝায় মাথা পায়ের টাখনুর সাথে মিশে গেছে

একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তাথেকে ফেরার কোন সাধ্য সমর্থ কারো নেই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

رباعی – ٣٨

الله تو تواب وغفور وغفار+ درر وزجزاکه مشکل ست آنجا کار

باشد که کني حشر گهنگاروحید + با آ ل رسول پاك واصحاب کبار

Dhaka University Institutional Repository

হে আল্লাহ! তুমি তাওবা কবুলকারী, মার্জনা ও ক্ষমাকারী
কিয়ামত দিবস যেদিনের কাজ অত্যন্ত বিভীষিকাময়
পাপী তাপী ওয়াহীদকে হাশর করবে
রাসূলে পাক (সাঃ) এর পরিবার পরিজন ও বুযূর্গ সাহাবীদের সঙ্গে

رباعی - ٣٩

الله امید ست که ازرحمت تو + در باز پسین دم که بتوارم رو
خیزد بدم نزع من ازنا ي گلو + خوش زمز مئه ذکر تو یا هو یاهو

হে আল্লাহ! তোমার করুনায় আমি আশাবাদী
প্রাণ বিসর্জনের সময় প্রশান্তি দেবেন
প্রান বের হবার সময় যেন কণ্ঠনালী দিয়ে ধ্বনি উত্থিত হয়
ইয়া আল্লাহ! ইয়া আল্লাহ যিকরের মধুর ধ্বনি

رباعی - ٤٠

یارب تو بمصطفے شه جن وبشر + یا رب تو بمر تضے علي حیدر
بارب تو بشاه کر بلا تفته جگر + بگزر زگنا ها ن وحید مضطر

হে রব ! তুমি জ্বিন ও মানব জাতির সরদার (মুহাম্মদ সাঃ) কে মনোনীত কারী
হে রব! তুমি শেরে খোদা আলী (রাঃ) এর প্রতি সন্তোষ পোষণ কারী
হে রব! তুমি কারবালার বাদশাহের মর্মান্তিক ঘটনায় ক্ষোভ পোষণকারী
দুর্বল ওহীদের গোনাহ সমূহ কে তুমি মার্জনা কর

رباعی - ٤١

یارب تومرا زنفس خودسربرهان + زین دشمن بدخوي ستمگربرهان
مگزار مراتوبیش ازین درشش وپنج + این مهره دلراتوزششدربرهان

হে রব ! তুমি আমাকে নাফসের পায়রবী হতে মুক্তি দাও
অত্যাচারী এদুষ্ট শত্রু থেকে তুমি মুক্ত কর
তুমি আমাকে অনধিক পাঁচ ও ছয়ের মধ্যে ক্ষমা কর
এপাষাণ অন্তরকে তুমি ষড়রিপুর শৃঙ্খল হতে মুক্তি কর

Dhaka University Institutional Repository

رباعی – ٤٢

یارب نظري بحال زارم اکنون + بس زار ونزار وبے قرارم اکنون

بنود بجز از لطف تو غمخواردلم + لطفے لطفے کہ دلفگارم اکنون

হে প্রভু! আমার অবস্থায় তুমি দৃষ্টি দাও, আমি এখন কাঁদছি
কাঁদতে কাঁদতে আমি এখন কাতর অস্থির
তোমরা করুনা ছাড়া আমার অন্তর সীমাহীন মর্মাহত
করুনা কর, করুনা কর, আমি এখন ব্যথিত

رباعی – ٤٣

یارب چہ درازست زهرشب امشب +شدساغردل بخون لبالب امشب

کے صبح مرادرونمایدکہ مراست + برلب همہ شب نالہ یارب امشب

হে রব ! আজ রাত অন্যান্য রাত হতে কত দীর্ঘ
রক্তের পেয়ালায় আজ রাত অন্তর কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে
আমার কাঙ্খিত ভোর কখন প্রকাশ পাবে, সে কামনায়
বল আজ সারা রাত আমার মুখে ইয়ারব ধ্বনি অনুরণিত হয়েছে

رباعی – ٤٤

یارب تومرابیارد مسازرسان + خوش مژده وصل ازحرم رازرسان

او جان من ومن چو تن بیجانم + آن جان عزیز رابتن بازرسان

হে রব! তুমি আমাকে অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত কর
তোমার সাথে মিলনের সুসংবাদ কে অজানরে স্তরে পৌঁছে দাও
তিনি আমার প্রাণ আমি যেমন প্রাণহীন দেহ
এই প্রিয় আত্মাকে আবার দেহে ফিরিয়ে দাও

رباعی – ٤٥

بیرون رخساب است گناهم یارب + چون نجت سیہ نامہ سیاهم یارب

بکر یختم ازشومي کر دار زبون +۔ بر در گہ تو بدہ پنا هم یارب

Dhaka University Institutional Repository

হে রব ! আমার অগণিত গুনাহ্
হে রব! আমার অপকর্মের নিয়তি কালো আর কালো
আমার অন্যায় অপকর্ম হতে আমি পালাচ্ছি
হে রব ! তোমার দরবারে আমাকে আশ্রয় দান কর

رباعی - ٤٦

فر یاد که غر قه گنا هم یارب + کن زورق رحمتت پناهم یارب
از آب کرم بشوي این روي سیاه + بامو سپید رو سیاهم یارب

ফরিয়াদ হে রব! আমি গুনাহে নিমজ্জমান
হে রব! তোমার রহমতের ডিঙ্গিতে আমাকে আশ্রয় দান কর
এই মলিন চেহারাকে করুনার পানি দ্বারা ধৌত কর
পাপের ভারে সাদা চুল যুক্ত মুখ মণ্ডল আমার কালো হয়ে গেছে, হে রব!

رباعی - ٤٧

এ হতে ৯৬ নম্বর পর্যন্ত মোট ৪৯ টি রুবাই। এতে দৈনন্দিন জীবনের শোক-দুঃখ, ব্যথিত হৃদয়ের কান্না, বন্ধু-বান্ধবের বিচ্ছেদ, কালের বিবর্তনের অনুকুলে শুকরিয়া, প্রতিকুলতায় বেদনা, চেনা অচেনা সমসাময়িকদের কথা ও বর্ণনা, প্রেমিকদের বিষয়াবলী ও চিত্ত বিনোদন ইত্যাদি বিষয়ের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। এতে বিবিধ বিষয়ের সন্নিবেশ হয়েছে। এ ছাড়া এগুলোয় একান্ত ভাবে কবি মনের আকুতি প্রকাশ পেয়েছে। এজন্য এ রুবাইগুলোর মর্মোদ্ধার করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। অনুবাদের ক্ষেত্রে কবির মূল অভিব্যক্তি উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও শতভাগ স্বার্থক হয়েছি বলে দাবি করিনা।

مادر چمن دهر دمیدیم عبث + چون بادبهر کو ي وزید یم عبث
کشتی ندرود یم براي عقبي + درمزرع دنیا که رسید یم عبث

যুগের মাতৃ চত্বরে আমরা অযথা শাস নিঃশ্বাস ফেললাম
সরু গলি পথ দিয়ে অযথা আমরা বায়ূ নিঃসারিত করলাম
পরকালের জন্য আমরা আশির্বাদ হীন তরী স্বরূপ
দুনিয়ার ক্ষেত্র স্থলে আমরা অযথা উপনীত হলাম

رباعی - ٤٨

کوهي بودم زدردوغم گشتم کاه - آه ازغم جانکا ه و بهردم صدآه
دارم دلکے تنگ و هزاران غم دل - لا حول ولا قوة الا

Dhaka University Institutional Repository

পাহাড় সম ছিলাম দুঃখ বেদনায় খড়ে রূপান্তরিত হয়ে গেলাম
আফসোস! হৃদয় বিদারক বিষাদে প্রতিটি শ্বাস নিঃশ্বাসে দুঃখ আর বেদনা
কত যে সংকট এবং হাজার হাজার বেদনা আমি অন্তরে পোষণ করি
আমার কোন সাধ্য এবং সমর্থ নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া

رباعی – ٤٩

غمنا کم وغم گشته غذاي دل من - يارب بفر ست غمزداي دل من
دردست اطبا بنود دار وي دل - با شد که دو ادهد خداي دل من

আমি চিন্তাযুক্ত, চিন্তিত হওয়া আমার আত্মার খাদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে
হেরব! অন্তরের দুঃখ মোচন কারী কোন কিছু আমায় দান কর
ডাক্তারের হাতে নেই আত্মার কোন চিকিৎসা
আল্লাহই একমাত্র এর ঔষধ দান করেন

رباعی – ٥٠

صدبند کرانست بپاي دل من - آن کیست شود بند گشاي دل من
يك شمه زرحمت تومي خواهددل - بپذ یر خدا یاتو دعاي دل من

আমার হৃদয়ের মণিকোটায় শত শৃংখল রয়েছে
আমার হৃদয়ের এই শৃংখল কখন খোলা হবে
তোমার করুনার দুয়ারে একটি নগন্য জিনিস অন্তর প্রার্থনা করে
হে খোদা ! আমার অন্তরের কামনা সমূহ কবুল কর

رباعی – ٥١

بي وجه سپندار جنون دل من - برد ست پري وشی سکون دل من
خوش زمزمه داردواهنگے خوش - بشنو تونواي ارغنون دل من

হৃদয়ের উন্মাদনায় আমি অহেতুক চিন্তিত
পরীর তুল্য কিছু লাভেই আমার মন শান্ত
সে হবে সুমধুর কণ্ঠ ধারী হৃদয়গ্রাহী ধ্বনির অধিকারী
ওহে! আমার অন্তরের বাদ্য যন্ত্র সুরের লহরীতে তুমি শ্রবন কর

Dhaka University Institutional Repository

رباعی – ٥٢

در زلف سیه نمود ما وادل من - نشاخت دریغ جاوبیجا دل من

بشکسته وشد بسته بز نجیر بلا - اي وادل من وادل من وادل من

হে আমার উন্মুক্ত হৃদয়! আমার জুলফিতে কুৎসিত রূপ প্রকাশিত হচ্ছে
আফসোস আমার হৃদয় উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত স্থান চিনলনা
ভেঙ্গে পড়েছে ও দুর্দশার শৃংখলে আবদ্ধ হয়েছে
হে আমার উন্মুক্ত হৃদয়, খোলা মন ও প্রশস্ত অন্তর

رباعی – ٥٣

ازداغ دلم که هست گلشن گلشن - گلها بدلم شکفته خر من خرمن

گلکشت گلستان چه تمنا دارم - دارم گل ترز داغ دامن دامن

আমার মনে যে, বেদনা ছিল তা পুষ্পোদ্যান সম
আমার মনের সে ফুল সমূহ বিকশিত হতো স্তুপে স্তুপে
এযে বাগানের পুষ্পময় প্রান্তর আমি কী বাসনা রাখব
তাজা ফূলের বাসনা রাখলাম আঁচলের ভাঁজে ভাঁজে

رباعی – ٥٤

اي وابجهان شکسته نیست چومن - دلخسته شکسته بسته نیست چومن

برخیزونطرکن که یکي عمردراز- بردرگه تونشتسه نیست چو من

হে আফসোস! আমার মতো হতভাগা এই জগতে কেউ নেই
বিষন্ন, ভগ্ন হৃদয় ও অক্ষম আমার মত কেউ নেই
উঠো, নজর দাও, দেখ এক জন বয়ঃপ্রাপ্ত লোক
তোমার দরগাহে হাজির তার মত হতভাগা এই জগতে কেউ নেই

رباعی – ٥٥

آمد بدر تو سر بسنگ آمد ه - بیزار زناموس وز ننگ آمده

آهیخته تیغ آے که آمد بدرت - اززند گي خو یش بتنگ آمده

Dhaka University Institutional Repository

তোমার দুয়ারে অবনতমস্তকে এসেছি
লজ্জায়ও ব্যর্থতায় অতিষ্ঠ হয়ে
অসি উত্তোলন করে তোমার দুয়ারে সে এসেছে
নিজের জীবন কন্টকাকীর্ণ করে এসেছে

رباعی – ٥٦

خواهي تو بو صل شادمانم داري - خواهي توبهجر تفته جانم داري
من كيستم وخواهش من چيست بگو- زانگونه كه خواهي توچنانم داري

তুমি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে আমাকে খুশি রাখ
সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইলে আমার মনকে উত্তেজিত কর
আমি কে এবং আমার কামনা কি বল ;
যেই ভাবেই তুমি চাও আমার মত রূপ ধারণ কর

رباعی – ٥٧

دلبرده آن جان جهان كيست كه نيست - جانداده آن مايه جان كيست كه نيست
شدجن وبشرجمله فدای قدمش - گردسرآن روح وروان كيست كه نيست

তিনি হৃদয়গ্রাহী জগতের প্রাণ তাঁর সমতুল্য কেউ নেই,
তিনি এমনও প্রাণ বিলানো, প্রাণের উৎস তারমত কেউ নেই
জ্বিন ও মানব সকলেই তাঁর পদতলে উৎসর্গীত
আত্মা জগতের রহস্যের পার্শ্বে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই

رباعی – ٥٨

طفلی همه دربازي احباب گزشت –ايام جواني بخوروخواب گزشت
درعالم شيب گريه برگريه فزود – كين عمرپسينم به تب وتاب گزشت

সারা শিশুকাল খেলার সাথীদের সাথে অতিক্রান্ত হয়েছে
যৌবন কাল খানা পিনা ও ঘুমে অতিক্রান্ত হয়েছে
বৃদ্ধ কালে কান্নার উপর কান্না বৃদ্ধি পেয়েছে
বয়সের ভারে এখন আমি ঘর্মাক্ত এর উপর দিয়ে চড়াই উৎরাই অতিক্রান্ত হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

رباعی - ٥٩

ای آنکه تراباده کام ست بجام است بجام - وقتت خوش وایام بکام ست بکام

از تشنه لبی با که بجان آمده ام - دریاب که کارمن تمام ست تمام

ওহে ! এই যে তুমি পেয়ালা পেয়ালা মদে মত্ত
তোমার সময় আনন্দে কাটছে বাসনায় বাসনায় দিন যাচ্ছে
তৃষ্ণার জ্বালায় ঠোঁট সমুহের এমন অবস্থা যে বেরিয়ে আসছে
আকাশ সম আমার কাজ সমাপ্ত হয়েছে সমাপ্ত

رباعی - ٦٠

تیغم بسرازکین برسانی که چه شد - خونم زسرتیغ فشانی که چه شد

کشتی تومرابه تیغ وخونم خوردي - با غیرتواین حرف نراني که چه شد

কি হল, আমার তরবারী প্রতিহিংসায় তুমি মাথায় পৌঁছিয়ে দিলে,
কি হল, তুমি আমার রক্ত তরবারীর, মাথা হতে ঝেড়ে ফেললে
আমাকে তরবারী দ্বারা মেরে ফেলে আমার রক্ত পান করলে
কি হল, তুমি অন্যের সঙ্গে এধরণের তরবারী চালনা করলে না

رباعی - ٦١

من در همه عمر خز ند ید م جدغم - یك میوه زندگی چنیدم جزغم

غم همدم وغم هم نفس وغم مونس - تا هیچ انیسی نرسیدم جز غم

আমি সারা জীবন চিন্তা ছাড়া অন্য কিছু দেখলাম না
একমাত্র চিন্তা ছাড়া জীবনের অন্য কোন ফলই পেলাম না
দমে দমে চিন্তা, শ্বাস প্রশ্বাসে চিন্তা সব সময়ই চিন্তা আর চিন্তা
চিন্তা ছাড়া আমি কোন প্রশান্তির দ্বারে পৌঁছিলাম না

رباعی - ٦٢

ای کاش یکي چاره گري داشتمي - تیغ غم دل راسپری داشتمی

بابی جگر ی غرقه بخو نست دلم - ای واي اگرمن جگری داشتمی

Dhaka University Institutional Repository

হায়া আফসোস! তুমি একটিমাত্র সত্বাকে কর্ম সম্পাদন কারী মনে কর
চিন্তা যুক্ত অন্তর কে তাঁর প্রতি সোপর্দ কর।
আমার অন্তরের দু'টি দ্বার রক্তে নিমজ্জিত
ওহে! যদি আমি হৃদয় বান হতাম

رباعی - ٦٣

یك لحظه زخود گرخبری داشتمی - در کو چه جانان گزری داشمتی
پر واز کنان بکوی اومیر فتم - چون مرغ اگر بال وپري داشتمی

একমুহূর্ত যদি আমি আমার খবর রাখতাম
অলি গলিতে প্রাণ সমূহ অতিক্রান্ত অবস্থায়
আমি উড়িয়ে তার গলি পথে যাত্রা করতাম
যদি আমি মোরগের মত ডানা ও পালক বিশিষ্ট হতাম

رباعی - ٦٤

روزی دوسه گرمالك این وآنے - هان غره مشوکه یکدوددم مهمانی
بگزار فنا وبه بقاشوراجع - وهوالبا قی وکل شئ فانی

যদিও তুমি জগতে দু'তিন দিনের মালিক
সাবধান ! ধোকা গ্রস্থ হয়োনা ইহা এক বা দু'নিঃশ্বাসের মেহমান খানা
ধ্বংসশীলকে পরিহার কর এবং চিরঞ্জীবের প্রতি প্রত্যাবর্তন কর
তিনিই চিরঞ্জীব এবং সব কিছুই ধ্বংসশীল

رباعی - ٦٥

رفتند زبزم میگساران رفتند - سرجوش کشان وشا دخواران رفتند
ساقی بده ان باده که هوشم ببرد-درمیکده من ماندم ویاران رفتند

মদ পানের আসর দিয়ে তারা যাত্রা করে ছিল
এরা টগবগে সুখ স্বাচ্ছন্দের লোক হল
হে পরিবেশক! এমন মদ দাও যা আমার বিবেক শূণ্য করে দেয়
যাতে আমি শরাব খানায় থেকে যাই আর বন্ধুরা চলে যায়

Dhaka University Institutional Repository

رباعی – ٦٦

یاران همه ازمیکده بیرون رفتند–ازبی کسیم کرده جگرخون رفتند

توفیق وعبیدے ورضاوسلطان – یکیك همه ازقضای بیچون رفتند

বন্ধুরা সবাই শরাব খানা হতে বাহিরে চলে গিয়েছে
আমাকে চরম অসহায় করে তারা চলে যাচ্ছে
তাওফীক, উবায়দুল্লাহ, রেজা খানও সুলতান
একজন একজন করে সকলেই লা শারিক আল্লাহর পানে চলে গেছে

رباعی – ٦٧

فریاد دلاکه درد مندان مردند - دردوغم جانکاه بمابسپردند

مرد ند خوش وزنا خوشی ها ی جهان – خو شتر خو شتر جان بسلا مت بر د ند

ফরিয়াদ হে হৃদয়! সমব্যথীরা মরে গেছে
তারা প্রাণ বিধ্বংসী চিন্তা ও বেদনা আমাকে সমর্পণ করে গেছে
হায় ! খুশি ও অখুশিতে তারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে
অতি উত্তম ভাবে নিরাপদে তারা প্রাণ নিয়ে চলে গেছে

رباعی – ٦٨

مشتي سفها که دوخصا لندهمه – آزارده اهل کمالنسد همه

بگزر بگزاروروبایشان کم کن – کز سیر ت خویش دروبا لندهمه

তাঁদের মাঝে অজ্ঞতা ছিল কম, দু'টি বৈশিষ্ট্য ছিল সবার মাঝে
তাঁরা সবাই বিবেকবান ও যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিল
তাদেরকে স্বঅবস্থায় ছেড়ে দাও, (সমালোচনার) মুখ কম খুলো
নিজ নিজ কর্মে তারা সকলই মহান ছিল

رباعی – ٦٩

گرداند بگیتی زسفیهان جمعے - بینند برافر وخته هرجا شمعے

پف ها بز نند ش که مگرکشته شود - میر نداگردلا نراني دمعے

Dhaka University Institutional Repository

তারা সাধারণ মানুষের সাথে জগৎ পরিভ্রমণ করেছিলেন
এতে তারা সর্বত্র আলো প্রজ্জলিত হতে দেখেছিলেন
তারা আলো বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছে
তারা মরেগেল কিন্তু হে অন্তর ! তুমি অশ্রুপাত করলে না

رباعی مستزاد- ۷۰

এটি সহ মোট ৫টি মুসতাযাদ রুবাই গ্রন্থে রয়েছে, মুসতাযাদের শাব্দিক অর্থ বৃদ্ধিচ্ছও, কাব্যের ভাষায় ছন্দের মিল বজায় রেখে দ্বিতীয় বা পরবর্তী লাইনে অতিরিক্ত শব্দযুক্ত কবিতা ।(১)

فر یاد نما ند قد رنیکی کردن - دردار فتن

نیکی کردن بودبدی هابردن - ازاهل زمن

کردی چو نکوئی بکسی باش ای دل - دورازبد یش

رونیکی خودر اتوبکش بر گردن - درآب فگن

আর্তনাদ ছিলনা কিছু পূন্য অর্জন করলে
সু আচরণ করলে মন্দ কাজ সমূহ দুর হয়ে যাবে
সম সাময়িকদের সঙ্গে
হে অন্তর! কোন লোকের সঙ্গে সুআচরণ করলে
তার অনিষ্ট হতে দুরে থেকো
তোমার নিজের পূন্যময় চেহারাকে ফিরিয়ে রেখো
নিক্ষিপ্ত থুথুর প্রতি আকর্ষণ হওয়া থেকে

رباعی - ۷۱

آن جمله عزیزان که بچیدم همه را-چون سرمه بچشم خودکشیدم همه را

اماده که میلم بجهان بین بکشند - دیدم همه راو نیك دیدم همه را

এ সকল বন্ধুদের কে আমি নির্বাচন করেছিলাম
যে ভাবে সুরমা আমার নিজ চোখে লাগিয়ে ছিলাম
আমি আগ্রহী জগৎটাকে পর্যবেক্ষণ করতে
সকলকে দেখেছি, সবাইকে পূণ্যবানই পেয়েছি

رباعی - ۷۲

مخراش وحیدادل افسرده خود - بنشین بیکی گوشه خوش کرده خود

دیگر زکه امید و فائی داری - دیدی چو جفازناز پرور د ه خود

Dhaka University Institutional Repository

হে ওহীদ ! নিজ বিষন্ন অন্তর কে ক্ষতে বিক্ষত করবে না
নিজেকে একাকীত্বে উৎফুল্ল রেখে একাকী বসে থাক
দ্বিতীয় কথা আশা যে , তুমি বিশ্বস্ততা অবলম্বন করবে
তুমি যখন দেখেছ সর্বত্র অত্যাচার, নিজেকে সযত্নে সংবরণ কর

رباعی – ٧٣

بر جان من زار رسید انچه رسید – دیدم زجهان انچه نمی باید دید
چوں رشته زهرناکس وکس ببریدم – درگوشئه عزلت شده ام فرد ووحید

আমার অন্তরে ব্যথা লেগেছে তা যে পরিমাণেই হোক
যা দেখা উচিত নয় এমন কিছু জগতে আমি অবলোকন করলাম
যখন ভাল মন্দ সকল মানুষ হতে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলাম
আমি ওহীদ নির্জনে একটি কোনে পৃথক ভাবে অবস্থান নিলাম

رباعی – ٧٤

کر جو رز چرخ ستم ایجا درسد – ورجمله جفاو همه بیداد رسد
خاموش نشینی که بقول ابرار – خاموشان راخدابفر یادرسد

অত্যাচারের চরকায় যদি অত্যাচারের পথ সৃষ্টি করে
তাহলে সর্বত্র অত্যাচার আর অত্যার সৃষ্টি হবে
তুমি পূণ্যবানদের কথা অনুসারে নিশ্চুপ বসে থেকো
নীরবতা পালনকারীদের ফরিয়াদ আল্লাহর নিকট পৌছে

رباعی – ٧٥

ازنیك وبددهرکه دیدم همه رفت – شیرنیی وتلخی که چشیدم همه رفت
اززمره أشنانه از بیگانه – هر جو روجفائي که کشیدم همه رفت

কালের পূণ্যাত্মা ও পাপাত্মা সবাইকে আমি চলে যেতে দেখলাম
মাধুর্যতা ও তিক্ততার স্বাদ আমি যা গ্রহণ করেছিলাম সবই চলে গেল
জানা অজানা লোকদের যাদের দ্বারা হোক
যে সব জুলুম অত্যাচার আমি ভোগ করেছিলাম তা সবই তিরোহিত হয়ে গেল

Dhaka University Institutional Repository

رباعی – ٧٦

دنیا همه هیچ وکار دنیا همه هیچ – هم زشت وز بون و خوب وزیبا همه هیچ

حادث همه هیچ ست وهمه ممکن هیچ – جز ذات قدیم او تعالی همه هیچ

গোটা জগতটাই কি আর জগতের কার্যক্রমেই বা কী?
নোংরা, হীনতা, আর সুন্দর সুশ্রিতা যাই হোক সবই নগণ্য
নতুন আর পুরাতন সৃষ্টিকুল সবই অতি সামান্য
অনাদী অনন্ত মহান আল্লাহ ছাড়া সবই অতি সামান্য

رباعی – ٧٧

ای ظالم خیره سرجفاهابگز شت – بگزشت بسان اب در یابگزشت

هرظلم وتعدي که نمودی برپا – برفرق سرت بماند واینجا بگز شت

হে দুর্দান্ত অত্যাচারী! অত্যাচার সমূহের ধ্যান পরিহার কর
সমুদ্রের পানির স্রোতের ন্যায় তা চলে যেতে দাও
যত জুলুম অত্যাচার তুমি করেছিলে তা প্রকাশ হয়ে গেছে
তোমার মাথার বেনীর উপর তা জটলা বেঁধে এখানে রক্ষা পাবে

رباعی – ٧٨

تا چند ستمگراستم کردن تو – وین خون ستمد یده فروبردن تو

زان روربیندیش که باشکل مهیب – خون های خلا ئق بودوگردن تو

বহু অত্যাচারীর মত তুমি অত্যাচার করেছ
অত্যাচারের এ রক্ত তোমাকে গ্রাস করে ফেলবে
বিচার বা কেয়ামত দিবসে তুমি এগুলোকে ভয়ংকর রূপে দেখবে
যেমন কুলমাখলুকাতের হত্যার রক্ত তোমার স্কন্ধে আপতিত হবে

رباعی – ٧٩

ما عادت خویش عیب جوئی نکنیم – جزراست روی ونیك خوئی نکنیم

آنجا که بجا ی ما بدی ها کر دند – گرد ست د هد بجز نکو ئي نکنیم

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের নিজেদের চরিত্র হলো আমার দোষ ত্রুটি সন্ধান করিনা
সরল সঠিক পথে চলা ও সুআচরণ করা ছাড়া অন্যকিছু আমরা করিনা
ইহজগৎ হল আমাদের গোনাহের ক্ষেত্রস্থল
যদি তিনি (আল্লাহ) তাওফীক দিতেন তাহলে নেকি ছাড়া অন্যকিছুই করতাম না

رباعی - ۸۰

ای حاسدژاژخای چندین مخروش - ازبي خردی ملاف وبیهود ه مجوش
ازهفهف تو سگان ره می لایند- هر زه مدر ایا وه مگوباش خموش

হে পরশ্রী কাতর! কটুক্তিকারী কিছুকালের জন্য চেচামেচি পরিহার করা
মূর্খতা সুলভ আস্ফালন বন্ধকর, অযথা শৌর্যবীর্য প্রদর্শন কর না
তোমার বয়োবৃদ্ধতায় পথের কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে
অনর্থক ফ্যাশন ও অযথা কথাবার্তা বন্ধকর, নীরব হও

رباعی - ۸۱

صد شکرکه ایام بکا مست امشب- صهبای مراد دل بجامست امشب
شاهدببروگل بکف وباده بجام - هر حاصل زند گي تمام ست امشب

শত শুকরিয়া যে, আজ রাত বহুদিনের প্রত্যাশিত রাত
আজ রাত মনোবাসনা মূলক আঙ্গুরের লালচে মদের পেয়ালার রাত
সাক্ষী রয়েছে বুকে ফুল রয়েছে হাতে মদ আছে পেয়ালাতে
জীবনের সব চাওয়া পাওয়া আজরাতে শেষ হয়েগেছে

رباعی - ۸۲

صدشکرکه دردوغم ندارم امشب- منت کش بخت وروزگارم امشب
این ازچه که از رهگز رمهر ووفا - آمد زدرم فراز یارم امشب

শত শুকরিয়া যে আজরাত আমার কোন ভাবনা চিন্তা নেই
নিয়মিত বদান্যতায় আজ রাত আমি সম্পূর্ণ মুক্ত
এ অবস্থা কোথা হতে এল হে প্রিয় ও বিশ্বস্ত পথিক
সে আমার বন্ধু বহু দেরহাম নিয়ে আজরাত এসেছে

Dhaka University Institutional Repository

رباعی - ٨٣

شب های وصال یاربایارگزشت - هم رو ز فراق وناله زار گزشت

نی وصل بجاماند ونه هجران ساقی - درده قد حي که دود دوار گزشت

(৮৩) বহু রাত বন্ধুর সাথে মিলনের আনন্দে অতিক্রান্ত হয়েছে
বিচ্ছেদের সময় ও কান্না কাটায় অতিক্রান্ত হয়েছে
না থাকবে মিলন যথা স্থানে না সাকীর বিরহ ব্যথা
ঘুর্নায়মান মহা কষ্ট বেদনা অনেক দুর নিয়ে যাবে

رباعی - ٨٤

ایام وصال شاد شادان بگز شت + هنگام فراق زار نا لان بگز شت

بگزارچوبگزشت غمش هیچ مخور + مي خورمي خورکه دور دور ان بگز شت

মিলনের দিন গুলো আনন্দে আনন্দে কেটে গেছে
বিরহের দিনগুলো বিলাপে বিলাপে অতিক্রান্ত হয়েছে
যা যাবার তা চলেগেছে এর জন্য কোন চিন্তা করোনা
শরাব খোর মদখোর এখন সময় অনেক অনেক গড়িয়ে গেছে

رباعی - ٨٥

غم ینست ازین که عمر بیکارگزشت - افسوس صدا فسوس که بی یار گزشت

صدحیف وحید زند گی درهجر ان - با گریه زارزار خونبار گزبشت

(৮৫) এজন্য কোন চিন্তানেই যে জীবন অযথা কেটেছে
কিন্তু আক্ষেপ, শত আক্ষেপ যে বন্ধুহীন কেটেছে
শত আক্ষেপ ওহীদের যে জীবন বিরহ ব্যথা,
কান্নায় ব্যাকুল রক্ত ঝরা জীবন অতিক্রান্ত হয়েছে

رباعی - ٨٦

شب لب بلب ساغرسرشارگزشت - یالب بنها ده برلب یار گزشت

سرد اشته برسا دلدار گزشت - نازم بشبی که درچنین کارگزشت

Dhaka University Institutional Repository

পান পাত্রটি কানায় কানায় পূর্ণ অবস্থায় রাত কেটেছে
অথবা বন্ধুর হৃদয়ের ওপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে রাত কেটেছে
প্রিয়ার বাহুতে মাথা রেখে রাত কাটিয়েছে
আমি আনন্দিত যে রাতে এরূপ কাজ অতিক্রান্ত হয়েছে

رباعی – ۸۷

ازداغ دلم لا له رنگین خیزد – وز چاك درون ناله غمگین خیزد

عنبرزخطت خیزدونسرین زبرت – درسنبل تومشك زهرچین خیزد

আমার অন্তরের দাগ লাল রঙে রঞ্জিত হয়ে ওঠবে
অন্তর বিদীর্ন হওয়ার দ্বারা দুঃখিতের আর্তনাদ ধ্বনি ওঠবে
সুগন্ধি তোমার আচরণ হতে এবং ফুল তোমার উপর হতে বেরোবে
তোমার ফুলের কলিতে ফুলের ঝুড়ি শোভা পাবে

رباعی – ۸۸

دردهرکه آب ودانه مي باید خورد – تا چندغم زمانه می بایدخورد

ای شیخ بگوکه غمزدایکد وقدح – می باید خورد یا نمی باید خورد

যে সময় দানা পানি খাওয়া চাই
তখন কালের কিছু চিন্তা ভাবনাও হজম করা উচিৎ
হে শায়খ! বল দুঃখ নিবারণকারী এক দু'টি পাত্রের কথা
তা গ্রহণ করা উচিৎ কিনা

رباعی – ۸۹

آها اسفا بهجر جانان مردم – صدحسرت دید ارلحد دربردم

نشکفت مراغنچه لب بسته دل – درباغ جهان بغنچگی پژ مردم

আহ কিযে আফসোস! লোকজনের প্রাণ বায়ূ চলে যাওয়ায়
শত আক্ষেপ যে, কবর দেখতে দেখতে তাকে সেখানে নিয়ে যাব
আমার ঠোঁটের ও পাষাণ হৃদয়ের কুঁড়ি বিকশিত হলনা
এমতাবস্থায় দুনিয়ার কাননে সঞ্জীবনী ম্রিয়মান হয়ে গেছে

Dhaka University Institutional Repository

رباعی - ۹۰

شیخا هرماتو مے بخلو ت خوردی - بادختر رزشبي بر وزآوردی

مردانه کن اقرار اگر تو مردی - زنهار گرانکارکنی نامردی

হে বৃদ্ধ, ওহে প্রৌঢ়! তুমি নির্জনে মদ পান করলে
আঙ্গুরের মদ নিয়ে সারা রাত জেগে দিনে উপনীত হলে
হে লোক ! যদি তুমি পুরুষ হও তাহলে স্বীকার কর
বদমাস, যদি তুমি অস্বীকার কর তাহলে তুমি পুরুষ নও

رباعی - ۹۱

نا دان پسراتوبر پدرمی تازی - کے خیر ببیني که بشر می سازي

بازآے ازین شیوه کجبازی ها - بازی بازی بر یش بابابازی

মুর্খ ছেলে! তুমি তো পৈতৃক সূত্রে আরবী
তখন তুমি কল্যাণ দ্রষ্টা হবে যখন তুমি লজ্জাশীল হবে
ফিরে এসো এসব বদমাসী আচরণ হতে
শুধু তুমি খেলা কর আর খেলা কর বিশেষ ধরণের আঙ্গুর নিয়ে

رباعی - ۹۲

خون شددلم ازتازه جواناني چند - شمشیربکف بزرده دامانی چند

ابروچوکمان شان مژگان تیروسنان - کافروش خونریزمسلمانی چند

আমার অন্তর রক্তিম হয়ে গেছে কতক যুবকের শৌর্যবীর্যে
তারা তরবারী হাতে জামার আঁচল টেনে উদ্যত
তাদের ভ্রূ কামান সদৃশ চোখের পাপড়ি তীরও তরবারীর মত
যেমন ওরা জ্বাজল্যমান অনেক মুসলমানের হত্যাকারী

رباعی - ۹۳

بنگربچمن سروخرا ماني چند - گلگشت کنان کل بگیر بیاني چند

برخاسته ازبسترخوابی دم صبح -ناشسته رخ وموی پریشانی چند

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্য কর বাগানে অনেকের বীরত্ব ও দম্ভের চাল চলন
পুষ্পরাজি গলায় গেঁথে তাদের ফুল বাগানের বিচরণ
ভোর উদিত হওয়ার পর তারা শয্যা ত্যাগ করে
হাত মুখ না ধুয়ে কত পেরেশানীতে ছুটে

رباعی - ٩٤

خستی بجفاجان جهان جانی چند - کشتی بدغا عاشق حیرانی چند حیرت بینی
دمیده شکل نرگس - بگزر بسر خاك شهید اني چند

অত্যাচারে তুমি দুনিয়ার বহু প্রাণকে আহত করলে
ধোকা দিয়ে কত হয়রানি করে প্রেমিক হত্যা করলে
সে ছিল আশ্চর্যজনক নারগিস ফুলের মত উদীয়মান
ওহে! এসব পরিহার কর বহু মানুষের সামনে মাটিতে মিশে যাওয়ার ভাবনা নিয়ে

رباعی - ٩٥

ای کافر خونخوار مسلمانی چند - تیرم زده زنوك مژگانی چند

هرقطره خون لاله دماندبزمین - بالخت جگر مبکش توپیکا نی چند

ওহে অবিশ্বাসী! বহু মুসলমানের রক্ত পিপাসু
জেনে রেখো, চোখের পাপড়ি সমূহের সাহায্যে আমার তীর নিক্ষিপ্ত হয়
লাল রক্তের প্রতিটি বিন্দু ভূমিতে ফিনকারী দিয়ে পতিত হয়
অন্তরের অন্তস্থল দিয়ে হত্যা কর, অসংখ্য তীর নিক্ষেপ কর

رباعی - ٩٦

بردند دلم غارت ایمانی چند - ترسا بچگان نامسلمانی چند

دلهای سیاه شان چوشام دیجور - روهبای پید صبح تابانی چند

বহু ঈমান বিনাশী চক্রান্তে আমার মানবাত্মা নিয়ে গেছে
ওরা হল কতক অমুসলিম ছেলে সন্তান
ওদের অন্তর মালা সন্ধ্যার আঁধারের মত কৃষ্ণ
মুখ মণ্ডল তাদের প্রভাতের মত উজ্জল

Dhaka University Institutional Repository

رباعی – ۹۷

বসন্ত ঋতুর প্রশংসা, নববর্ষের আনন্দ-উৎসব, প্রেমিক সুলভ বাসনা, সমাপ্তি লগ্নের উচ্ছাস, কবির কাব্য গুরু এবং সমসাময়িকদের আলোচনা ও উপসংহার সম্বলিত রুবাইয়াত। এখানে মোট ৩১ টি রুবাই রয়েছে। এতে তিনটি মুসতাযাদ রুবাইও আছে এ রুবাইগুলোতে নিষিদ্ধ সূরার কথা বারবার আলোচিত হয়েছে। সম্ভবত আনন্দ উচ্ছাসে বেসামাল হয়ে কবি হৃদয় হতে এর বহিঃ প্রকাশ ঘটেছে। মাঝে মাঝে কবিরা যে, কাব্য জগতে নিজ সত্তার কথা ভুলে যান। এখানে তাই প্রমাণিত হয়েছে বলে মনে হয়। ১২০ নং রুবাইতে তাঁর কাব্য গুরু ফরিয়াদের কথা, ১২২ নম্বরে বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি আবদুল গফুর নাসসাখ এবং ১২৩ নম্বরে ঢাকার কবি সম্রাট আযাদের কথা আলোচিত হয়েছে। শেষোক্তরা তাঁর সম সাময়িক কবি।

ای ساقی لاله روبهارسب بهار - وی مطرب خوش گلوبهار ست بهار

کوشاهدسر مست وکجاطرف چمن - کوباده کجاسبوبهارست بهار

হে সাকী! বসন্ত ঋতুটি রক্তিম চেহারার
সুমধুর কণ্ঠের গায়ক বসন্ত কাল
কি মনলোভা কোথায় এ কাননের শেষ সীমা
কি অপূর্ব শরাব কোথায় এর মটকা
বসন্তকাল, বসন্তকাল

رباعی – ۹۸

ای دل توبجوش فصل گل آمدباز- درعیش بکوش فصل گل آمد باز

گرتوبه شکستم تومشوهرزه درای-ای شیخ خموش فصل گل آمد باز

হে হৃদয়! প্রস্তুত থেকো ফুলের মৌসুমে ফুল ফিরে আসবে
স্বাচ্ছন্দে থাকতে চেষ্টা কর ফুলের ঋতু ফিরে আসবে
যদিও আমি তাওবা ভঙ্গ করেছি তুমি অযথা কথক হয়োনা
হে শায়খ! নীরব থেকো, ফুলের ঋতু ফিরে আসবে

رباعی – ۹۹

درفصل بهار بر کنار جوئے - باید شب ماهی ورخ مهروئے

یکدست گرفته جام مے رامحکم - دست دگری بحلقه گیسوئے

Dhaka University Institutional Repository

বসন্তকালের দৃশ্য চলমান পানির পার্শ্বে
রাত্রি হয় মৎসের ন্যায় চাদনী রাতের মত
এক হাত যেমন প্রস্তুত শরাবের পেয়ালা ধারণ রত
আর অপর হাত ঝুলফির চুলে আবদ্ধ

رباعی - ۱۰۰

درموسم گل آے بگلگشت چمن - جام می گلگون کش وخوش هوئی زن
می نوش وگل افشان ورخ شاهر بواس - کاخر نه چمن ماند ونے سیر چمن

ফুলের মৌসুমে হে মনরোম বাগান
লালীমা শরাবের পেয়ালাও উৎফুল্ল প্রিয়ার মত
শরাব পান কর, ফুল কুড়াও, প্রিয়ের মুখে চুমো খাও
পরকাল না হবে বাগান এবং না হবে ভ্রমণের স্থান

رباعی - ۱۰۱

درموسم گل شاهد گلفام طلب - مینا طلب ومی طلب جام طلب
باسر وگل اندام نشین براب جو - کام دل ناکام زایام طلب

ফুলের মৌসুমে প্রেমিক গোলাপী রঙ তলবকরে
শরাবের বোতল, শরাব ও তার পেয়ালা তলব করে
ধ্যান ও ফুলেল দেহ নিয়ে তুমি বসেছ নদীর কুলে
তলবের দিন গুলোতে প্রিয়ের দরশন লাভে ব্যর্থ হয়ে

رباعی مستزاد - ۱۰۲

خوش خوش مے گلگون بکش اندر گلشن - درفصل بهار
نقل ارطلبی سبك سبك بوسه بزن - برروی نگار
باساقی ومطرب چونشینی لب جو - باجام وسبو
سروی خوش زرین کمرے سیمین تن - درکش بکنار

খুব উত্তম শরাব লাল রঙের বাগানের ভেতর বসন্ত কালে
শরাব পানের পরবর্তী জিনিসে তুমি দ্রুত চুমো খাওয়া তলব করছ
সুদর্শন চেহারায়

Dhaka University Institutional Repository

সাকী ও গায়কের সঙ্গে তুমি যখন নদীর কূলে বসেছ
পেয়ালা ও মটকা নিয়ে
এমন এক প্রিয়ের সন্দানে যার সোনালী মাথা ও রূপালী দেহের কোমর
নদীর একটি প্রান্তদেশে

رباعی مستزاد – ۱.۳

خوبان همه جان باوفامی طلبند - باجوروجفا
دین ودل ارباب صفا می طلبند - ای دای بلا
سرمی طلبند وسیم وزرمی طلبند - هم خون جگر
بنگر تودلا چهاچها می طلبند - بی شرم وحیا

সকলই বিশ্বস্ত প্রেমিক তালাশ করে
নিপীড়ন নির্যাতনে
ধার্মিক ও খাঁটী হৃদয় বান সমূহকে তালাশ করে
আসি আসি বিপদের সময়
নেতৃপর্যায় সোনা ও রূপাতুল্য ব্যক্তি তালাশ করে
হৃদয় জ্বলে যাওয়ার চিন্তার সময়
দেখ, হে হৃদয়, কি আকাশ কুসুম চাওয়া
নির্লজ্জ ভাবে

رباعی مستزاد – ۱.٤

صبح ست وصبوحی است ومن می چینم - ازلعل توبوس
این حاصل عمر گرزان می بینم - عمرست فسوس
شب کام دل ازوصل توبربودم خوش - باعیش ونشاط
گوصبح دمید کے جدا بنشینم - بربانک خروس

এই হল প্রভাত ও প্রভাতের পানীয় আমি তা কুড়াই
মনিমুক্তা হতে, তুমি তা চুম্বন কর
এ'টি অর্জনে জীবন চলে যাচ্ছে আমি তা দেখছি
হায় আফসোসের জীবন
প্রিয়ের রাত তোমার সাক্ষাত হতে নিয়ে যাব আমি আনন্দে

Dhaka University Institutional Repository

যা খুব সুখ স্বাচ্ছন্দের
ভোর উদিত হচ্ছে কেমন করে আমি পৃথক বসে থাকব
মোরগের ডাক পর্যন্ত

رباعی - ۱.۵

می نوش که حظ زندگانی اینست - عیش خوش عالم جوانی اینست
باشاهد شنگول اگرباده کشی - میدان که حصول عمر فانی اینست

শরাব পান কর এটি জীবনের একটি অঙ্গ
জাগতিক আনন্দ ও ভোগ বিলাসের যৌবন এখানেই
সুশ্রী প্রিয়ের সঙ্গে যদি তুমি সুরা পান কর
ধ্বংস শীল জীবনের অর্জনের মাঠ একেই মনে কর

رباعی - ۱.۶

مارابت گلعذارمی باید نیست - گلزارو وصال یارمی باید نیست
نی شاقی ونی مطرب ونی شاهدومے - آن چیزکه دربهارمی باید نیست

গোলাপের মত প্রতিমা আমাদের হওয়া চাইনা
পুষ্পোদ্যান ও বন্ধুর মিলন হওয়া চাইনা
না সাকী, না গায়ক, না প্রিয়ে ও না মদ
এ দ্রব্যাদি বসন্তকালে হওয়া চাইনা

رباعی - ۱.۷

کل کرده بهارست شرابی اولے - باشاهد گلرومے نابے اولے
درعالم میکشی بنگام بهار - بر صحن چمن چتر سحابے اولے

পূর্ণ বসন্ত মদ পানের উত্তম কাল
ফুলের মত প্রিয়ের সঙ্গে মদ পান খুবই তৃপ্তি দায়ক
মদ্যপান জগতে বসন্ত কালীন সময়
পুষ্পোদ্যানে যেমন বৃষ্টি আটকানোর উপযোগী ছাতা

رباعی - ۱.۸

Dhaka University Institutional Repository

عید سب وجان مست شراب عشرت - یاران همه همد وش ببزم کثرت

ننمود چوآن ماه هلال ابرو - تنهاتووحید شوبکنج وحدت

ঈদ, গোটা জগৎ যেদিন শরাবের আনন্দোৎসবে পাগল পারা
বন্ধু ও সহপাঠী অধিক পরিমাণে শরাব পানের আসরে উপস্থিত
গোচরীভুত হয় না যখন নতুন চাঁদের সামান্য
ওহীদ তুমি পৃথক হয়ে যাও নীরব স্থানে

رباعی - ۱۰۹

عیدست وحیدامی نابے درکش - هان حاصل سی روزه شرابے درکش

شفتالوی بوسه ازلب دلبرچین- یك پسته دهان برخت خوابے درکش

হে ওহীদ! ঈদের দিন নিখাদ শরাব গুটিয়ে রেখো
সাবধান! ত্রিশটি রোযার দ্বারা শরাব কে গুটিয়ে ফেলো
পীচ ফলে চুম্বন কর প্রেমিকের অমসৃন ঠোঁট দ্বারা
পেস্তা সদৃশ বিছানা পত্র গুটিয়ে ফেলো

رباعی - ۱۱۰

دردهر دگررسید عید قربان - قربان توجان ودلم ای ماینه جان

قربان چوکنی مرابه تیغ ابرو - نقددل وجان هردوبعید بے بستان

পরবর্তী সময় কুরবানীর ঈদ উপনীত হল
হে আমার প্রিয় বস্তু! তোমাকে অন্তর অন্তস্থল দিয়ে কুরবানী দিলাম
আমাকে যখন কুরবানী দিবে ভ্রূসদৃশ ক্ষুরের দ্বারা
মন প্রাণকে দুনিয়ার কানন হতে দূরে রেখো

رباعی - ۱۱۱

نوروز رسید وگل بگلزار دمید - بلبل زخوشی نشید گلگون بکشید

خوبان چمن صف زده هرسوبچمن - بانازوادائی که نه دیدست و شنید

নব বর্ষের আগমনে বাগানের ফুল ফুটল

Dhaka University Institutional Repository

বুল বুল আনন্দে গাইল গান গোলাপী রঙ্গ হল বিকশিত
তৃণ চত্বরের প্রেমাস্পদরা সারি বদ্ধ ভাবে চত্বর অভিমুখী
হৃদয় স্পর্শী ভাবে উৎসব পালনের এমন দৃশ্য দেখেনি কেউ

رباعی – ۱۱۲

درکش توشراب ناب هنگام بسنت - خوش عیش بکن بابت گلفام بسنت
صدبرگ چمن بصد زبان میگوید - دریاب ومده زدست ایام بسنت

খাঁটী শরাবকে সুন্নতের সময় তুমি গুটিয়ে ফেলো
সুন্নতমতে আনন্দে জীবন যাপন কর প্রতিমা সদৃশ প্রিয়ের সঙ্গে
তৃণ চত্বরের শ'শ' ধরণের পাতা শ'শ'ভাষায় কথা বলছে
তা হৃদয়ঙ্গম কর এদের ওপরে হাত দিওনা সুন্নতের দিন গুলোয়

رباعی – ۱۱۳

ساقی تو شراب ارغوانی بمن آر - درموسم گل می بغانی بمن آر
درده می جان پروروخوش نقلےچند - ازبوسه بوعده فلانی بمن آر

হে সাকী! আমার জন্য গুল্ম সদৃশ শরাব নিয়ে আস
ফুলের মৌসুমে আজর াইজানী শরাব নিয়ে আস
দশটিতে প্রাণ উদ্দীপক ও উন্নত মদ যা আছে
আমার কাছে নিয়ে আস

رباعی – ۱۱٤

همدم بشب تیره توماهی بمن آر - مه پیکر خورشید کلاهی بمن آر
شدچشم من غمزده ازگریه سپید- گلگون بدنے چشم سیاهی بمن آر

হে বন্ধু! অন্ধকার রাতে তুমি মৎস্যের মত শুভ্র সুন্দর আমার জন্য নিয়ে আস
চাঁদের মত সূর্য মুকুট আমার জন্য নিয়ে আস
আমার চোখ চিন্তা যুক্ত, কান্নায় সাদা হয়েগেছ
গোলাপী শরীরের কালো চোখের ন্যায় প্রিয়া আমার জন্য নিয়ে আস

رباعی – ۱۱٥

Dhaka University Institutional Repository

نوشین لب شیرین حرکا تے خوش کن - شکردھیے شاخ نباتے خوش کن

تاچند وحیدابلب آری جانرا - لب نه بلبش آب حیاتی خوش کن ۔

নওশীন মধুর ঠোঁট ধারী সুমিষ্ট আচরণাদির অধিকারী
মিষ্ট ভাষী যেমন হাফিজের প্রিয়ার মত আনন্দ দাত্রী
হে ওহীদ! আর কত প্রাণকে ঠোঁটের মধ্যে নিয়ে আসবে
তার ঠোঁট কেবল ঠোঁট না যেন আনন্দদায়ক অমৃত সুধা

رباعی - ١١٦

زدخنده دهن دهن گل اندر گلشن -افشاند چمن چمن سمن درعدن

بشکست شکن شکن بنفشه زلفش - مشکست ختن ختن بهرطرف چمن

হাসি মুখ নিবৃত্ত কর ফুলে সুভাসিত মুখ বাগানে ফুল ছড়ায়
তৃণ চত্বর যেন মল্লিকাফুলের চত্বর আদন জান্নাতের মুক্তা
জুলফী তার ভাঙ্গা ভাঙ্গা বেণ্ডনি বেণী সমৃদ্ধ
মশকটি খুতান শহরের মশকের মত চত্বরের পরি পার্শে

رباعی - ١١٧

درهجر توروز وشب نخفتم عمری - درهای شرشك ازمژه سفتم عمری

احوال دل زار بنطق وبسکوت - گفتم بتوعمری ونگفتم عمرے

(১৭) আমি সারা জীবন তোমার বিরহে রাত দিন ঘুমাইনি
অশ্রুর ফোটা সমূহ চোখের পাপড়ি দ্বারা সারা জীবন মসৃণ করি
ক্রন্দনকারী অন্তরের অবস্থা সমূহ কথায় ও নীরবে
সারা জীবন তোমাকে আমি বলেছি এবং বলিনা

رباعی - ١١٨

جانی دارم برشته ازآتش غم - خون گشته دلی خسته زشمشیر الم

چشمی که روانست ازوقلزم اشك - یك سرکه شکستست بصد سنگ ستم

আমি বন্ধুত্ব রাখছি দুঃখের আগুন বুননের মাধ্যমে পীড়িত

Dhaka University Institutional Repository

অন্তর বেদনার তরবারীতে রক্ত রাঙা
যে চোখ দিয়ে প্রবাহমান সাগর তুল্য অশ্রু
একটি মাথা পরাভূত হল শত অত্যাচারের পাথরে

رباعی - ۱۱۹

ای طالب دیدار توزنهار مخسپ - چون طالع بیدار توزنهار مخسپ
باشد برتوآید وباشی درخواب - هرلحظه خبردار توزنهار مخسپ

হে দরশন প্রার্থী! দিনের বেলা তুমি ঘুমিও না
যখন সূর্য উদিত থাকে তখন দিনের বেলা তুমি ঘুমিও না
হতে পারে পূণ্য তোমার জন্য আসবে আর তুমি ঘুমিয়ে থাকবে
সর্বদা সচেতন থেকো দিনের বেলা ঘুমিও না

رباعی - ۱۲۰

گودلبرمن که دلنوازآید باز - بهردل زارچاره سازآید باز
اوعمرمن ورفت وکه دیدست بگو-عمری که گزشته است بازآید باز

আমার গভীর প্রেমাস্পদ যিনি আমার চিত্তহারী ফিরে আসবেন
যিনি ব্যথিত মনের প্রতিষেধক সরঞ্জাম, ফিরে আসবেন
তিনি ছিলেন আমার জীবন গেলেন চলে তাঁকে কেদেখেছে বল
এতে আমার অতিক্রান্ত জীবন ফিরে আসবে, ফিরে

رباعی - ۱۲۱

برجان سخن هرانچه بیدادآمد - دادش همه ازحضرت فریاد آمد
اوستاد سخن بودوتلامیذش را - هر عقده گشوده شدچواویادآمد

কবির হৃদয়ে যত অত্যাচার এসেছে
সব সে বিলিয়ে দিয়েছে হযরত ফরিয়াদের তরে
তিনি ছিলেন কবিতার শিক্ষক, তাঁর শিষ্যগণ
যেকোন সমস্যায় তাঁর কথা স্মরণ করলে সমাধান হয়ে যেত

رباعی - ۱۲۲

Dhaka University Institutional Repository

گل گلبن طبعم که سرشاخ کند - گلد سته ازان بطاق نه کاخ کند

ای دل تومنال قدردان نیست اگر - وصف سخنت خامئه نساخ کند

তিনি যেমন বৃক্ষের ফুল আমার কবি প্রতিভাকে চূড়ায় উন্নীত করেন
তাকে সুউচ্চ মিনারে সমুন্নত করেন অবশ্য রাজা বানাননি
ওহে! তোমার হৃদয় যদিও প্রশংসা কারী নয়
তোমার কবিতা গুনে অদক্ষকে নাসসাখে রূপান্তরিত করে

رباعی – ۱۲۳

آزاد سخن سنج شناسامی سخن - آن پایه شناس وپایه افزاے سخن

قدرسخنم گربشناسد چه عجب - گویای سخن باشد وجویای سخن

আযাদ একজন কবি ও পরিচিত কবি ব্যক্তিত্ব
তিনি অতি পরিচিত মুখ, কবিত্বের মর্যাদা সমুন্নত কারী
আমর কবিতার মর্যাদা যদি তিনি মূল্যায়ন করেন এতে গর্বের কি আছে
এতে তিনি বাক পটু হবেন আর অনুসন্ধিৎসু

رباعی – ۱۲٤

خاموش وحیدازسخن دم درکش - رورخت خودت بگوشئه غم درکش

درتوهوسی داری بایکد دوسه یار - جامی مے غمزدای پیهم درکش

ওহীদ নির্বাক, কবিতা বলা হতে নীরব থেকো
নিজ আসবাবপত্র নিয়ে নির্জন স্থানে চলে যাও চিন্তা করোনা
যদি তুমি কামনা কর এক দু বা তিনজনের সাথে বন্ধুত্বের
দুঃখ নিবারণ কারী এক পেয়ালা শরাব সব সময় গুছিয়ে রাখো

رباعی – ۱۲٥

خاموش وحید خوش بیانی تاچند - ازگلشن طبع گل فشانی تاچند

صددفتر نظم ونثراملاکردی - ای خامه چامه گوروانی تاچند

নীরব থেকো ওহীদ, সুবাগ্মীতা আর কত কাল

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতির বাগান হতে ফুল ছিটানো আর কতকাল
শত শত পদ্য ও গদ্যের খাতা তুমি পূর্ণ করলে
হে অধমের কলম তোমার গন্তব্য আর কত

رباعی - ۱۲٦

کلکم که برآراسته دیوان سخن-هست این پی احباب کلستان سخن
باشد که فرستند درودے برمن - چینند اگریك گل خندان سخن

আমার ভেলা যা উপরে উপরে সজ্জিত কাব্যগ্রন্থ
এটি বন্ধু বান্ধবদের উদ্দীপক স্নায়ুকোষ কাব্যোদ্যান
হতে পারে তারা আমার জন্য দোয়া কামনা করবে
যদি তারা একটি হাস্যোজ্জ্বল কবিতার ফুল কুড়ায়

رباعی - ۱۲۷

کلکم که رباعیات بر جسته بگفت - درهای سخن یکان یکان چید وبسفت
چون یافت تمامی زلب روح قدس - خوش نغمئه تم تم بالخیر شنفت

আমার রুবাইয়াত শোভিত ভেলাটি (নাগারেস্তান আফযা)
কুড়ানো কবিতার মুক্তা মালায় একটির পর একটি করে সাজানো
যখন কবি পূর্ণ করার অবকাশ পেয়েছে মহান আল্লাহর সাহায্যে
তখন কল্যাণের মাধ্যমে শেষ হয়েছে, সুমধুর বাণী শুনেছে

* * * * *

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

যে সকল গ্রন্থের সাহায্যে এ নিবন্ধটি রচনা করা হয়, এক নজরে তার তালিকা।

ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পশ্চিম বঙ্গে ফার্সী সাহিত্য, ইসঃ প্রজাঃ ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা ১৯৯৪ খ্রিঃ ৪৪

ঐ বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩ খ্রিঃ

কোঃ আন্তোনভা প্রমুখ, ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রগতি প্রকাশনা মস্কো

আবদুল মুনিম যাওকী, তাকরীযাতে দীওয়ানে ওহীদ,প্রাগুক্ত,

আব্দুস সাত্তার, তারীখে মাদ্রাসা-ই-আলিয়া,ঢাকা ১৯৫৯ খ্রিঃ, ২য় খন্ড

মুহাম্মদ ইয়াহইয়া তানহা, সিয়ারুল মুসননিফিন, লাহোর ১৯৪৮ খ্রিঃ

ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ নওয়াব সলিমুল্লাহ, জীবন ও সাহিত্য ও কর্ম , ইসঃ ফাঃ ১৯৮৬ খঃ পৃঃ ১৮৮

ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ নওয়াব সলিমুল্লাহ, জীবন ও সাহিত্য ও কর্ম , ইসঃ ফাঃ ১৯৮৬ খঃ

দূরবীন,কলিকাতা,১৯ শে শাবান,১২৭১ পৃঃ ৪

দূরবীন,কলিকাতা,২৫শে রমযান ১২৮১,পৃঃ ৫

Selecction from the Records of the Gov c. of India . Home Dept. Culcatta 1886

বিনয় ঘোষ, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র , পাঠ ভবন কলিকাতা ১৯৬৬ খ্রিঃ ২খঃ

New calcutta directiory . 1856.pp78-79

Biman Bihari Maojumdar. Indian politcal association and referm of lagislative 1912

রমেশ চন্দ্র মজুমদার বাংলাদেশের ইতিহাস কলিকাতা ১৩৭৮ ৩খঃ ৫৩৬

দূরবীন, ২১ মে ১৮৫৫৫ খ্রিঃ

সুরেসচন্দ্র মৈত্রেয়, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলমান রাজনীতি অনুশীলন, আশ্বিন ১৩৭২ বাংলা

ড. ওয়াকীল আহমেদ, উনিশতকের বাংগালী মুসলমানের চিন্তাচেতনার ধারা,

ড. আনিসুজ্জামান মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য,

মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক ভারতে মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৩ খ্রিঃ,

কোরেশী সম্পাদিত, A short history of Pakistan . 1st vol.

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম রসূল মেহের, হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (বংগানুবাদ আব্দুল জলিল ও মতিউর রহমান মুন্না)
মাহমুদ হুসাইন, The success of Sayyid Ahamed Shahid : History of freedom move ment Vol. 11 part 1.
রশিদ আলফারুকী, মুসলিম মানস, সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া
নায়ুরায়ে জান আফযা
দীওয়ানে আওহাদ, গাউসিয়া প্রেস কলিকাতা, ১৮৯১ খ্রিঃ
উবায়দুল্লাহ উবায়দী, দাস্তানে ইবরাতবার, অপ্রকাশিত
তাকরীযাতে মানজুমা, দীওয়ানে ওহীদ
কিতাআতে তারিখে ওয়াকাই 'মুখতালাফ
যামীমায়ে ইনতেখাবে দীওয়ানে ওহীদ
Enamul Huque. Abdul latif, his writing and arelated documents. samudra prokashani, Dacca, 1968
আবদুল গফুর নাসসাখ, তাযকিরাতুল মুআসিরীন, তারিখ বিহীন
আল-ইসলাহ পত্রিকা, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ
Jyotis chandra Das gupta, natinal Biography for India, Dacca, 1919, Vol, VI
দীওয়ানে উবায়দী ফার্সী, আবু নসর গীলানী লিখিত ভূমিকা
সৈয়দ নূরুল হাসান, নিগরিস্তানে সুখান, তা, বি,
মুকীতুল হাসান, সৈয়দ নুকুশ, লাহোর, জুন ১৯৬৪
আবদুল গফুর নাসসাখ, আরমুগানী, ১৩০২ হি,
হাকীম হাবীবুর রহমান, সালাসা গাসসালা, ইসলামাবাদ, ১৯৮৮ খ্রিঃ
মাহমুদ আযাদ, দীওয়ানে আযাদ, ১ম সংস্করণ তা, বি,
দীবাচা দীওয়ানে ওহীদ,
খুলাসায়ে তাওয়ারীখে বাঙ্গালা, কলিকাতা, ১৮৫৩ খ্রিঃ
সাহভে ওহীদী, কলিকাতা, ১৮৬২ খ্রিঃ
মাসিক দ্বানীশ, ইসলামাবাদ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৩
এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ঢাকা।